পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 86 Wednesday, 25 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮৬ সংখ্যা ✱ ১২ ফাল্গুন ১৪৩২, বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মনোজ পন্থকে গ্রেফতার করার দাবি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব পদ পেয়েছেন মনোজ পন্থ। মুখ্যসচিব পদে রয়েছেন নন্দিনী চক্রবর্তী। কিন্তু এসআইআর আবহে এবার বিতর্কে সেই মনোজ পন্থ। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে একটি বৈঠকে উপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে পন্থের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে এবার বিজেপিকে জবাব দিল রাজ্য সরকার। সুকান্ত বলেন, ''কোন পদাধিকার বলে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মনোজ পন্থ? এভাবে প্রধান বিচারপতির উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। অবিলম্বে এফআইআর করে মনোজ পন্থকে গ্রেফতার করা উচিত।'' সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগের উত্তরে রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অনুমতি নিয়েই মনোজ পন্থ ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিকও।

কেরলও এখন 'কেরলম', 'বাংলা'র বেলায় গড়িমসি!

বঞ্চনায় বিজেপি-সিপিএম 'লিখিত জোট' দেখছেন ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কেরলবাসীকে অভিনন্দন জানালেন ঠিকই, কিন্তু নিজের রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র জমি ছা।লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেরলের নাম 'কেরলম' করায় সায় দেওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, ''সিপিএম আর বিজেপির এখন অলিখিত নয়, লিখিত যোগ তৈরি হয়েছে। তারই পুরস্কার এই নাম বদল।'' অথচ একই দাবি নিয়ে বারবার কেন্দ্রের দরজায় গিয়েও যে বাংলাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে, তা নিয়ে এদিন তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। নামের আদ্যক্ষর 'ডব্লু' হওয়ায় প্রশাসনিক টেবিলে পশ্চিমবঙ্গকে যে কতটা বৈষম্যের শিকার হতে হয়, এদিন তার খতিয়ান দেন মমতা। তাঁর আক্ষেপ, ''আমাদের কেন সবসময় ওয়াই-জেডে (তালিকার শেষে) পড়ে থাকতে হবে? আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিতে যায়, তখন তাদের পিছনের বেঞ্চে বসতে হয়। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি কোনও বৈঠকে গেলেও বর্ণানুক্রমের দায়ে আমাকে সবার শেষে বলার সুযোগ দেওয়া হয়।'' এই 'প্রশাসনিক শৃঙ্খল' থেকে মুক্তি পেতেই রাজ্যের সংস্কৃতি ও দর্শনকে সঙ্গী করে 'বাংলা' নামটি চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৮ সালে তৃণমূল সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম হোক 'বাংলা'। কেন্দ্র তখন যুক্তি দিয়েছিল যে, নাম এক হয়ে গেলে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক বিভ্রান্তি হতে পারে।

মমতা এদিন মনে করিয়ে দেন, কেন্দ্রের পরামর্শ মেনে হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলা- তিন ভাষাতেই অভিন্ন নাম 'বাংলা' রেখে দু'-তিন বার বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বারবার তদ্বির করেও ফল মেলেনি। মমতার সাফ কথা, ''ওরা আসলে বাংলা-বিরোধী। ভোটের সময় বাংলা নামটা জপলেও মনে মনে ওরা বাংলার মনীষীদের অসম্মান করে। তাই এই বঞ্চনা।'' অন্য রাজ্যের সাফল্যে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু কেরল কেন বাড়তি সুবিধা পেল, তা নিয়ে নিজের তত্ত্বে অন। মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, কেরলে বাম-বিজেপির আঁতাঁত এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তবে মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, ''আজ আপনারা আছেন, কাল থাকবেন না। কিন্তু বাংলার নাম আমরা আদায় করেই ছাড়ব।'' প্রক্রিয়াটি সহজ নয়। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্যের নাম বদলাতে গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদনের পর রেল, ডাক বিভাগ ও গোয়েন্দা দফতরের সবুজ সংকেত লাগে। শেষে সংসদীয় বিল হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর মিললে তবেই মানচিত্রে নামবদল চূড়ান্ত হয়। কেরল সেই পথ অনেকটা পেরিয়ে গেলেও, 'বাংলা'র ফাইলটি এখনও দিল্লির লাল ফিতের ফাঁসে বন্দি। বাংলাদেশের সঙ্গে নাম মিলে যাওয়ার যে যুক্তি বিদেশ মন্ত্রক খাড়া করেছে, তা কাটানোই এখন নবান্নের কাছে সবথেকে বড় আইনি চ্যালেঞ্জ। আপাতত 'কেরলম' ইস্যুতে মমতার এই রাজনৈতিক রণকৌশল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'আঞ্চলিক আবেগ' এবং 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'কে যে অন্যতম প্রধান অস্ত্র করে তুলবে, সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল।

'আমরা প্রস্তুত, তবে নো এসআইআর, নো ভোট'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ গুজরাট, তামিলনাড়ু-সহ একাধিক রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, ভোটমুখী বাংলায় এখনও এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। তবে এখনও বহু আবেদন, অভিযোগপত্রের নিস্পত্তি হয়নি। এই আবহে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনকে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার তিনি বললেন, আগে সব আবেদনের নিস্পত্তি করতে হবে। ভেজালমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তারপর ভোট করাতে হবে। তিনি বলেন, ''আমরা প্রস্তুত। কিন্তু, নো এসআইআর, নো ভোট।'' এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকারকেও নিশানা করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। তৃণমূলকে নিশানা করে শমীক বলেন, ''অবিজেপি শাসিত রাজ্য কেরল ও তামিলনাড়ুতেও এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। ভাঙচুর হয়নি। যত সমস্যা বাংলায়। বিচারকরাও এখন আতঙ্কে।'' এসআইআর সম্পূর্ণ করেই ভোটে যাওয়ার জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা ভোটের জন্য প্রস্তুত। তবে এসআইআর শেষ করে তবেই ভোট করতে হবে। নো এসআইআর, নো ভোট। আমাদের যে ফ্রম সেভেন জমা দেওয়া হয়েছে, যেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সবগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু আমাদের নয়, সব রাজনৈতিক দলের। তাতে যতদিন লাগে লাগুক।'' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ফের রাজ্যে আসার আহ্বান জানান রাজ্য বিজেপির সভাপতি। তিনি বলেন, ''জ্ঞানেশ কুমার এ রাজ্যে আসুন। মুর্শিদাবাদের ডোমকল আসুন। এ রাজ্যে কীভাবে হচ্ছে এসআইআর, সেটা চাক্ষুষ করার জন্য হলেও এখানে আসুন। নির্বাচন কমিশনের কাছে একটাই দাবি। শেষ অভিযোগপত্র পর্যন্ত শুনানি শেষ করতে হবে। সেটা যে কয়দিন লাগে, সেই ক'দিনে হোক।'' রাজ্য সরকারকে নিশানা করে শমীক বলেন, ''প্রশাসনের সম্পূর্ণ রাজনীতিকরণ হয়ে গিয়েছে। যার উপর সুপ্রিম কোর্ট আস্থা রাখতে পারছে না। বিচারপতিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বাম জমানার সকল দৃষ্টান্তকে ছাপিয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় যদি এসআইআর নির্বিঘ্নে হতে পারে, তাহলে এ রাজ্যে কেন নয়?'' বিজেপির বিরুদ্ধে যখন ফর্ম সেভেন পূরণ করে মানুষকে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছে শাসকদল, তখন পাল্টা তৃণমূলকে নিশানা করলেন শমীক। তিনি বলেন, ''বিজেপির বিএলএ-২'র নামে ফর্ম সেভেন ফর্ম পূরণ করা হচ্ছে। সই নকল করা হচ্ছে। বয়স্ক মানুষদের এর জন্য শুনানিতে যেতে হচ্ছে। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এটা দেখা গিয়েছে।''

'এটা তদন্তের জায়গা নয়, যান গিয়ে কেন্দ্রকে জানান'

বাংলার আধার জালিয়াতি বিতর্কে মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ এসআইআর-এর শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে নথি হিসাবে আধার কার্ড ও অ্যাডমিট কার্ড গণ্য হবে। মঙ্গলবার তা জানিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি জে. ভিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আধার কার্ড এবং অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে মান্যতা পাবে। ১৪ ফেব্রুয়রি পর্যন্ত 'কাট অফ ডেট' অনুযায়ী ডকুমেন্টস গৃহীত হবে। দায়িত্বে থাকা জুডিশিয়াল অফিসারকে তথ্য এবং ডকুমেন্টস এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বোঝানোর দায়িত্ব থাকবে ইআরও এবং এইআরও-র। কিন্তু এই বিষয়টিতেই আপত্তি রয়েছে জনস্বার্থ মামলাকারী আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আধার জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এ নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। এখন এ বিষয়ে নির্ধারণ করার সঠিক সময় নয়। আর এই বিষয়টিকেও ইস্যু করছে বিজেপি। বিজেপি-র বক্তব্য, নথি যাচাই করছেন বিচারকরা। তারপরও যদি ভোটার তালিকায় একজনও ভূতুড়ে ভোটার থেকে থাকে, তাহলে তার দায় সুপ্রিম কোর্টের। আধার কার্ড কি নাগরিকত্বের প্রমাণ? না কি স্রেফ পরিচয়পত্র? আর যদি সেই পরিচয়পত্র তৈরিতেই জালিয়াতির কালো ছায়া পড়ে, তবে তার দায় কার? এদিন এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন এই প্রশ্নগুলিই উঠে এল সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপিন পাঞ্চোলির বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিল, আধার কার্ডের জালিয়াতি বা অপব্যবহার রোখার দায়িত্ব আদালতের নয়, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের। এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে দেদার ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে' বা ব্যাপক হারে এই জালিয়াতি চলছে, যা পরবর্তীকালে ভোটার তালিকায় প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি এ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ ও স্পষ্ট নির্দেশিকা দাবি করেন। পাল্টা পর্যবেক্ষণে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানান, এই ধরনের অভিযোগ গুরুতর হলে অশ্বিনী উপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে পারেন। প্রয়োজনে 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট' বা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধনের জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানাতে পারেন তিনি। বিচারপতি বাগচির কথায়, যদি আধার কার্ডের মতো নথি জাল করা হয়ে থাকে, তবে আইনগত ভাবেই তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আধার কার্ড পরিচয়পত্রের প্রমাণ হিসেবে আনা হয়েছিল এবং আমাদের সেটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আধার কার্ডের মাধ্যমে নাগরিকত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করার কোনও অবকাশ নেই। আদালত এদিন মনে করিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিটি বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক এক্তিয়ার থাকে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত সোজাসুজি জানান, এই বিষয়টির গভীর তদন্ত প্রয়োজন এবং আদালত সেই তদন্তের সঠিক মঞ্চ বা ফোরাম নয়। অর্থাৎ, জালিয়াতির উৎস বা পদ্ধতি খুঁজে বের করার কাজ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা প্রশাসনের, বিচারবিভাগের নয়।

ভিনরাজ্য থেকে জুডিশিয়াল অফিসার!

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ শুনে কমিশনকে তুলোধনা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে এসআইআর নিয়ে মঙ্গলবার বড় নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। জানানো হয়েছে, এখনও প্রায় ৬০ লক্ষ অভিযোগের নিস্পত্তি বাকি রয়েছে। অন্য রাজ্য থেকে বিচারক এনে কাজে গতি আনতে হবে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারক নিয়োগ করা যাবে। এই রায়ের পর নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতায় আরও প্রবলভাবে সরব হয়েছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়ায় কার্যত নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং তার জন্য জটিলতা আরও বেড়েছে - তৃণমূলের কংগ্রেসের অভিযোগ এমনটাই। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে তাঁদের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট বিশাল বাধা মোকাবিলায় প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বিচারকদের মোতায়েনের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। এই হস্তক্ষেপ নিজেই অনেক কিছু বলে। একই সঙ্গে, আদালত আবারও জানিয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবহিত বা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত সমস্ত নথি, যার মধ্যে আধার এবং মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় দাবি এবং আপত্তি নিস্পত্তির জন্য গ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত, কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ কোটি ২০ লক্ষ তথ্যগত অসঙ্গতি এবং ৩২ লক্ষ 'আনম্যাপড' নাম মিলিয়ে এই বিপুল সংখ্যক ভোটারকে নিয়ে জট তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই প্রায় ৬০ লক্ষ নাম সংক্রান্ত অভিযোগ বিচারপতি কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি করতে হবে। ফলে কাজের চাপ যে বিপুল, তা স্পষ্ট। তাই বাংলায় এসআইআর-এর কাজ শেষ করার জন্য ভিন রাজ্য যেমন ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকেও বিচারক বা জুডিশিয়াল অফিসার আনার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তরফে রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে। প্রতি দিন ২৫০টি করে নিস্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে। কিন্তু এত সময় হাতে নেই। কারণ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। বাংলায় এসআইআর পর্বে নথি যাচাইয়ের কাজের গতি বাড়াতে তিন বা তার বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা আছে এমন সিভিল জজ পদমর্যাদার অফিসারদেরও নিয়োগ করা যেতে পারে। পাশাপাশি, এসআইআরের কাজের জন্য বাংলা থেকে কোনও আবেদন এলে তা মানবিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখার কথা ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের হাইকোর্টের বিচারপতিদের উদ্দেশে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

সিইও দফতরে ঢোকার মুখে বিএলও-দের বিক্ষোভের মুখে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বা সিইও দফতরে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু তাঁর প্রবেশের মুখেই দফতর চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। উপস্থিত 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'-র সদস্যদের একাংশ শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের তরফে তাঁর দিকে জুতোও ছোড়া হয়। বিক্ষোভকারীরা নিজেদের তৃণমূলপন্থী বলে পরিচয় দেন। তাঁদের দাবি, দিনের পর দিন তাঁরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে অবস্থান ও আন্দালন চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, দফতরের দরজা বন্ধ রাখা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারী সহজেই ভিতরে প্রবেশ করতে পারায় ক্ষোভ আরও বাড়ে। স্লোগান দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিক্ষোভকারীরা বলেন, শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁরা 'রেজিস্টার্ড চোর' বলেই মনে করেন। তাঁদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই কর্মসূচি। উত্তেজনার মধ্যে অবশ্য বাইরে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি শুভেন্দু। পরে দফতরে প্রবেশ করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি মন্তব্য করেন, ''মে মাসের পর সকলকে উল্টো ঝোলানো হবে।'' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এর আগেও বিএলওদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল বিরোধী দলনেতাকে। গত ডিসেম্বরেও তাঁকে ঘিরে স্লোগান তোলেন আন্দোলনকারীরা। সেই সময় শুভেন্দুও হাত তুলে পাল্টা 'চোর চোর' স্লোগান দেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। মঙ্গলবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তাপমাত্রা আরও বেড়েছে। নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যে টানটান পরিস্থিতি। তার মধ্যে প্রশাসনিক দফতর চত্বরে এই ধরনের উত্তেজনা নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিল।

জামাইবাবুর মতো বসে থাকলে হবে না, বাহিনী প্রসঙ্গে কমিশন! নজরদারিতে মোতায়েন জিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ কোনও 'জামাইষষ্ঠীর' নিমন্ত্রণ নয়, যে এলাম আর জামাইয়ের মত চুপচাপ বসে থাকলাম। কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে ভোটের কাজে, শান্তি রক্ষার কাজে, সেটা তাঁদের করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কেমন ভাবে ব্যবহার করা হবে সেই প্রসঙ্গেই এমন মত প্রকাশ সিইও দফতরের। এমনকি নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত অযথা ঘোরাঘুরিও যাতে কেউ না করে এবার তেমন ব্যবস্থাই করতে চলেছে কমিশন। বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এলে শাসক দল তৃণমূল অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তোলে। কিন্তু অনেকাংশেই অভিযোগ ওঠে যে, বাহিনী ঠিক মতো কাজ করে না, খাওয়া-দাওয়া করে, ভোট শেষে চলে যায়! কিন্তু এবার কমিশন কড়া অবস্থানই নিয়েছে। স্পষ্ট কথা - এটা মনে করে নেওয়া ঠিক হবে না যে রাজ্য পুলিশ ওদের চালনা করবে। বাহিনীর কমান্ড্যান্ট আছেন, তাঁরাও বিষয়টি দেখবেন। কমিশন সূত্রে স্পষ্ট বার্তা, যেখানে সমস্যা চিহ্নিত হবে, সেখানেই পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে রাজ্য পুলিশের সহায়তায়ই তা কার্যকর করা হবে। বৈঠকে বাহিনী মোতায়েনের নীতিগত কাঠামোও চূড়ান্ত হয়েছে। কোথায় কত বাহিনী রয়েছে, কোথায় অতিরিক্ত প্রয়োজন - সবই বিশদে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাহিনীর যানবাহনে থাকবে জিপিএস ব্যবস্থা। কমিশনের পক্ষ থেকে সেই গতিবিধি নজরদারি করা হবে। যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাহিনীকে অন্যত্র ঘোরানো না যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। আগে অনেক সময় দেখা গেছে, ভোটের দিন কোনও এলাকায় ঝামেলা হলে বাহিনী অনেক দেরি করে গেছে। অভিযোগ থাকে, রাজ্য পুলিশই ইচ্ছা করে তাদের ঘুরপথে নিয়ে যায়। এবার যাতে তেমনটা না হতে পারে সেই জন্য জিপিএস ব্যবস্থা। স্পষ্ট করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিজস্ব কমান্ড কাঠামো রয়েছে। তাদের পরিচালনায় রাজ্য পুলিশ একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত পোর্টাল ব্যবস্থাতেও নজরদারি জোরদার হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরাই প্রবেশাধিকার পাবেন। কমিশনের কোনও সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকবে না। তবে আধিকারিকদের দেওয়া মন্তব্য ডিজিটাল চিহ্ন হিসেবে নথিভুক্ত থাকবে। প্রথম দফায় ১ মার্চ রাজ্যে পৌঁছবে ২৪০ কোম্পানি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ১১০, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৫৫, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর ২১, তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর ২৭ এবং সশস্ত্র সীমা বলের ২৭ কোম্পানি থাকবে। দ্বিতীয় দফায় ১০ মার্চ আরও ২৪০ কোম্পানি আসবে। সেই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ১২০, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৬৫, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর ১৬, তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর ২০ এবং সশস্ত্র সীমা বলের ১৯ কোম্পানি মোতায়েন হবে। সব মিলিয়ে মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটের আগে রাজ্যে দায়িত্ব নেবে। কমিশনের দাবি, সমন্বিত প্রস্তুতি ও কঠোর নজরদারির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই এখন মূল লক্ষ্য।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্মঃ ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬ **অশোক চন্দ্র নস্কর** প্রয়াণঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

দশ বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবু তুমি আছো
সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও মননে। তোমার শেখানো জীবনবোধ রাখুক
আমাদের আত্মস্থ এবং হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়।

যেখানেই থাকো তুমি ভালো থেকো
-তোমার পরিবারবর্গ ও 'দুরন্ত বার্তা'র কর্মীবৃন্দ

MUDRAN

অন্য রাজ্য থেকে বিচারক নিয়ে আসতে হবে, এসআইআর মামলায় বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিন্নরাাজ্য থেকে বিচারক এনে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর শেষ করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। তাতে অবশ্য আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, অন্য রাজ্য থেকে বিচারক এলে তাঁরা বাংলা বুঝতে পারবেন না। তবে প্রধান বিচারপতি বলেন, এই অবস্থায় আমাদের কিছু করার নেই।সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার কিছু পরে শুরু হয় এসআইআর মামলার শুনানি। ৮০ লক্ষের বেশি কাজ এখনও বাকি রয়েছে। তা শুনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানান, অন্য রাজ্য থেকে বিচারক নিয়ে আসতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এর কাজের জন্য ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারক আনা হবে বলে জানান প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।প্রধান বিচারপতি কান্ত বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাদের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে। প্রতি দিন ২৫০টি করে নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে। পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অবসরপ্রাপ্তদের পাশাপাশি ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারকদের নেওয়া যাবে। ওই দুই রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করব।

শেয়ার বাজারে পতন, সেনসেক্স ও নিফটির সূচকে ধস

মুম্বই, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে ঘরোয়া শেয়ার বাজারে বড়সড় পতনের ছবি ধরা পড়ল। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বাজারের প্রবণতা ছিল নিম্নমুখী। লেনদেন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়ে যায়, যার ফলে সেনসেক্স ও নিফটি-উভয় সূচকই অনেকটা নিচে নেমে আসে। সকাল ১০টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেখা গিয়েছে, বিএসই সেনসেক্স ০.৮৫ শতাংশ এবং এনএসই নিফটি ০.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে লেনদেন করছে। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিক্রির প্রবল চাপের কারণেই সূচকের এই পতন।এদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত বাজারের বড় শেয়ারগুলোর মধ্যে ওএনজিসি, কোল ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন এবং হিন্ডালকো ইন্ডাস্ট্রিজ ০.৪২ শতাংশ থেকে ০.১৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে দৌড়াচ্ছিল। অন্যদিকে, আইটি ক্ষেত্রের শেয়ারগুলোতে ছিল প্রবল মন্দা এইচসিএল টেকনোলজি, ইনফোসিস, টিসিএস এবং টেক মহিন্দ্রার মতো শেয়ারগুলো ৩.৯১ শতাংশ থেকে ২.৮৫ শতাংশ পর্যন্ত পতনের শিকার হয়েছে। বাজারে লেনদেন হওয়া ২,৬৪৫টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৭০৮টি শেয়ার লাভের মুখ দেখলেও ১,৯৩৭টি শেয়ার লোকসানে চলছে। সেনসেক্সের ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ২৪টিই লাল সংকেতে লেনদেন করছে এবং নিফটির ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ৪০টিই লোকসানে রয়েছে।বিএসই সেনসেক্স এদিন ২৪২.১২ পয়েন্ট কমে ৮৩,০৫২.৫৪ স্তরে খোলে। লেনদেন শুরুর পরপরই তা আরও কমে ৮২,৪৮১.৫৩ পয়েন্ট পর্যন্ত নামে। মাঝে ক্রেতারা বাজার ধরার চেষ্টা করলেও বিক্রেতাদের দাপটে সেনসেক্স ১০টা নাগাদ ৭১১.৯৫ পয়েন্ট পিছিয়ে ৮২,৫৮২.৭১ স্তরে থিতু হয়। একইভাবে নিফটিও ৭১.২০ পয়েন্ট কমে ২৫,৬৪১.৮০ স্তরে যাত্রা শুরু করে এবং এক সময় তা ২৫,৪৮২.৮৫ পয়েন্টে নেমে যায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিফটি ১৯৪.৪৫ পয়েন্ট হারিয়ে ২৫,৫১৮.৫৫ স্তরে লেনদেন চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগে সোমবার সেনসেক্স ৪৭৯.৯৫ পয়েন্ট এবং নিফটি ১৪১.৭৫ পয়েন্ট লাভের সাথে দিনের লেনদেন শেষ করেছিল।

মুকুল রায়কে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রবীণ রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের সহসা প্রাণের সংবাদে বিচলিত ও মর্মাহত বোধ করছি। তিনি আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন, বহু রাজনৈতিক সংগ্রামের সহযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর বিদায়ের খবর আমাকে বেদনাহত করেছে। সোমবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, প্রয়াত মুকুল রায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে দলের জন্য প্রাণপাত করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন, দলের সর্বস্তরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। পরে তিনি ভিন্ন পথে যান, আবার ফিরেও আসেন। বাংলার রাজনীতিতে তাঁর অবদান এবং সাংগঠনিক দক্ষতার কথা ভোলার নয়। দলমত নির্বিশেষে তাঁর অভাব অনুভব করবে রাজনৈতিক মহল।এই অভিজ্ঞ নেতা ও সহকর্মীর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। শুভ্রাংশুকে বলব, মন শক্ত করো।এই সংকটে আমরা তোমার সঙ্গে আছি। অন্যদিকে মুকুল রায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে খবর সূত্র জানি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশবিরোধী শক্তির মুখপাত্র রাহুল, তীব্র আক্রমণে অনুরাগ সিং ঠাকুর

কাংড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃজাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে ফের তীব্র বাগ্যুদ্ধের আবহ তৈরি হল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা রাহুল গান্ধী-কে সরাসরি নিশানা করে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধী কার্যত দেশবিরোধী শক্তির মুখপাত্রে পরিণত হয়েছেন এবং ভারত-বিরোধী এজেন্ডা নিয়েই রাজনীতি করছেন। মঙ্গলবার সকালে কাংড়া-য় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ।হিমাচল প্রদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুরের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট এবং আক্রমণাত্মক। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক মন্তব্য ও রাজনৈতিক অবস্থান দেশের ভাবমূর্তিকে আঘাত করছে। তাঁর কথায়, রাহুল গান্ধী দেশবিরোধী শক্তির মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি ভারত-বিরোধী এজেন্ডা পরিচালনা করেন, নেতিবাচক রাজনীতি প্রচার করেন এবং দেশে অরাজকতা ছা।য়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিজেপি নেতার দাবি, বিরোধী রাজনীতির নামে রাহুল গান্ধী ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ভাষা ও শব্দচয়ন করছেন, যা আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।অনুরাগ ঠাকুর আরও অভিযোগ তোলেন, রাহুল গান্ধীর বর্তমান রাজনৈতিক কৌশল মূলত বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও মিথ্যা প্রচারের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর বক্তব্য, এখন তাঁর একমাত্র কাজ হল মিথ্যা বলা, বিভ্রান্তি তৈরি করা, ভারতকে অপমান করা এবং মোদী-বিরোধী রাজনীতি করা। বিজেপি সাংসদের দাবি, দেশের অর্থনীতি যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, তখন সেই অগ্রগতিকে অস্বীকার করে ' অর্থনীতি' বলে অভিহিত করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নীতিগত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। তিনি একাধিক সভা ও বক্তব্যে দাবি করেছেন, সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ বা।ছে এবং বাস্তব পরিস্থিতি সরকার যেভাবে তুলে ধরছে, তার সঙ্গে মাটির বাস্তবতার ফারাক রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই অনুরাগ ঠাকুরের এই পাল্টা আক্রমণ রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।কাংড়ার মাটিতে দাঁ।য়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, বিরোধী রাজনীতিরও একটি নৈতিক সীমা থাকা উচিত। সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা গণতন্ত্রের অঙ্গ, কিন্তু দেশের সার্বিক অগ্রগতিকে অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ভারত আজ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা বিশ্বজু।ে প্রশংসিত। এমন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে ' বলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মন্তব্য করেন তিনি।বিজেপি শিবিরের দাবি, বিরোধী নেতার মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছা।ায় এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থায় প্রভাব ফেলতে পারে। অনুরাগ ঠাকুরের কথায়, দেশ যখন উন্নয়নের পথে দ্রুত এগোচ্ছে, তখন নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে দেশকে ছোট করা কোনো দায়িত্বশীল নেতার কাজ হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন অতীতের সরকারগুলির আমলে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা সমস্যার কথা মানুষ ভুলে যায়নি। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি থেকে দেশকে বের করে এনে স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।অন্যদিকে, কংগ্রেস শিবির অবশ্য বিজেপির এই আক্রমণকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই ব্যাখ্যা করছে। দলের একাধিক নেতা আগেই দাবি করেছেন, সরকার সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ বেছে নিচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, দেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানেই দেশবিরোধিতা নয় বরং গণতান্ত্রিক পরিসরে নীতিগত সমালোচনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়েও জাতীয় রাজনীতিতে সংঘাতের তীব্রতা কমেনি। বরং সংসদের ভিতরে ও বাইরে পরস্পরকে আক্রমণ করে রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার প্রবণতা বো।ছে। বিশেষ করে অর্থনীতি, বেকারত্ব, সামাজিক সম্প্রীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো ইস্যুগুলি এখন বিরোধী ও শাসক দলের মধ্যে মূল সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।হিমাচল প্রদেশের কাং।ায় অনুরাগ ঠাকুরের এই বক্তব্যকে অনেকেই আসন্ন রাজনৈতিক ল।াইয়ের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন। হিমাচল বিজেপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, এবং এখান থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে জোরালো বার্তা দেওয়া রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় স্তর থেকে জাতীয় ইস্যু তুলে ধরে বিরোধীদের চাপে রাখার প্রয়াস স্পষ্ট এই মন্তব্যে।সব মিলিয়ে, রাহুল গান্ধীকে ঘিরে অনুরাগ সিং ঠাকুরের তীব্র আক্রমণ ফের একবার প্রমাণ করল, দেশের রাজনৈতিক পরিসরে বাগ্যুদ্ধের পারদ এখনও উঁচুতেই রয়েছে। একদিকে বিরোধী শিবির সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করছে, অন্যদিকে শাসক দল সেই সমালোচনাকে দেশবিরোধী প্রচার হিসেবে তুলে ধরছে। এই সংঘাত আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেবে, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক কৌশল, জনমত এবং বাস্তব পরিস্থিতির ওপর। তবে আপাতত স্পষ্ট, জাতীয় রাজনীতির ময়দানে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের এই লড়াই আরও জোরদার হতে চলেছে ।

রাহুল গান্ধী সংবিধান পড়েননি, তোপ গৌরব ভাটিয়ার

নয়াদিল্লি(সংবাদসংস্থা) , ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ফের আক্রমণ করলো বিজেপি। দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাহুল গান্ধী সংবিধান প।নেনি।ভারত মন্ডপমে ইন্ডিয়া এআই সম্মলেনের সময় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার গৌরব বলেন, রাহুল গান্ধী ভারতকে বিব্রত করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এআই সামিটের সময় যুব কংগ্রেস কর্মীদের জামা খুলে বিক্ষোভের জন্য উদয় ভানু চিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে, দিল্লি পুলিশ আদালতের কাছে তাঁকে ৭ দিনের হেফাজত চেয়েছিল। উদয় ভানুকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। রাহুল গান্ধী সংবিধানের একটি কপিও পড়েননি। ভারতের প্রতিটি নাগরিক সংবিধান অনুসরণ করেন, কারণ এটিই সেই সুতো যা ভারতীয়দের একত্রিত করে।

এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু, আগামী মাসেই স্কুলে নিযুক্তি

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিযোগের কাউন্সেলিং মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। সল্টলেকে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চলছে। মেধা তালিকার মাধ্যমে ওপেন কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। ফলে মেধার ভিত্তিতে সকল প্রার্থী, স্কুল বাছাইয়ের সমান সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছে এসএসসি। স্কুল বাছাইয়ের পর কমিশন প্রার্থীদের সুপারিশপত্র দেবে। আগামী মাস থেকেই শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট স্কুলে নিযুক্ত হবেন বলে জানা গেছে।উল্লেখ্য, একাদশ ও দ্বাদশের মেধা তালিকায় ১৮ হাজার ২২৭ জন প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়। ১২ হাজার ৪৪৫টি শূন্যপদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ হবে।

চিবানো তামাক, জর্দা গন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখার তৈরির মেশিনের ওপর আরোপিত শুল্ক নিয়ে প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৪ ফেব্রুয়ারিঃ তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কার্যকর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক হারগুলি কি কি?তামাক এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর কার্যকর আবগারি শুল্ক হার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৩২০২৫- কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৪২০২৫ কেঃদ্রীয় আবগারি ৩১.১২.২০২৫-এ প্রকাশিত। এই আবগারি শুল্ক হার সমূহ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।২. চিবানো তামাক, জর্দা গন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা প্যাকিজিং মেশিন (দক্ষতা নির্ধারণ এবং আবগারি সংগ্রহ) নিয়মাবলী ২০২৫ কি জন্য?এই নিয়মাবলী বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৫২০২৫- কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক (এন.টি) তারিখ ৩১.১২.২০২৫-এ প্রকাশিত। এই নিয়মাবলীগুলি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।৩. এইসব নিয়মাবলীর অধীন কোন দ্রব্যসমূহকে যুক্ত করা হয়েছে?কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক আইন, ১৯৪৪-এ বিভাগ ৩এর অধীন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৪২০২৫ কেন্দ্রীয় আবগারি (এন.টি) তারিখ ৩১.১২.২০২৫-এ নিয়মাবলীগুলি প্রকাশিত। এর আওতাধীন হবে চিবানো তামাক (ফিল্টার খৈনি সহ) জর্দা গন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা।৪. চিবানো তামাক, জর্দাগন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা প্যাকেজিং মেশিন (ক্ষমতা নির্ধারণ এবং আবগারি সংগ্রহ) বিধিমালা ২০২৫ কী?বিজ্ঞাপিত দ্রব্যসমূহ যথাক্রমে চিবানো তামাক, (ফিল্টার খৈনি সহ) জর্দাগন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখার ওপর কি ভাবে ক্ষমতা নির্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক সংগ্রহ হচ্ছে এই বিধিমালায় তার উল্লেখ রয়েছে।৫. যেসব কর দাতাদের ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় আবগারি নিবন্ধীকরণ রয়েছে তাদেরও কি পৃথক নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন রয়েছে?চলতি কেন্দ্রীয় আবগারি নিবন্ধীকৃত কর দাতাদের জন্য আর পৃথক নিবন্ধীকরণের দরকার নেই।৬. বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রকাশিত দ্রব্যসমূহের সকল নির্মাণকারীকেই কী এই নিয়ামবলীতে নির্ধার্তিত বিবেচিত আবগারি শুল্ক প্রদান করতে হবে?না। এইসব নিয়মাবলী বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রকাশিত দ্রব্যের পাউচ নির্মাতাকারীদের জন্যই কার্যকর হবে। টিনে বা অন্য পদ্ধতিতে নির্মাণকারীদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নযোগ্য মানের ওপর কার্যকরী আবগারি শুল্কই প্রদান করতে হবে।৭. আবগারি শুল্ক গণনার উদ্দেশ্যে কি বিজ্ঞপ্তিকৃত পণ্যের খুচরা বিক্রয় মূল্যে কি কোন হ্রাস পাওয়া যায়?হ্যাঁ, হ্রাস পাওয়া যায় এবং ০১.০২.২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ০১২০২২-কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক (এন.টি.) -এ পণ্যের জন্য প্রযোজ্য আবগারি শুল্ক হার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সময়.এটি বিবেচনা করা হয়েছে।৮. কোন তারিখের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিকৃত পণ্যের চলতি প্রস্তুতকারককে ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে?নিয়ম কার্যকর হওয়ার সাত দিনের মধ্যে অর্থা ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এর মধ্যে ফর্ম সিই ডিইসি-১ এ ঘোষণাপত্র পোর্টালে দাখিল করতে হবে।৯. ফর্ম সিই ডিইসি-১ দাখিল করা কি বাধ্যতামূলক?হ্যাঁ, এটা বাধ্যতামূলক।১০. কী কী পরিমাপক ঘোষণা করতে হবে?পরিমাপকগুলির মধ্যে রয়েছে মেশিনের সংখ্যা, মেশিন সম্পর্কিত বিশেষত্ব যেমন সর্বোচ্চ নির্ণায়ক ক্ষমতা এবং গিয়ার বক্স অনুপাত এবং উল্লিখিত খুচরা বিক্রয় মূল্যের বিবরণ।১১. একজন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন কেন?ট্র্যাকফানেলের সংখ্যা, গিয়ার বক্স অনুপাত এবং মূল মোটরের প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত তথ্য প্রদানের জন্য এটি প্রয়োজন।১২. প্রকৃত উপাদন কি প্রাসঙ্গিক?না, আবগারি মেশিনের সর্বোচ্চ নির্ণায়ক ক্ষমতা দ্বারা উপাদিত অনুমিত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে।১৩. প্রদেয় আবগারি শুল্ক কিভাবে গণনা করা হবে?কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের ধারা ৩এ অনুসারে, প্রস্তুতকারককে নির্ধারিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আবগারি শুল্ক দিতে হবে।তবে, দাখিল করা ঘোষণাপত্র যাচাই না হওয়া পর্যন্ত, প্রস্তুতকারককে মাসে উৎপাদিত থলির খুচরা বিক্রয় মূল্য এবং প্যাকিং মেশিনের সর্বোচ্চ গতি, প্রতি মিনিটে থলিতে, আবগারি দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি চিবানো তামাক উৎপাদনকারী মেশিনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৫০০ থলি এবং খুচরো বিক্রয় মূল্য ২ টাকা হয়, তাহলে প্রতি মাসে প্রতি প্যাকিং মেশিনের শুল্কের হার ০.৮৩ কোটি টাকা হবে।যদি চিবানো তামাক উপাদনকারী মেশিনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৫০০ থলি এবং খুচরা বিক্রয় মূল্য ৪ টাকা হয়, তাহলে প্রতি মাসে প্রতি প্যাকিং মেশিনের শুল্কের হার ১.৫২ কোটি টাকা হবে (০.৮৩ কোটি টাকা বা ০.৩৮খুচরো বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে হবে)।১৪. একজন করদাতা কি প্রথম ঘোষণাপত্র দাখিল করার এবং কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার বা কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের সহকারী কমিশনার কর্তৃক বার্ষিক উপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের আদেশ জারির আগে একটি নতুন ঘোষণাপত্র দাখিল করতে পারেন?উক্ত বিধির ৬ নম্বর ধারা অনুসারে, কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার বা কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের সহকারী কমিশনার, পূর্ববর্তী ঘোষণাপত্রের বিষয়ে বিধি ৮ এর অধীনে একটি আদেশ জারি না করা পর্যন্ত একটি নতুন ঘোষণাপত্র দাখিল করা যাবে না।১৫. আবগারি বিভাগ বার্ষিক উপাদন ক্ষমতা কীভাবে নির্ধারণ করবে?কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার অথবা সহকারী কমিশনার, যথাসম্ভব, কারখানার সরেজমিন পরিদর্শন এবং মেশিনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের পর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন। উক্ত বিধির ৫ নম্বর নিয়ম অনুসারে, এক মাসে উপাদিত বলে বিবেচিত বিজ্ঞপ্তিকৃত পণ্যের পরিমাণকে ১২ (মাস) দিয়ে গুণ করে

এআই সম্মেলনের সময় কংগ্রেসের আচরণে দেশ হতাশঃসুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে এআই শিখর সম্মেলনের সময় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। তাঁর দাবি, এআই সম্মেলনের সময় কংগ্রেসের আচরণে দেশ হতাশ। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুধাংশু বলেন, এআই শীর্ষ সম্মেলন ভারতের বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং আমাদের তরুণদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি অত্যন্ত সফল প্রদর্শন ছিল, তবুও কংগ্রেসের নীচতার একটি অত্যন্ত ধূর্ত প্রদর্শনও দেখেছিল। সমগ্র দেশ এই বিষয়টি নিয়ে কেবল বিচলিত নয়, ক্ষুব্ধও। এমনকি এখন কংগ্রেসের জোট শরিকরাও এই বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে।সুধাংশু বলেন, কংগ্রেসের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর উঠতে শুরু করেছে, তারা বলেছে যে এই ধরণের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ আশা করা যায়। কিন্তু এই ধরণের আচরণ সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। কংগ্রেসকে বুঝতে হবে তারা যে ধারণাগুলি অনুসরণ করছে তা কেবল জনসাধারণই নয়, তাদের জোট শরিকরাও প্রত্যাখ্যান করছে। এমনকি এখন তাদের নিজের দলের প্রবীণ এবং দীর্ঘদিনের নেতারাও তাদের প্রত্যাখ্যান করছেন, এবং জনগণ তাদের নিন্দা করছে।

রাজাগোপালাচারীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাধীন ভারতের প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন। অশোক মন্ডপের কাছে গ্র্যান্ড ওপেন সিঁড়িতে অবস্থিত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর আবক্ষ মূর্তিটি এডউইন লুটিয়েন্সের আবক্ষ মূর্তি প্রতিস্থাপন করে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করও উপস্থিত ছিলেন।এ বিষয়ে বিজেপি নেতা এবং ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল সি. রাজাগোপালাচারীর প্রপৌত্র, সিআর কেশবন বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজাজির আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের জন্য আমরা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জিকে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর চমকার বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। ভারত আমাদের সভ্যতার মূল্যবোধের উপর এত গর্বিত হয়ে উঠেছে এবং একটি বিষয় যা আমি আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করব তা হল স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে পূর্ববর্তী কংগ্রেস শাসনকালগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আত্মত্যাগকারী মহান নেতাদের গৌরবময় ত্যাগ এবং নিঃস্বার্থ অবদানকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিই যথাযথভাবে তাদের গৌরবময় উত্তরাধিকার পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং তাদের সম্মান জানিয়েছেন।

যুবসাথীর ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরামবাগে

হুগলি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল আরামবাগে। গত সোমবার আরামবাগ বিডিও-র দফতর লাগোয়া চত্বরে যুবসাথী ও ভূমিহীনদের জন্য ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মানুষের ভিড়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, এমনকী ফর্ম নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এত লোকের ভিড়ে তুমুল ঝামেলা হয়। অভিযোগ, ফর্ম নিয়ে কাড়াকাড়ি, ধস্তাধস্তিতে অনেকেই অসুস্থ বোধ করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাতেও গন্ডগোল, হুড়োহুড়ি থামানো যায়নি। ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে।আরামবাগের বিডিও বলেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সঠিক ভাবে পেতে মানুষের মধ্যে একটা উদ্দীপনা রয়েছে। এত মানুষ একসঙ্গে চলে আসবেন, সেটা বোঝা যায়নি। শান্তিপূর্ণ ভাবে ফর্ম বিতরণ করা হচ্ছে। পুলিশ ভালো কাজ করেছে।

মধ্যপ্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন, পাঁচটি জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ভোপাল, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ মধ্যপ্রদেশে সোমবার ১০টিরও বেশি জেলায় আবহাওয়া ছিল পরিবর্তনশীল। মঙ্গলবার বালাঘাট ও দিন্দোরি সহ পাঁচটি জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।মঙ্গলবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল সক্রিয় রয়েছে। এর ফলে অনুপপুর, দিন্দোরি, মন্ডলা, সিওনি এবং বালাঘাটে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার বিকেল পর্যন্ত অনেক জেলায় রোদ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। জব্বলপুর , রেওয়া এবং সিধিতে বৃষ্টিপাত হয়। মাউগঞ্জ, সিধি, সিংরাউলি, গোয়ালিয়র, মোরেনা, রেওয়া, বারওয়ানি, ধর, দাতিয়া, খারগোন, সাগর এবং দামোহে রাতভর বজ্রপাত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যেই ফেব্রুয়ারির শুরুতে দুবার ঝড়-বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি হয়েছে, ফলে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ফের বৃষ্টিপাত ১৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আবারও চলতি সপ্তাহে সোমবার থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, পূর্বাবাস অনুযায়ী মঙ্গলবার পর্যন্ত চলতে পারে।মধ্যপ্রদেশে টানা বৃষ্টিপাতের কারণে দিনের তাপমাত্রা কমেছে। অন্যদিকে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সোমবার রাতে পাচমাড়িতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মান্দসৌরে ১১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাজগড়ে ১২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। রাজ্যের পাঁচটি প্রধান শহর ইন্দোর, ভোপাল, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র এবং উজ্জয়িনী-র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ছিল।

রাজ্যের একাধিক আদালতে বোমা হামলার হুমকি

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার নগর দায়রা আদালতে বোমাতঙ্ক। একটি হুমকি মেল থেকে আতঙ্ক ছড়ায় মঙ্গলবার সকালে। ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। বোমার খোঁজে তল্লাশি চলে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে পাঠানো ওই হুমকি ইমেলে দাবি করা হয়, নগর দায়রা আদালতে বোমা রাখা হয়েছে। এরপরই দ্রুত গোটা আদালত চত্বর খালি করে দেওয়া হয়। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল তল্লাশি চালায়। পাশাপাশি, স্নিফার ডগও আনা হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।এ দিনই আরেকটি আদালতে হুমকি আসে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে। হুমকি দিয়ে ইমেল করা হয় মুর্শিদাবাদের জেলা বিচারককে। আর সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ এসে তল্লাশি শুরু করে বহরমপুর জেলা আদালত চত্বরে। মুর্শিদাবাদ জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবু বাক্কার সিদ্দিকী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি কেউ বা কারা জেলা আদালত বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে জেলা বিচারককে ইমেল পাঠিয়েছে। আমাদের ধারণা, বিচারকেরা এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত হয়েছেন। তাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটতে পারে। এতে আতঙ্কিত আইনজীবীরাও। কে বা কারা এ রকম হুমকি দিয়েছে, তা নিশ্চয়ই পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এছাড়াও, আসানসোল জেলা আদালত, দুর্গাপুর মহকুমা আদালতেও বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

রাশিফল

মেষঃ আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে- কোনো ফয়সালা করার আগে একটি সাম্যজ্ঞস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখুন।

বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনেক সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনি মানসিক ভাবে শক্তিশালী এবং খুশি বোধ করবেন। আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার থাকবে এবং আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শক্তিতে পূর্ণ থাকবেন। শুভদিন

মিথুনঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনি যদি বাড়ি থেকে দূরে থেকে কাজ করে বা পড়াশোনা করেন তবে আপনার অর্থ এবং সময় নষ্ট করে এমন লোকদের থেকে দূরে থাকতে শিখুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ জাতক জাতিকাদের দিনটি মানসিক এবং পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সময়ে আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর ভাবে সংযুক্ত বোধ করবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

সিংহঃ ঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। দূরের জায়গার আত্মীয়রা আজ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার সাহসের ফলে ভালবাসায় জয় হবে।

কন্যা ঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক পরিবর্তন এবং নতুন সুযোগের ইঙ্গিত দেয়। আপনার চারপাশের পরিবেশ সহায়ক হবে, যা আপনাকে আপনার ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে এবং আলোচনা করতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃ কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে পিকনিকে যাওয়ার পক্ষে দিনটি অত্যন্ত ভালো। শুভদিন।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।

মকরঃ স্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। ঘরের কোন মেরামতির কাজ বা সামাজিক জমায়েতে আপনার ব্যস্ত থাকা সম্ভবপর। বিবাহের যোগ হবে

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনা এবং উসাহের লক্ষণ নিয়ে আসবে। সামাজিক জীবন সমৃদ্ধ হবে এবং আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিছু বিশেষ মুহূর্ত উপভোগ করতে পারবেন। অর্থ ব্যয়

মীনঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। স্ত্রীর সাথে ঝগড়া মানসিক উদ্বেগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অহেতুক চাপ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সংসারে সান্তি ফিরতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

সবেমাত্র ফাল্গুন মাসের ১১ তারিখ। কিন্তু বসন্তেই গ্রীষ্মের ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া। ভোরে মৃদু ঠাণ্ডার আমেজ কখনও অনুভূত হলেও, তা মুহূর্তের মধ্যেই উধাও হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম। এদিন ভোরের বৃষ্টির সৌজন্যেই পারদ সামান্য কমেছে। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কলকাতা-সহ অনেক জেলাতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ইতিমধ্যে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন কলকাতা ও আশেপাশের জেলাগুলির আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। বৃদ্ধি পাবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। পাকাপাকিভাবে শীতের বিদায়ও হবে কয়েকদিনের মধ্যেই।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মনিটে হতে পারে।

কলকাতা | মহানগরের খবর

'শূন্য' তকমা মুছতে আইএসএফের সঙ্গে জোটে সিপিআইএম, আসন বণ্টন নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 'শূণ্য তকমা মুছতে মরিয়া সিপিআইএম। সেই লক্ষ্যেই ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনী ময়দানে নামার পথে হাঁটছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। মঙ্গলবার সিপিআইএমের ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর আইএসএফ প্রধান তথা ভাঙরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী জানান, জোটের বিষয়ে নীতিগত ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। তবে আসন বণ্টন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বুধবার ফের বৈঠকে বসে বাকি বিষয়গুলি মিটিয়ে নেওয়ার কথা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই জোটকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ার পর সিপিআইএম কার্যত একা পড়ে যায়। হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে বিতর্ক এবং কংগ্রেসের সরে দাঁড়ানোয় আলিমুদ্দিনের কৌশল নতুন করে সাজাতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আইএসএফকেই ভরসা হিসেবে দেখছেন বাম নেতৃত্ব। মঙ্গলবারের বৈঠক প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। বৈঠক শেষে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, আলোচনা ইতিবাচক পরিবেশেই হয়েছে। তবে কয়েকটি আসন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সেগুলি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। সূত্রের খবর, আইএসএফ ৪৫টির কম আসনে লড়তে রাজি নয়। অন্যদিকে সিপিআইএম ৩০টির মতো আসন ছাড়তে প্রস্তুত বলে জানা গিয়েছে। এই অঙ্কের ফারাকই আপাতত জোট চূড়ান্ত হওয়ার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে চাইছে দুই দলই। সে সময় বামেদের সঙ্গে জোট করে আইএসএফ ভোটে লড়লেও কয়েকটি আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দেওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে দেগঙ্গা আসনে আইএসএফকে সমর্থন জানিয়েও শরিক দলের প্রার্থী দেওয়ায় জোটের বার্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নওশাদ সিদ্দিকী স্পষ্ট করেছেন, এবার যাতে সেই ধরনের পরিস্থিতি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। এবারের আলোচনায় শরিক দলগুলির অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক কতগুলি আসন পাবে, তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। সূত্রের খবর, বাম নেতৃত্ব ফরওয়ার্ড ব্লককে ১২ থেকে ১৫টি আসন ছানার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে নরেন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ওই দল প্রায় ৩০টি আসনের দাবি জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, আইএসএফের সঙ্গে জোট নিয়েও আপত্তি তুলেছে তারা। ফলে সমীকরণ আরও জটিল হয়েছে। বাম শিবিরের একাংশ মনে করছে, রাজনৈতিক বাস্তবতায় আইএসএফের সঙ্গে জোট না করলে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একাধিক কেন্দ্রে সংগঠনকে শক্তিশালী করা কঠিন হবে। অন্যদিকে আইএসএফও চাইছে নিজেদের রাজনৈতিক বিস্তার ঘটাতে। তাই উভয় পক্ষই আপসের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে আসন বণ্টনের অঙ্ক মিললেই কেবল জোট আনুষ্ঠানিক রূপ পাবে। সব মিলিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে। সিপিআইএমের লক্ষ্য ' তকমা মুছে বিধানসভায় পুনরায় উপস্থিতি জানান দেওয়া। আইএসএফও নিজেদের শক্তি প্রমাণের সুযোগ খুঁজছে। তবে আসন বণ্টনের জট না কাটলে জোটের ভবিষ্য অনিশ্চিতই থেকে যাবে। বুধবারের বৈঠকের দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে উদ্যোগ নিলো স্টেট মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা ও নমামি গঙ্গা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,দঃ২৪ পরগনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ গঙ্গার দূষণ বেড়ে চলেছে।আর এবার গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে উদ্যোগ নিলো স্টেট মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা ও নমামি গঙ্গা। ইতিমধ্যে গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন এই প্রকল্পের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আধিকারিক সুজিত ভান্ডারী। তিনি বলেন,এটি এমন এক ধরনের প্রকল্প,যা গঙ্গার পুনর্জীবন সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী। ন্যাশনাল গঙ্গা কাউন্সিলের অধীনে ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা এটি আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গঙ্গার দূষণ মোকাবিলায .সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি উদ্যোগ। এর প্রধান লক্ষ্য এনএমসিজি দূষণ হ্রাস করার ওপর মনোযোগ দেওয়া,যার মধ্যে কোনও বাধা,ডাইভারশন এবং খোলা ড্রেনের মধ্য দিয়ে.প্রবাহিত বর্জ্য জলের ঠিক মতো নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা যায়। এই প্রকল্পের আরও উদ্দেশ্য হলো বায়োরিমিডিয়েশন, উপযুক্ত ইন সিটু ট্রিটমেন্ট , অগ্রগামী প্রযুক্তি, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং বর্জ্য শোধনাগার এর মাধ্যমে দূষণ কমানো।প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তন না করে জল প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায়. রাখা। ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ এবং ভূগর্ভস্থ জলের পুনরুদ্ধার করা ও তা বজায় রাখা। স্থানীয় এলাকার প্রাকৃতিক গাছপালা পুনরুজ্জীবিত করা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। গঙ্গা নদীর অববাহিকায় জলজ জীব বৈচিত্র্যের পাশাপাশি নদীর তীরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনর্জন্ম করা। এই জিনিসগুলি সাধারণ মানুষজনের কাছেপৌঁছে দিতে ব্যাপক প্রয়াস নেওা হয়েছে।এই কাজ সারা বছর ধরে চলবে। আর আমরা সচেতন হলে গঙ্গার দূষণ ও বন্ধ হবে।

কেশরা কাটজুড়িডাঙা প্যাসেঞ্জার হল্টের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের অধীন কেশরা কাটজুড়িডাঙা প্যাসেঞ্জার হল্টের আজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে, শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। নতুন এই রেল অবকাঠামো স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সহজলভ্য, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রেল পরিবহণ নিশ্চিত করবে এবং একই সঙ্গে এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আদ্রা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী মুকেশ গুপ্ত উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি এই প্রকল্পের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রেল শুধু পরিবহণের মাধ্যম নয়, বরং সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। এই নতুন হল্ট চালু হওয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও আধা-শহরাঞ্চলের মানুষের যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বাঁকুড়ার বিধায়ক শ্রী নীলাদ্রি শেখর দানা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুভাষ সরকার উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। তাঁরা এই উদ্যোগকে আঞ্চলিক সংযোগ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। নতুন রেল সুবিধা চালু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং একে এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ট্রেন নং ৬৮০৮৯ (মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু) ট্রেনের পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ যৌথভাবে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন। এই উপলক্ষে রেল আধিকারিক ও কর্মচারী, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

অসমের বিভিন্ন স্টেশনে ১৯টি ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অসমের বিভিন্ন স্থানের নির্বাচিত স্টেশনগুলিতে ১৯টি ট্রেনের জন্য অতিরিক্ত স্টপেজ চালু করেছে। এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলি ২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ট্রেন নং. ১৫৬১৫ / ১৫৬১৬ গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের জন্য সালচাপড়াতে অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে, ট্রেন নং. ১৫৬৬৯/ ১৫৬৭০ গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস কামপুরে স্টপেজ প্রদান করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, যখন ট্রেন নম্বর ১৫৬১১/ ১৫৬১২ রঙিয়া-শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেসের জন্য জাগীরোডে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে, ট্রেন নং. ১৫৬০৩/১৫৬০৪ গুয়াহাটি-লিডো-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসকে কামপুরে অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে এবং ট্রেন নং. ১৩১২৫ কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস কাটাখালে থামার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে, ট্রেন নং. ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে লঙ্কায় স্টপেজ দেওয়া হয়েছে, এবং ট্রেন নং, ১৫৪১৭/ ১৫৪১৮ আলিপুরদুয়ার-শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার রাজারানি এক্সপ্রেসকে আমনিতে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, ট্রেন নং. ১৩১২৬ কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং, ১৫৬০৯/ ১৫৬১০ গুয়াহাটি-সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসদের জন্য যথাক্রমে কাটাখাল এবং কাটলীঘড়াতে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ১৫৬৬৩/ ১৫৬৬৪ আগরতলা-শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেস একই দিনে সুদ্রাকান্দি হল্টে খামার কথা রয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে বৃহ সংখ্যক অতিরিক্ত স্টপেজ চালু করা হয়। এখন থেকে ট্রেন নং. ১৫৬৬৫/ ১৫৬৬৬ মারিয়নি-গুয়াহাটি-মারিয়নি বিজি এক্সপ্রেস বরণখার স্টেশনে থামবে। মাননীয় সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ ভামা বরদখার স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেনটির যাত্রা শুরু করেন। তিনি রেলওয়ে আধিকারিক এবং স্থানীয় যাত্রীদের উপস্থিতিতে উন্নত পরিষেবাটির উদ্বোধন করেন, এবং এই অফদের জন্য উন্নত যোগাযোগের গুরুত্বকে তুলে ধরেন।

মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ৮টি জেলা জুড়ে তিনটি মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্প অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারী ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি আজ রেল মন্ত্রকের ৩টি (তিনটি) প্রকল্প অনুমোদন করেছে যার মোট ব্যয় ৯,০৭২ কোটি টাকা (প্রায়)। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। গোন্ডিয়া-জবলপুর দ্বিগুণকরণ,পুনারখ-কিউল তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন, গামহারিয়া-চান্ডিল তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ৮টি জেলা জুড়ে ৩টি (তিনটি) প্রকল্প ভারতীয়. রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক প্রায় ৩০৭ কিলোমিটার বৃদ্ধি করবে। প্রস্তাবিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পটি প্রায় ৯৮ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় ৫,৪০৭টি গ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। বর্ধিত লাইন ক্ষমতা গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের জন্য পরিচালন দক্ষতা এবং পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রস্তাবগুলি কার্যক্রমকে সহজতর করতে এবং যানজট কমাতে প্রস্তুত। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির একটি নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা এই অঞ্চলের জনগণকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, যা এই অঞ্চলে ব্যাপক উন্ননের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানস্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী-গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং অংশীদারদের পরামর্শের মাধ্যমে মাল্টি-মডেল সংযোগ এবং লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রকল্পগুলি মানুষ, পণ্য এবং পরিষেবার চলাচলের জন্য নির্বিঘ্ন সংযোগ প্রদান করবে। প্রস্তাবিত ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রের সাথে রেল যোগাযোগ উন্নত হবে, যার মধ্যে রযেছে কাচনার শিব মন্দির (জব্বলপুর), কানহা জাতীয় উদ্যান (বালাঘাট), গাঙ্গুলপাড়া বাঁধ ও জলপ্রপাত, পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান, ধুঁধার জলপ্রপাত, বর্গী বাঁধ, গোমজি-সোমজি মন্দির, চান্ডিল বাঁধ, দলমা পাহাড়ের চূড়া, হেসাকোচা জলপ্রপাত, রায়জামা ঘাটি, দলমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলি কয়লা, ইস্পাত, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট , ব্যালাস্ট এবং পাথরের টুকরো, উড়াল ছাই, সার, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, খাদ্যশস্য, পিওএল ইত্যাদি পণ্য পরিবহনের জন্য অপরিহার্য রুট। ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের ফলে ৫২ এমটিপিএ (প্রতি বছর মিলিয়ন টন) অতিরিক্ত মাল পরিবহন হবে। পরিবেশবান্ধব এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী. পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ে জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনে এবং দেশের সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করতে, তেল আমদানি (৬ কোটি লিটার) হ্রাস করতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন (৩০ কোটি কেজি) হ্রাস করতে সহায়তা করবে যা এক কোটি গাছ লাগানোর সমতুল্য।

ইউটিউবের প্রলোভনে হাওড়ায় এসে প্রতারণার শিকার মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অবিশ্বাস্য কম দামে পোশাকের প্রলোভন দেখানো এক ইউটিউব ভিডিয়ো দেখে সুদূর মধ্যপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রতারণার শিকার হলেন এক ব্যবসায়ী। হাওড়ার একটি পরিচিত হাটে পাইকারি দরে জামাকাপড় কেনার আশায় এসে শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার টাকা খুইয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানা। এক ইউটিউবারের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। প্রতারিত ব্যবসায়ীর নাম বিজয় দুবে। তিনি মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের বাসিন্দা এবং পেশায় পোশাক ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি, পাইকারি বাজারের খোঁজ রাখতে নিয়মিত ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখতেন। সম্প্রতি একটি ভিডিওতে দাবি করা হয়, দে। হাজার টাকার জিন্স মাত্র ৮০ টাকায়, হাজার টাকার টি-শার্ট ৫০ টাকায় এবং মহিলাদের বিভিন্ন পোশাক ১০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে হাওড়ার এক বাজারে। এই প্রলোভনেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বিজয়ের কথায়, ভিডিওটি তৈরি করেছিলেন টিকিয়াপাড়ার এক ইউটিউবার। সেই ভিডিও দেখেই তিনি যোগাযোগ করেন। কয়েক দিন আগে জবলপুর-হামসফর এক্সপ্রেস ধরে সাঁতরাগাছি স্টেশনে পৌঁছন। সেখান থেকে হাওড়ার একটি হোটেলে ওঠেন। পরের দিন ইউটিউবারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বাইকে করে বিজয়কে বাজারে নিয়ে যান। একাধিক দোকান ঘুরে একটি দোকানের পোশাক পছন্দ হয় তাঁর। অভিযোগ, ব্যবসায়ী হিসেবে বড় অর্ডার দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে দোকানদার অগ্রিম টাকা চান। বিজয় নগদ ৫০ হাজার টাকা দেন। পাশাপাশি পণ্য ডেলিভারির জন্য অতিরিক্ত ২ হাজার টাকাও দেন। তাঁর দাবি, চোখের সামনে মালপত্র প্যাকিং করে ডেলিভারির জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি জানতে পারেন।

পোশাক কিনতে এসে প্রতারিত ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সোস্যাল মিডিয়ায় ভিডিও দেখে ভিন রাজ্য থেকে হাওড়ায় জলের দরে পোশাক কিনতে এসে প্রতারিত হলেন এক ব্যবসায়ী। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম দপ্তর। জানা গেছে, ইউটিউব দেখে জলের দরে হাওড়ায় পোশাক কিনতে এসেছিলেন মধ্যপ্রদেশের এক ব্যবসায়ী। হাওড়ার এক নামী হাটে এসে ওই ব্যবসায়ী বহু টাকা গচ্চা দিয়ে প্রতারিত হন বলে অভিযোগ। এমনই অভিযোগ করে পুলিশের দ্বারস্থ হন মধ্যপ্রদেশের বস্ত্র ব্যবসায়ী বিজয় দুবে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ইউটিউবারের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। মধ্যপ্রদেশের ওই ব্যবসায়ী বিজয় দুবে জানান, তিনি পোশাক বিক্রি করেন বলে পাইকারিতে কম দামে কোথায় কোথায় জামাকাপড় বিক্রি হয়, তার খোঁজখবর রাখতেন। ইউটিউবে এমনই একটি ভিডিয়ো দেখে তিনি হাওড়ায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, দে। হাজার টাকার জিন্স মাত্র ৮০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, টি-শার্ট মিলছে ৫০ টাকায় তা ছাড়া মহিলাদের বিভিন্ন পোশাকও ১০০-১৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ইউটিউবে এই ভিডিয়ো দেখে হাওড়ায় এসেছিলাম পোশাক কিনতে। কিন্তু তারপর হাওড়ায় এসে পুরোপুরি প্রতারিত হই। বিজয় বাবুর অভিযোগ, টিকিয়াপাড়ার এক ইউটিউবারের ভিডিও দেখে হাওড়া যাওয়ার বিষয়ে মনস্থির করেন তিনি। দিন কয়েক আগে জবলপুর-হামসফর এক্সপ্রেস ধরে তিনি সাঁতরাগাছি স্টেশনে পৌঁছান। সেখান থেকে হাওড়ার একটি হোটেলে ওঠেন। পরের দিন ওই ইউটিউবারের সঙ্গে দেখা করেন। ইউটিউবার তাঁর বাইকে বসিয়ে তাঁকে ওই বস্ত্রহাটে নিয়ে যান। বেশ কয়েকটি দোকান ঘুরে একটি দোকানের জিনিস পছন্দ হয় তাঁর। অগ্রিম হিসাবে নগদ ৫০ হাজার টাকা দেন। ডেলিভারির জন্য আরও ২ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। আমার সামনেই মালপত্র প্যাকিং করে ডেলিভারির জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারপর দেখি কিছুই ডেলিভারি হয়নি।

দক্ষিণ কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যেন থামছেই না। গত কয়েক দিনের ব্যবধানে একাধিক আবাসনে আগুন লাগার পর মঙ্গলবার আবারও দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউ এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। আনন্দ আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে দুপুরবেলা হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আবাসন জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মঙ্গলবার বেলার দিকে প্রথমে আবাসনের বাসিন্দারা পোড়া গন্ধ টের পান। এরপর দরজা খুলতেই দেখা যায় কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে একটি ফ্ল্যাট থেকে। দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে বাসিন্দারা নীচে নেমে আসেন। অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকেন। এক আবাসিক জানান, ' প্রথমে পোড়া পোড়া গন্ধ পাই। তার পরে দরজা খুলে দেখি কালো ধোঁয়া। ভয় পেয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসি। অনেকেই ফ্ল্যাট ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।''দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট নাকি রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলকর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন। প্রায় কিছুক্ষণ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও পুরোপুরি জানা যায়নি। এই আবাসনে বহু সারমেয় রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। আগুন লাগার পর বাসিন্দাদের পাশাপাশি ওই সারমেয়দেরও দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for "Construction the work of of sheds/accommodation temporary such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Electrical works -Election-2026-For "Kumarganj ITI College, Barahar, under Kumarganj PS, Dist-Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-44 Of 2025-26,
Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.**
Corrigendum if any will be published in website only

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur
Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of sheds/accommodation temporary such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as of Accommodation centre for Advance well as electrification CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works For "Biddhtswari Teacher Tranini College at Boula, PO-Jahingerpur under Gangarampur PS, Dist-Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-45 Of 2025-26,
Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.**
Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as of Accommodation centre for Advance well as electrification CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026--Electrical works For "Aminpur College of Education under Kushmandi PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-46 Of 2025-26,
Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.**
Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer,
P.W.D Dakshin Dinajpur
Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works For "Tapan ITI College under Tapan PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-43 Of 2025-26,
Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.**
Corrigendum if any will be published in website only

Sd/-
Executive Engineer,
P.W.D Dakshin Dinajpur
Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for "Construction the work of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works For Pundari ITI College under Harirampur PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-41 Of 2025-26,
Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.**
Corrigendum if any will be published in website only

Sd/-
Executive Engineer,
P.W.D Dakshin Dinajpur
Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Electrical works Election-2026---For " Hili Polytechnic College at Teor under Hili PS, Dakshin Dinajpur"
NIQ No: DDED/NIQ-42 Of 2025-26,
Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.**
Corrigendum if any will be published in website only

Sd/-
Executive Engineer,
P.W.D Dakshin Dinajpur
Electrical Division

সরকারি কর্মচারীদের ডেথ গ্র্যাচুইটিতে বড় পরিবর্তন, এবার সুবিধা পাবেন বিবাহিত ও বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যারাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুজনিত আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনল রাজ্য সরকার। এতদিন সরকারি বিধিতে ' সংজ্ঞায় বিবাহিত ও বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যাসন্তানদের স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল না। ফলে বহু ক্ষেত্রে ডেথ গ্র্যাচুইটি পাওয়াকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতা ও টানাপোড়েন তৈরি হত। এবার সেই জট কাটিয়ে প্রশাসন ' সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত ও সময়োপযোগী করল। এদিন অর্থ দপ্তরের পেনশন শাখা একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের ডেথ গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত নিয়মে সংশোধন আনা হয়েছে। সংবিধানের ৩০৯ নম্বর অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল ' বেঙ্গল সার্ভিসেস (ডেথ-কাম-রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট) রুলস, ১৯৭১'-এর ৭ নম্বর নিয়মের নির্দিষ্ট উপধারায় পরিবর্তন করেছেন। এই সংশোধনের ফলে ডেথ গ্র্যাচুইটি পাওয়ার ক্ষেত্রে ' আওতায় এবার থেকে বিবাহিত কন্যাসন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত হলেন। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, মৃত পুরুষ কর্মীর স্ত্রী এবং মৃত মহিলা কর্মীর স্বামী ' অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এছাড়াও স পুত্র-সহ পুত্রসন্তান, অবিবাহিতা, বিধবা ও বিবাহবিচ্ছিন্না কন্যা (স কন্যা-সহ), ১৮ বছরের কম বয়সি ভাই, অবিবাহিতা বা বিধবা বোন, প্রয়াত কর্মীর বাবা ও মা এবং বিবাহিত কন্যাসন্তান- সকলেই ডেথ গ্র্যাচুইটি পাওয়ার ক্ষেত্রে ' সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই সংশোধন বহুদিনের একটি অস্পষ্টতা দূর করল। এতদিন বিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যারা গ্র্যাচুইটি পাওয়ার দাবিতে আইনি লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হতেন। অনেক ক্ষেত্রেই মামলা আদালতে গড়াত এবং নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লাগত। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ায় ভবিষ্যতে এই ধরনের জটিলতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ দ্রষ্টব্যও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই নতুন নিয়ম বলব হওয়ার আগে যদি কোনও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু হয়ে থাকে এবং তাঁর বিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যাদের গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত দাবি অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরগুলি সেই সমস্ত আবেদন নতুন নিয়ম অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করে নিষ্পত্তি করতে পারবে। অর্থাৎ, পুরনো ঝুলে থাকা মামলাগুলিও নতুন সংশোধনের আলোকে সমাধানের সুযোগ পাচ্ছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দেশিকাটি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য রাজ্যের সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। তাদের মতে, এই সহানুভূতিশীল পদক্ষেপের ফলে বহু মৃত সরকারি কর্মচারীর পরিবার, বিশেষ করে বিবাহিত ও বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যারা সরাসরি উপকৃত হবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৪৩, তারিখ ২৩.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২১-২১-৩৫৫৩, কাজের নাম ঃ** "এইএন/এনডিএই-র অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৫/৪-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২১-২১-৩৫৬০, কাজের নাম ঃ** "পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবনগুলির (ফেয়ারলি প্লেস এবং ওল্ড কেজি) কার্যালয়গুলির ভবনের ছাদ, দেওয়াল, সীমানা প্রাচীর ও ছাদের ফুটোর ব্যাপক মেরামতি সহ ভবনগুলির সম্মুখ অংশের বিরাট আধুনিকীকরণ, ও কার্যালয়গুলির পুনর্গঠন"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৯,৪৫,৪৭৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৫৮,৯০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২১-২১-৩৫৬৯, কাজের নাম ঃ** "এইএন/এনডিএই-র অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ৮/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২১-২১-৩৫৭০, কাজের নাম ঃ** "এইএন/এনডিএই-র অধীনে এলসি গেট নং ৭/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-643/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/১২ তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৫১১০৩এ,** স্পেয়ার্স-এর জন্য আইওএইচ কিট। ১,০৬,৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ১২২৫৫৯৫৩,** জেডএফ গিয়ার বক্স মডেল নং. ৪ডব্লুজি-৬৫-II। ৩,৯১,১৬০ টাকা। **(৩) ১২২৫৫৯৫২,** জেডএফ গিয়ার বক্স মডেল নং. ৪ডব্লুজি৬৫। ৩,৭৪,৬২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২ এবং ৩-এর জন্য)। **(৪) ১১২৫১৬৪৬,** এমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেম সংগ্রহের কাজ। ৫,৫৭,১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে । **(৫) ১০২৬২১৬২,** ব্যাটারি বক্স সম্পূর্ণ ইত্যাদি। ২,২৭,০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ২১২৬২১০৬,** বডি সাইড স্ট্যাঞ্চিয়ন সংগ্রহের কাজ। ২,৭৬,১২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে । **(৭) ১০২৫২১৪৭,** পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল অ্যাসেম্বলি। ১,২০,৪৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) ১০২৫২২৫০,** কমপ্রেশার চেক ভালভ। ২,০৪,১১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৯) ১০২৬১০৯১এ,** হাই টেনসাইল ট্রানজিশন ইত্যাদির অ্যারেঞ্জমেন্ট। ১০,৪৯,২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১০) ১০২৬২১৫৭,** ব্লোয়ার মোটর (কন্টিনিউয়াস রেটিং ৩০কেডব্লু)। ২,১২,৬৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১১) ১০২৬১৬৭৪,** ফিল্ড উইকিং রেজিস্ট্যান্স। ২,১২,২৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৪.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১২) ২০২৫১০২৬,** উন্নত বগি বোলস্টার সাসপেনশনের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং (আউটার)। ১,২৫,৩০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ২০২৬৩০৪০,** বিটি এবং মেধা ইএমইউ রেক-এর জন্য ইলেকট্রিকাল মোটর ওয়াইপার ড্রাইভ ইউনিট-এর উপযুক্ত নাট এবং বল্টু সমেত ৫৫০ মিমি সাইজের আর্ম-এর সেট এবং ব্লেড-এর সাইজ : ৫০০মিমি। ১,০২,৫১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ১৪২৫১১৬৪,** এসএমপিএস ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম-এর জন্য ৬০ সেল-এর (স্ট্যাকেবেল) ব্যাটারি সেট, ৫৫+৫ সেল-এর কম্বিনেশনে রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন বিহীন এই সিলড ভিআরএলএ ব্যাটারির সেট সংগ্রহের কাজ। যার প্রতিটি সেল ২ ভোল্ট/২০০এএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন, সম্পূর্ণভাবে চার্জড, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস: এস:৯৩/৯৬ (এ) তৎসহ সাম্প্রতিক পরিমার্জনা অনুসারে, কানেক্টিং লিংক এবং যথোপযুক্তভাবে নম্বর দেওয়া স্ট্যাক-করার যোগ্য র‍্যাক তৎসহ ইউজার ম্যানুয়াল সমেত সম্পূর্ণ। ভেন্ডারকে আরডিএসও অনুমোদিত তালিকা দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে ইত্যাদি। ১,০৪,০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৫) ১৪২৫৫১৮৮এ,** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৬/২০১৩, ভার-৩ ইত্যাদি অনুসারে সকল আনুষঙ্গিকসমূহ সমেত সম্পূর্ণ ডিটেকশন পয়েন্ট ও ট্র্যাক সেকশনের জন্য মাল্টি সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার (এমএসডিএসি)-র সরবরাহ, পরিবহন প্রভৃতি সংগ্রহের কাজ। ১,৩৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৬) ১১২৬২৬৫১,** লাইট ওয়েট বডি ফিলার প্রভৃতি সংগ্রহের কাজ। ১,০৯,৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৭) এসপিএসসিআইপিএসসিস্লিপার ২৬-২৮,** বিশেষ ধরনের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহের কাজ। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৮) এইচভিএন_টি-৮৯৯২_২০২৬,** ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৯২ অনুসারে এইচভিএম লাইনারস সংগ্রহের চালু চুক্তি। ৬,৫৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ দুপুর ১২টা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্রম নং ১ থেকে ১৮)। **(খ) ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং ঃ ৫২২৬৫৪২২, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** মডিউলার টাইপ মেজেনাইন স্ট্রাকচার। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৬। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৬২,২২৫ টাকা। । **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-72/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৮৬ সংখ্যা, বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২

যখন হুগলি নদীর বুকেই ল্যান্ড করত উড়োজাহাজ!

ধরুন বালি ব্রিজে দাঁড়িয়ে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন প্রায় কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বিমান। নামল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সামনে গঙ্গার বুকে। নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খাবেন। কিন্তু যদি একশো বছর পিছিয়ে যেতে পারেন মনে মনে দেখবেন দিব্যি প্লেন উঠছে-নামছে জলে। সেকালের উইলিংডন ব্রিজ বা এখন যা বালি ব্রিজ নামে পরিচিত তার সাত বিঘতের মধ্যেই গঙ্গাবক্ষে গড়ে উঠেছিল জলবিমান ঘাঁটি। পোশাকি নাম বালি সি প্লেন বেস। শহর-বন্দর-সড়ক-নদী সবার কাছেই জমানো থাকে এমন হাজার গল্পগাছা। শুধু দেখার চোখ, জানার মন আর শোনার কানটুকু থাকতে হবে। এই সচেতন বোধকে যদি ইতিহাস যাপন বলা যায়, তা হলে পাঠকের সেই বোধটুকু সঞ্চারিত করাই লেখকের লক্ষ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই বই এক মূল্যবান সংযোজন। মোট প্রবন্ধের সংখ্যা বারো। প্রতিটা অধ্যায়েই একেবারে স্বতন্ত্র এক-একটা বিষয় আলোচিত। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার পরিসরে কালিক মাত্রার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ স্থানিক মাত্রা। কিন্তু এই স্থানের পরিধি ঠিক কতটুকু বা কতটা তা নিয়ে দ্বিমত আছে। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন কোনও জনপদের অংশবিশেষের আলোচনাও অনেক সময় জনপদ-নিরপেক্ষ ভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি একক হয়ে উঠতে পারে। এ বইয়ের বিষয় নির্বাচনে সেই প্রবণতার প্রতিফলন। তবে কখনওই পাঠককে ভারাক্রান্ত করা হয়নি তথ্য আর তত্ত্বের ভারে। বরং বৈঠকি চালে সম্ভাবনার এক একটা পরত উন্মোচন করেছেন লেখক। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি। উপসংহার টানেননি। পাঠককে করে তুলতে চেয়েছেন ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু। যেমন দেউলপোতা নিয়ে প্রবন্ধটি। শুরু করেছেন মিথ দিয়ে। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যের আলোয় এসেছে ইতিহাস। আর শেষটুকুতে আরও জানার আর জানানোর আকাঙ্ক্ষা। এখানে পাঠক ইতিহাস পরিক্রমার সহযাত্রী। লেখক-পাঠকের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার এই প্রয়াসই বইটির মূল সম্পদ। যে রাস্তা দিয়ে আমি-আপনি রোজ অফিসে যাই আর বাড়ি ফিরি সেই রাস্তাটা ঠিক কেমন ছিল দু'শো বছর আগে? তন্ময়ের লেখায় সে ভাবেই জীবন্ত হয়ে ওঠে বিটি রোড। ব্রিটিশ সৈন্য ও গর্ভনর জেনারেলের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একদা নির্মিত রাস্তাই ক্রমে হয়ে ওঠে কলকাতা উত্তর শহরতলির লাইফলাইন। ১৮০৫ সালের ২৯ জুলাই বিটি রোডের অফিশিয়াল জন্মদিন। ওই শতকেরই একেবারে শেষের দিকে ক্যালকাটা গেজেটে 'বারাকপুর রোড'-এর সঙ্গে 'ট্রাঙ্ক' শব্দটা জোড়া হয়। প্রকাশিত হয় কিছু নির্দেশ- রাস্তার ধারে লাগানো গাছের চারাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা, বাঁধানো অংশকে পদাতিক, ঘোড়সওয়ার,অন্যান্য যানবাহন চলাচলের নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি। উন্নয়নমুখী কর্মসূচির সঙ্গে সাস্টেনেবিলিটি-র যে কোনও বিরোধ নেই, আড়াই শতকের পুরোনো এক দস্তাবেজ কিন্তু সে কথাই বলে। বিস্মৃতি থেকে বোধোদয়ের পথে আর এক ধাপ এগোনো যাক। কক্স-এর বাংলো। এটির অবস্থানও বিটি রোডের ধারে। সাগর দত্ত হাসপাতালের ঠিক উল্টো দিকে তাকালে এখন চোখে পাবে নানা বিপণি, দুশো চল্লিশ বাস স্ট্যান্ড। ওই জায়গাতেই একদা ছিল কক্স-এর বাংলো। কলকাতা থেকে বারাকপুর যাত্রার পথে বাংলোটি সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গেও এই বাংলোর নাম জড়িয়ে। মার্চে বিদ্রোহ শুরুর ব্রিটিশ সরকার এই বাংলোয় তোপশ্রেণি রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বিদ্রোহীরা যাতে কোনও ভাবেই কলকাতায় না পৌঁছোতে পারে, তাই এই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। বইটির বিষয়বৈচিত্র্যে পাঠক মুগ্ধ হতে বাধ্য। আগরপাড়া মিশন, পলতার ঘাট, কুচনান, নিমতা, হারিয়ে যাওয়া সোনাই নদী- ইতিহাসের প্রতি অলিগলিতেই অনায়াস বিচরণ প্রাবন্ধিকের। সাধারণ ইতিহাস-বিমুখ পাঠককের কাছেও ইতিহাসকে মনোগ্রাহী করে তোলার রসদ মজুত এ বইয়ের পাতায় পাতায়। একমাত্র আদিগঙ্গা বিষয়ক প্রবন্ধটি ছাড়া এ বইয়ের একটা সুনির্দিষ্ট ভূগোল লক্ষ করা যায়। লেখকের নিজের ভাষায় 'এ বই আসলে শহরতলির মানচিত্র রচনার প্রয়াস'। আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, মূলত গঙ্গা তীরবর্তী উত্তর শহরতলির জনপদকে ঘিরেই আবর্তিত এ বইয়ের ইতিহাস। বিষয় অনুযায়ী চিত্র সংযোজন, প্রয়োজন মতো মানচিত্রের ব্যবহার, অনুপুঙ্খ তথ্যসূচি আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বইটির মূল্য বাড়িয়ে তুলেছে নিঃসন্দেহে। ইতিহাসের ক্রমবিকৃতির যুগে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় এমন সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা প্রশংসার দাবি রাখে।

সম্পাদকীয়

প্রফুল্ল ঘোষের নিদান

স্বাধীনতার প্রায় ৭৯ বছর অতিক্রান্ত। যদিও ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের (১৮৯১-১৯৮৩) অভিযোগ, হতাশা, ক্ষোভ তাঁর লেখনীতে বারংবার ফুটে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টিতে দেশের গণতন্ত্র রক্ষার একাধিক বিষয় এখন উপস্থাপন করা হল। প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে সে-দেশের লোকের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী। পরম সহিষ্ণুতা ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। তাই এখানে স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্র জনপ্রিয়। যে শাসনব্যবস্থার চাপে ব্যক্তির অন্তরাত্মা নিষ্পেষিত হয়, তা প্রগতিবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক। অন্যদিকে, গণতন্ত্রের আসল কথা- ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিজস্ব মতপ্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে দলগঠনের ক্ষমতা। তথা ব্যষ্টি ও সমষ্টি- অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাজের অকল্যাণ সাধন করে, তা স্বাধীনতা নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা। সহজ কথায়, গণতন্ত্রের লক্ষ্য-স্বাধীন সমাজ বা শাসনব্যবস্থা কর্তৃক যেটুকু শাসন না হলেই নয়, সেটুকু, বা ন্যূনতম শাসন। এই 'আদর্শ' সামনে রেখেই ভারতীয় সংবিধান রচিত। গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে প্রয়োজন 'সততা'। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতে, 'ভারতবর্ষে বর্তমানে অসলোক দুই শ্রেণীর'। এক শ্রেণির লোক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলেও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের জন্য গণতান্ত্রিক নিয়ম সমূহ কার্যকর করতে দেয় না। আর-এক শ্রেণির লোক গণতন্ত্রে বিশ্বাসই করে না। গণতান্ত্রিক সংবিধানের অন্যায় সুযোগ নিয়ে একদলীয় জনতার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এদের মুখে গালভরা বুলি, জনতাকে বিভ্রান্ত করার। যদিও এ-প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র হতাশার মধ্যে আশার আলো খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর যুক্তিতে, 'এদের শেকড় এদেশের মাটিতে নয়। এদেশের কৃষ্টির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সাময়িকভাবে কোন কোন স্থানে এদের প্রভাব হলেও ভারতের মাটিতে এদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতীয় কৃষ্টি ধর্ম ভিত্তিক। এদের ধর্মের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। তাই এরা স্থায়ীভাবে ভারতের জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যেটুকু পেরেছে তাও অনেকাংশে গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের দুর্বলতার জন্য।'

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

একজন বাঙালি মেয়েকে ফরাসি বা পিয়ানো শেখানোর মাধ্যমে নয়, বরং তাকে ভারত সম্পর্কে ভাবতে সক্ষম করে আমরা তাকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত করি এবং তাকে এমন একজন হিসেবে গড়ে তুলি যার সাথে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীরা যুক্ত হতে পেরে গর্বিত। যদি খাদ্য বিতরণ করা, অসুস্থ ও আহতদের সাহায্য করা কর্তব্য হয়, তাহলে যারা এটি উপভোগ করেননি তাদের কাছে জ্ঞানের প্রদীপ বহন করা কি দশগুণ কর্তব্য নয়, যাতে তাদের দিনগুলি আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং তাদের জীবন শক্তিতে পরিণত হয়? আমাদের সন্তানদের তাদের জাতি এবং দেশের চিন্তাভাবনা দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। তাদের জন্য ভরকেন্দ্র পরিবারের বাইরে থাকা উচিত।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

বিনীত হও, মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্খপূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা ইঙ্গিতে বেশি টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যায় না। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হ'য়ো না, সাবধান হও ঠকবে, তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়-ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। জগতে মানুষ যত-কিছু দুঃখ পায় তাঁর অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে, ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। যদি ভাল চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়, সব্বারই কথা শোন আর, যা' তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তা'ই কর। জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায় আর কোন রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনই শিক্ষক হ'তে চেও না।

সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানি বিতর্কে সিব্বল-সিংভি ফ্যাক্টর নিয়ে প্রশ্ন

বিশেষ প্রতিনিধি

গত কয়েক বছরে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বেশকিছু মামলায় দ্রুত শুনানি এবং তাক্ষণিক স্থগিতাদেশ ঘিরে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে যখন সেই মামলাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন দেশের দুই পরিচিত সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বাল এবং অভিষেক মনু সিংভি। স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন, কেন এই ধরনের মামলাগুলিতে দ্রুত 'ওরাল মেনশনিং'য়ের মাধ্যমে শুনানি হয়? এটি কি নিছকই মামলার গুরুত্ব, না কি আইনজীবীর উপস্থিতিরও প্রভাব থাকে?

যেসব মামলাকে ঘিরে বিতর্ক

অতীতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মামলা

১. পবন খেড়া মামলা

কংগ্রেস নেতা পবন খেড়ার গ্রেফতারির পর সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন করা হয়। আদালত তাক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করে গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দেয়। ঘটনাটি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তোলে।

২. তিস্তা সীতলওয়াদের মামলা

মানবাধিকার কর্মী তিস্তা সীতলওয়াদের গ্রেফতারির পর ছুটির দিনে, রাতের সময় জরুরি শুনানি হয়। আদালতের দ্রুত পদক্ষেপ নজর কেড়েছিল।

৩. অরবিন্দ কেজরিওয়াল সংক্রান্ত শুনানি

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মামলায়ও দ্রুত শুনানি হয়েছিল, যাকে অনেকেই 'অস্বাভাবিক' বা 'অভূতপূর্ব' বলে আখ্যা দেন।

৪. মহারাষ্ট্র রাজনৈতিক সংকট

মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় একাধিক সাংবিধানিক প্রশ্নে দ্রুত শুনানি হয়। এই মামলাগুলিও ওরাল মেনশনিংয়ের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

এই মামলাগুলির একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তা হল ওরাল মেনশনিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিব্বল বা সিংভির উপস্থিতি। পরে আরও কয়েকটি মামলার প্রসঙ্গ উঠে আসে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তামিলনাড়ুর সাংবিধানিক প্রশ্ন, তেলেঙ্গানা ফোন ট্যাপিং বিতর্ক, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, শিবসেনা-উদ্ধব গোষ্ঠী সংক্রান্ত মামলা কিংবা দিল্লি সরকার বনাম উপ-রাজ্যপাল বিতর্ক। এখানেও একই ধরনের আইনজীবীদের দেখা গিয়েছে।

প্রশ্নটা আসলে কোথায়?

সমালোচকদের যুক্তি সরল! যখনই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মামলা, এবং সেই মামলায় এই দুই আইনজীবীর উপস্থিতি থাকে, তখন দ্রুত শুনানি হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মনে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, প্রভাবশালী আইনজীবী থাকলে আদালতের দরজা দ্রুত খোলে।

কিন্তু আইন মহলের একাংশ ভিন্ন কথা বলছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের মামলাগুলো নিজেই সাংবিধানিক গুরুত্বসম্পন্ন। গ্রেফতারি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নির্বাচিত সরকারের স্থায়িত্ব বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত থাকলে আদালত দ্রুত হস্তক্ষেপ করতেই পারে।

'ওরাল মেনশনিং' কতটা অস্বাভাবিক?

সুপ্রিম কোর্টে ওরাল মেনশনিং বহুদিনের প্রথা। জরুরি পরিস্থিতিতে আইনজীবী বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, মামলাটি অবিলম্বে শোনা প্রয়োজন। বিচারপতিরা পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের। আইনজীবী শুধু আবেদন করতে পারেন। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা বেঞ্চের। তবে বাস্তবতা হল, দেশের এই অভিজ্ঞ আইনজীবীরা আদালতের প্রক্রিয়া ভালো বোঝেন। কোন যুক্তি কীভাবে তুলে ধরলে জরুরি শুনানির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হবে, সেটি তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করতে পারেন। ফলে তাঁদের আবেদন তুলনামূলকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে।

জনমত বনাম বিচারব্যবস্থা

এই বিতর্কে দুটো স্তর রয়েছে। একদিকে বলা হচ্ছে, বিচারব্যবস্থায় সবার জন্য সমান সুযোগ থাকা উচিত। যদি একজন সাধারণ নাগরিক একই ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত শুনানি না পান, অথচ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পান, তাহলে প্রশ্ন উঠবে। অন্যদিকে আদালতের সমর্থকদের বক্তব্য, বড় সাংবিধানিক প্রশ্ন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয় হলে আদালতের দ্রুত হস্তক্ষেপ গণতন্ত্রের সুরক্ষাই নিশ্চিত করে।

তাহলে কি নিয়ম বদলাবে?

আইনজীবী মহলে গুঞ্জন রয়েছে, ওরাল মেনশনিং প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে আরও কঠোর নির্দেশিকা আসতে পারে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মৌখিক আবেদন নয়, লিখিত যুক্তি ও স্পষ্ট জরুরি কারণ দেখাতে হতে পারে। যদি এমন পরিবর্তন হয়, তাহলে রাজনৈতিক মামলায় তাক্ষণিক স্থগিতাদেশ পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও কাঠামোবদ্ধ হতে পারে। কাপিল সিব্বল বা অভিষেক মনু সিংভির উপস্থিতি কোনও মামলার ফল নির্ধারণ করে, এমন দাবি সরাসরি প্রমাণ করা কঠিন। তবে এটাও অস্বীকার করা যায় না, তাঁরা সাধারণত বড় ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মামলাতেই থাকেন। ফলে দ্রুত শুনানি হলে সেটি বেশি নজরে আসে। প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর নয়, প্রক্রিয়ানির্ভর। সুপ্রিম কোর্ট যদি ভবিষ্যতে ওরাল মেনশনিং নিয়ে স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করে, তাহলে এই বিতর্ক অনেকটাই প্রশমিত হতে পারে। গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা অটুট রাখতে স্বচ্ছতা ও সমতা- এই দুটোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার, সর্বোচ্চ আদালত এই আলোচনার প্রেক্ষিতে কী পথ বেছে নেয়।

আইনজীবী মহলে গুঞ্জন রয়েছে, ওরাল মেনশনিং প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে আরও কঠোর নির্দেশিকা আসতে পারে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মৌখিক আবেদন নয়, লিখিত যুক্তি ও স্পষ্ট জরুরি কারণ দেখাতে হতে পারে। যদি এমন পরিবর্তন হয়, তাহলে রাজনৈতিক মামলায় তাক্ষণিক স্থগিতাদেশ পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও কাঠামোবদ্ধ হতে পারে। কাপিল সিব্বল বা অভিষেক মনু সিংভির উপস্থিতি কোনও মামলার ফল নির্ধারণ করে, এমন দাবি সরাসরি প্রমাণ করা কঠিন। তবে এটাও অস্বীকার করা যায় না, তাঁরা সাধারণত বড় ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মামলাতেই থাকেন। ফলে দ্রুত শুনানি হলে সেটি বেশি নজরে আসে। প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর নয়, প্রক্রিয়ানির্ভর। সুপ্রিম কোর্ট যদি ভবিষ্যতে ওরাল মেনশনিং নিয়ে স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করে, তাহলে এই বিতর্ক অনেকটাই প্রশমিত হতে পারে।

সাইজ জিরো থেকে বক্রতার স্বাধীনতা | নারীর শরীর, নারীর সিদ্ধান্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

এক সময় 'সাইজ জিরো' ছিল যেন এক অলিখিত স্বপ্নরাজ্য। নির্মেঘ আকাশের মতো নির্মেদ, ছিমছাম, মাজাঘষা শরীর-যেন আধুনিকতার এক নতুন অভিধান। কোমরের মাপ ২২ থেকে ২৫ ইঞ্চির মধ্যে বন্দি মাংসলতার কোনও চিহ্ন নেই, কেবল তন্বী রেখার সুশৃঙ্খল জ্যামিতি। সেই শরীরী বিভঙ্গ যেন ঘোষণা করেছিল-সৌন্দর্যের মানদণ্ড বদলে গেছে। দেশজুড়ে তরুণীদের মনে এক নতুন হাহাকার-কীভাবে এমন হওয়া যায়? এই প্রবল আলোড়নের কেন্দ্রে উঠে এসেছিলেন করিনা কাপুর। তাঁর ওজন কমে যাওয়া, তাঁর তন্বীময় উপস্থিতি, তাঁর সুইম স্যুটে আত্মপ্রকাশ-সব মিলিয়ে এক সাংস্কৃতিক ভূমিকম্প। 'টশন' (২০০৮) ছবিতে তাঁর উপস্থিতি যেন সাইজ জিরোর এক চূড়ান্ত ম্যানিফেস্টো হয়ে দাঁড়ায়। ৬৮ কেজি থেকে ৪৮ কেজিতে নেমে আসার গল্প হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণা, আবার একই সঙ্গে বিভ্রমেরও উৎস। রটে যায়-তিনি নাকি সারা দিন কেবল কমলালেবুর রস পান করেন! গুজবের ডানায় ভর করে অনেক তরুণী সেই অনুকরণের দৌড়ে নামেন। ফলাফল? শরীর ভেঙে পড়ে, মন ক্লান্ত হয়, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। পরে জানা যায়, তিনি পেশাদার নিউট্রিশনিস্টের পরামর্শে, পরিকল্পিত ডায়েট ও অনুশীলনের মাধ্যমে শরীর গড়েছেন। অর্থাৎ সাফল্যের আড়ালে ছিল শৃঙ্খলা, বিজ্ঞতা, এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত-কোনও জাদুবাস্তবতা নয়। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়-কেন 'সাইজ জিরো' এমন উন্মাদনা তৈরি করেছিল? কারণ সমাজ সব সময়ই নারীর শরীরকে এক প্রদর্শনীর বস্তু করে তুলতে চেয়েছে। কখনও গোলগাল, কখনও হালকা, কখনও ফর্সা, কখনও শ্যামল-প্রতিটি সময়েই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ তৈরি হয়েছে। আর নারীদের বলা হয়েছে, এই ছাঁচেই নিজেকে ঢেলে নিতে হবে। 'সাইজ জিরো' ছিল সেই ধারাবাহিকতারই এক পশ্চিমি সংস্করণ, যেখানে শরীরের প্রাকৃতিক বক্রতা যেন অপরাধ। কিন্তু সময়ের স্রোত একমুখী নয়। সাম্প্রতিক আলোচনায় ফ্যাশন ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা একমাত্রিক হতে পারে না। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, বাঁকবহুল শরীরের উদযাপন জরুরি। তাঁর বক্তব্যে রয়েছে এক সাহসী ঘোষণা-কিম কারদাশিয়ানকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, কারণ তিনি আঁটসাঁট সরলরেখার অতিনাটকীয়তা থেকে নারীর শরীরকে মুক্ত করেছেন বক্রতার বিস্তৃতিতে। এই মন্তব্য নিছক ফ্যাশন-বক্তব্য নয় এটি এক সাংস্কৃতিক অবস্থান। বক্রতা মানেই অশালীনতা-এই ধারণা বহুদিন ধরে আমাদের মানসে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। অথচ ভারতীয় পোশাকের ঐতিহ্য, বিশেষত শাড়ি, কখনও শরীরকে গোপন করে না বরং ঢলোঢলো লাবণ্যের মধ্যেই এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য খুঁজে পায়। শাড়ির ভাঁজে, আঁচলের দোলায়, কোমরের বাঁকে-সেখানে আছে আত্মবিশ্বাসের ভাষা। তরুণ তাহিলিয়ানি সেই ঐতিহ্যের দিকেই ফিরতে চান। তিনি মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় পোশাকের নিরাকার অস্পষ্টতা নারীর স্বাধীনতাকে আরও বিস্তৃত করে। এখানে শরীর কেবল প্রদর্শনের বস্তু নয় এটি আত্মপরিচয়ের অংশ। আসলে, বিতর্কটা সাইজ জিরো বনাম কার্ভস নয়। বিতর্কটা নিয়ন্ত্রণের। কার হাতে থাকবে নারীর শরীরের সংজ্ঞা? বিজ্ঞাপন? সিনেমা? সামাজিক মিডিয়া? নাকি নারী নিজে? যদি নারী নিজের শরীর নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন-তিনি রোগা হবেন, না গোলগাল তিনি জিমে যাবেন, না বিশ্রাম নেবেন তিনি শাড়ি পরবেন, না শর্টস-তাহলে মুক্তির আলো নিছক অলঙ্কার হয়েই থেকে যাবে। এক সময় রোগা হওয়ার ধুম ছিল এখন আবার 'কার্ভি' হওয়ার ট্রেন্ড। ট্রেন্ড বদলায়, কিন্তু চাপ বদলায় না। আগে বলা হত, মেদ ঝরাও, তাহলেই সুন্দর। এখন বলা হয়, বাঁক দেখাও, তাহলেই আকর্ষণীয়। উভয় ক্ষেত্রেই নারীর উপর চাপ। অথচ প্রকৃত আধুনিকতা বলছে-শরীর কোনও প্রকল্প নয়, কোনও প্রতিযোগিতা নয়। এটি ব্যক্তিগত পরিসর, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি শরীরের নিজস্ব জেনেটিক গঠন, স্বাস্থ্যগত প্রেক্ষাপট, জীবনযাত্রা রয়েছে। সকলের জন্য একই মাপের সৌন্দর্য সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নয়। সাইজ জিরো যেমন চরম আদর্শ হতে পারে না, তেমনই অতিরঞ্জিত কার্ভসও একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। স্বাস্থ্যই আসল, স্বাচ্ছন্দ্যই আসল, আত্মমর্যাদাই আসল। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মিডিয়ার ভূমিকা। ক্যামেরা যাকে বড় করে দেখায়, সমাজ তাকে অনুকরণ করতে চায়। কিন্তু ক্যামেরা কখনও ঘাম, ক্লান্তি, অপুষ্টি, মানসিক চাপ-এসব দেখায় না। ফলে এক অলীক ছবির পেছনে ছুটতে গিয়ে বাস্তব শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রয়োজন সচেতনতা, প্রয়োজন শরীর-রাজনীতির পাঠ। নারীর শরীর কোনও যুদ্ধক্ষেত্র নয়, যেখানে প্রতিদিন নতুন ট্রেন্ডের পতাকা গেড়ে দেওয়া হবে। এটি এক জীবন্ত, সংবেদনশীল, পরিবর্তনশীল সত্তা। মাতৃত্ব, বয়স, অসুখ, কাজের চাপ-সব কিছুর প্রভাব পড়ে তাতে। তাকে একরৈখিক সৌন্দর্যের ফ্রেমে আটকে রাখা মানে তার বহুমাত্রিকতাকে অস্বীকার করা। অতএব, সাইজ জিরো হোক বা বক্রতার বৈদূর্য-চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নারীর। তিনি যদি রোগা হতে চান, হবেন যদি নিজের প্রাকৃতিক গড়নেই স্বচ্ছন্দ থাকেন, তাতেও কোনও অপরাধ নেই। শালীনতা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা-এসবের সঙ্গে শরীরের মাপের সরাসরি সম্পর্ক নেই। বরং সম্পর্ক আছে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। আজ প্রয়োজন এমন এক সামাজিক মনন, যেখানে সৌন্দর্য মানে বৈচিত্র্য। যেখানে শরীর মানে শক্তি, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান। যেখানে মেয়েরা গুজব নয়, বিজ্ঞান অনুসরণ করবে ট্রেন্ড নয়, নিজের প্রয়োজন বুঝবে। যেখানে ফ্যাশন হবে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, অনুকরণের দাসত্ব নয়।

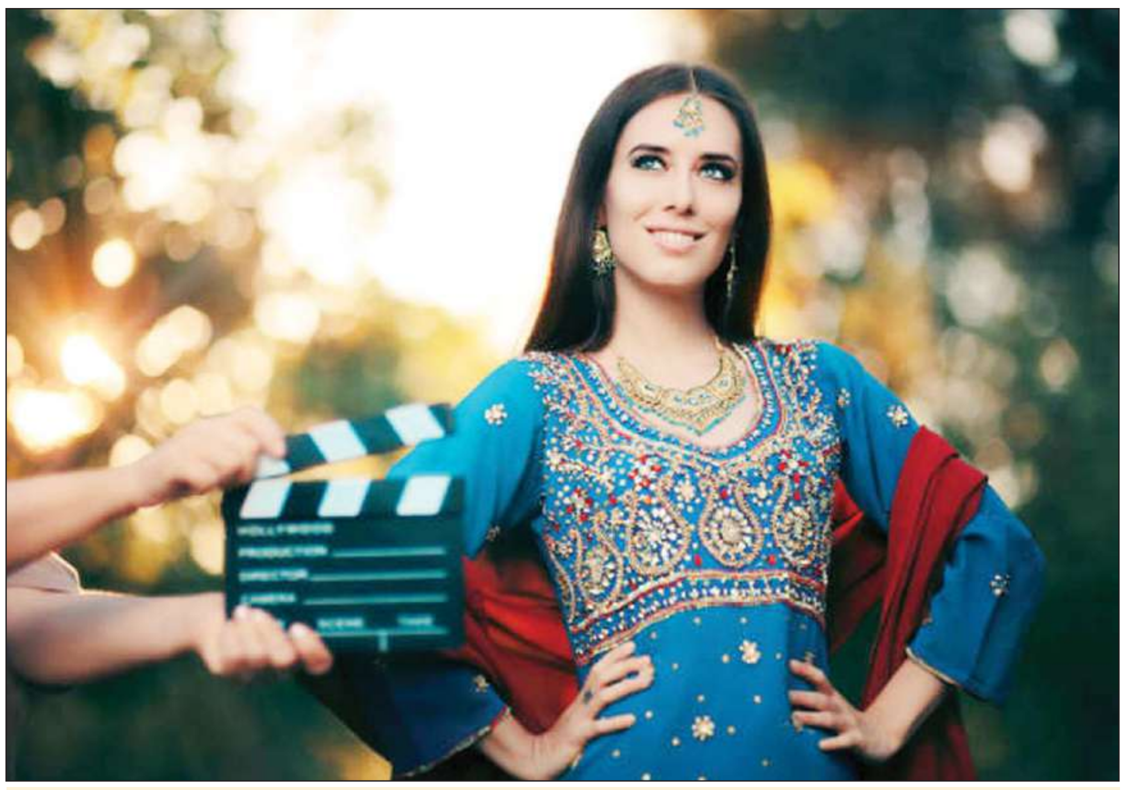

গুজবের ডানায় ভর করে অনেক তরুণী সেই অনুকরণের দৌড়ে নামেন। ফলাফল? শরীর ভেঙে পড়ে, মন ক্লান্ত হয়, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। পরে জানা যায়, তিনি পেশাদার নিউট্রিশনিস্টের পরামর্শে, পরিকল্পিত ডায়েট ও অনুশীলনের মাধ্যমে শরীর গড়েছেন। অর্থাৎ সাফল্যের আড়ালে ছিল শৃঙ্খলা, বিজ্ঞতা, এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত-কোনও জাদুবাস্তবতা নয়। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়-কেন 'সাইজ জিরো' এমন উন্মাদনা তৈরি করেছিল? কারণ সমাজ সব সময়ই নারীর শরীরকে এক প্রদর্শনীর বস্তু করে তুলতে চেয়েছে। কখনও গোলগাল, কখনও হালকা, কখনও ফর্সা, কখনও শ্যামল-প্রতিটি সময়েই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ তৈরি হয়েছে। আর নারীদের বলা হয়েছে, এই ছাঁচেই নিজেকে ঢেলে নিতে হবে। 'সাইজ জিরো' ছিল সেই ধারাবাহিকতারই এক পশ্চিমি সংস্করণ, যেখানে শরীরের প্রাকৃতিক বক্রতা যেন অপরাধ। কিন্তু সময়ের স্রোত একমুখী নয়। সাম্প্রতিক আলোচনায় ফ্যাশন ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা একমাত্রিক হতে পারে না। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, বাঁকবহুল শরীরের উদযাপন জরুরি।

পাবলিক রোড অবরোধ বন্ধের দাবিতে জেলা শাসককে চিঠি শান্তিনিকেতনবাসীর

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বপল্লীর বাসিন্দারা এক অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে জেলা সমাহর্তার কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি ইমেইল মারফত প্রেরণ করলেন। চাইলেন আশু সমাধান। তার হুবহু কপিও ইমেইল মারফত বোলপুর মহকুমা অতিরিক্ত পুলিশ আধিকারিককে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ড্রপগেট বা ব্যারিকেড দিয়ে চতুর্দিক থেকে তাদের স্বাভাবিক যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যারা হৃদয়ে প্রতিপালন করে থাকেন, 'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন'। সেই শান্তিনিকেতন বাসীদের কাছে বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং ফিরে আসা এক আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। গণ ডেপুটেশনের ১৭ নম্বর স্বাক্ষরকারী এন সেথুরামন বলেন, স্মরণাতীত কাল থেকে পূর্ব পল্লীর বাসিন্দারা এই পাবলিক রোড বিনা বাধায় এযাবৎ ব্যবহার করে আসছিল। সমস্ত সরকারি নথিতে তা উল্লেখিত। ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে তার বাড় বাড়ন্ত লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের কাছে দুটো ড্রপ গেট। তার ডান দিকে আরও দুটো ব্যারিকেড আছে। এখন পূর্বপল্লীতে কেউ আসতে গেলে তাকে ফায়ার ব্রিগেড মোড়ের কাছে আঁটকে দেওয়া হচ্ছে। এতে অনায়াস স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য আর নেই। নিত্য বাজার ঘাট, বা যারা বাড়িতে কাজ করতে আসছেন, তাদের ক্ষমা ভিক্ষা করে বা কোনমতে ঘুরে আসতে হচ্ছে। এটা চলতে থাকলে, বাড়িতে কাজের লোক আসবে না। একেবারে ধোপা নাপিত বন্ধ করে 'একঘরে' বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত অবস্থা করে ছেড়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এরপর শান্তিনিকেতন মেলার মাঠ পেরিয়ে বিবেকানন্দ সরণি যে নামটি এখন প্রচলিত সেখানেই শান্তিনিকেতন রোডে দুটো ব্যারিকেড। যার ফলে বোলপুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগের লাইফ লাইন কেটে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এরফলে সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসী। তারা জানান, এই বাধার ফলে এমার্জেন্সি এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি ঢুকতে বাধা পাচ্ছে। পাশাপাশি, বরিষ্ঠ নাগরিকরা হুইল চেয়ারে চলাচলে বাধা পাচ্ছেন।

এখন প্রশাসনের কাছে তাদের দাবি এবং প্রশ্ন, তাদের যেভাবে স্বাভাবিক যাতায়াত এভাবে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হলে, কেন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা ন্যায় সংহিতা ১৫২ কেন প্রযোজ্য হবে না? পূর্ব পল্লীর রাস্তাটি হেরিটেজ সাইট থেকে অনেক দূরে। তবুও উপাচার্যর সিকিউরিটির প্রশ্নে এক কিমি দূর থেকে এমন নিয়ন্ত্রণ বলে, বিশ্বভারতীর একটি সূত্রে খবর। এই যুক্তিও এলাকাবাসীর কাছে যৌক্তিক মনে হয় নি। এতদূর থেকে এমন নিয়ন্ত্রণ 'কোন ক্যাটেগরির' তাদের বোধগম্যের বাইরে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময়ে বাফার জোন চিহ্নিত করে রাস্তা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে অনেক সময় তার সমাধান হয়েছে। এবার ও তাদের আশা সমাধান হবে। এইব্যাপারে বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষকে বারবার ফোন করলে তিনি উত্তর দেন নি বা কলব্যাক করেন নি। একইভাবে জেলা সমাহর্তা ধবল জৈন কল ধরেন নি। তবে বোলপুর মহকুমা অতিরিক্ত পুলিশ আধিকারিক রিকি আগরওয়াল বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান। উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনের সংযোগকারী প্রায় তিন কিলোমিটার আশ্রমের মাঝ বরাবর রাস্তাটিও এই বিতর্কের জেরে এবং আশ্রমিকদের চিঠির আবেদনে সাড়া দিয়ে ২০২০ সালে ফের নিয়ে নেন।

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
NieT No-004/APAS/ SGP/2025-26.

e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for “maintion scheme” under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **24/02/2026 at 12.00 hrs to 05/03/2026 at 13.50 hrs.** Technical Bid has been open on **07/03/2026 at 14.00 hrs.**

Sd/- Prodhan
Sahajadpur G.P.

NOTICE INVITING E-TENDER No. 81/CGP/2026, E.N.I.T. No-12 Dated: 23/02/2026

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender for the work of Installation of Submersible with tank & tap at 3 (Three) different places. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **06/03/2026 up to 17.00 IST**. Date of opening or Technical Bid: **09/03/2026 up to 17.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat

Office of the
SINGTI GRAM PANCHAYAT
P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No. (1) WB/HZP/UNPur/SINGTI/13/2025-26, (2) WB/HZP/UNPur/SINGTI/14/2025-26, (3) WB/HZP/UNPur/SINGTI/15/2025-26, Dated: 23/02/2026

The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for total 3 (Three) nos. different works. Bid Submission closing date (online) **03/03/2026 at 11.00 AM.** Bid Opening date for Technical Proposal (online): **05/02/2026 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Singti Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/এইচকিউ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** তৃতীয় রেল সহ ৭৫০ ভোল্ট ডিসি ট্র্যাকশন সাবস্টেশনের সরঞ্জামের প্রতিস্থাপন ও উন্নতিকরণ, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ১১ কেভি অক্সিলারি সাবস্টেশনকে ৩৩ কেভি অক্সিলারি সাবস্টেশনে উন্নতিকরণ (ফেজ ১); **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ৩৪৫,৭৬,২৫,৯১০.৩৬; **প্রি-বিড সভার স্থান, তারিখ এবং সময়:** ৭ম তলা, সভা কক্ষ, মেট্রো ভবন, ৩৩/১, জে. এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এ প্রি-বিড সভা অনুষ্ঠিত হবে। **তারিখ- ২৭/০২/২০২৬ তারিখে ১২.০০ টায় (ভারতীয় সময়); বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ২০.০৩.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টায় (ভারতীয় সময়); **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা:** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার -এর কার্যালয়, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১; ওয়েবসাইটের বিবরণ: **https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. ইএলএম_১৩১আর_পিএসওয়ার্ক_ডিটি১৯-২-২৬

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: GGP/43/26, Date: 24/02/2026

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 8(Eight) different works. Source of Fund: 15 th F.C. Tied. Last date of Bid Submission(online): 02.03.2026 at 04.55 P.M. Date of Opening of Bid(Online): 05.03.2026 11.00 A.M. For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in**. or visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad
TENDER NOTICE
NIT No: MAD/ULB/JM/SWM/NIeT1/25-26 (2nd Call), Date-20/02/2026

Sealed Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for Construction of GIC Sheet wall(View Guard) at Gurbage Dumping Area at Mouza-Gadaipur beside NH12(Dag No-191 & 195 JL No-02)Latitude-24.482556, Longitude-88.035037. Last date of application for NIeT: 10/03/2026 up to 5.00 PM.The detail NIeT notice may be seen in the Notice Board of Jangipur Municipality.

Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

Raghunathpur Gram Panchayat
P.o- Baga, Dist- Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, **e-NIT No. 27 OF 2025-26, Dated : 18/02/2026.** All informations available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Urgent Temporary Electrical Installation work in Furfura Sharif area under Jangipara PS in the District of Hooghly in respect of forthcoming ISALE-E-SAWAB-2026.
NIQ No. WBPWD/EE/HED/SHORT/NIeT-25 of 2025-26
Id no.-2026 WBPWD_1013270_1
Bid submission closing date: **27/02/2026 upto 02.00 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works For" Chittarangan D.ed Collage Varila Under Tapan PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-49 Of 2025-26, Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for "Construction the work of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as electrification of Accommodation centre for Advance well as CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works Institute of Teachers Training College (Bataskuri BEd College) Batashkuri, For" Fundamental Under Banshihari PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-48 Of 2025-26, Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works 11 For Natya Utkarsha Kendra under Balurghat PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-47 Of 2025-26, Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.23/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary El works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Panskura Phase-I, PS- Moyna Phase-I, PS- Tamluk Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 27.02.2026 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 27.02.2026 Date and time of bid opening: 3.00pm of 27.02.2026.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary sheds/ accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works --- For 'Bolla High School, Under Patiram PS, Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-51 Of 2025-26, Bid submission closing date (offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026---Electrical works For Dhaldighi Vidyasagar B.Ed College at Dhaldighi, Under Gangarampur PS, Dist- Dakshin 11 Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-50 Of 2025-26, Bid submission closing date(offline): **27.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.25/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary El works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS-Egra Phase-I, PS-Contai Phase-I, PS-Bhupatinagar Phase-I, PS-Talpatighat Coastal Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 27.02.2026 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 27.02.2026 Date and time of bid opening: 3.00pm of 27.02.2026.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIQ No -5/ Sub-II of 2025-2026 from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour.

Last date of application of NIQ:- **02.03.2026**

Last date of dropping:- **05.03.2026**

Sd/- S.Chakraborty
Assistant Engineer
(PWD)
Hooghly Construction
Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: “Supply and Laying of cable from AMF Panel to vertically extended Hostel and other adjacent building along with extra exhaust pipeline work of newly installed DG set at Judicial Academy, Rajarhat Kolkata”. **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-159/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1013512_1.** Document Download Closing Date: 11.03.2026 up to 11:00 Hrs. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

SD/-Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.24/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary El works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Bhabanipur Phase-I, PS- Haldia Phase-I, PS- Nandigram Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 27.02.2026 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 27.02.2026 Date and time of bid opening: 3.00pm of 27.02.2026.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of “Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centres for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.(Phase-I)” **NIQ No.- WBPWD/EE/HED/ SHORT/NIQ-26 of 2025-26.** Bid submission closing date: **26/02/2026 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৫২০২ডব্লুবি২০০৫পিএলসি১০৩০৮৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট ২৩, শরৎ বোস রোড, ১ম তল, সুইট নং. ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোনঃ +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডিঃ cs@purvflexipack.in

অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, পিউরি ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের অসাধারণ সাধারণ সভা (''ইজিএম'') ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০ টায় (ভারতীয় মান সময়) অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩ শরৎ বোস রোড, ১ম তল, স্যুট ১ সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে, যা ইজিএম-এর নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা পরিচালনা করবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (''আইন'') এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত, সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মান-২ (''এসএস-২''), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ (''এসইবিআই তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয়তা'') বিধি ৪৪ সহ যেকোনো বিধিবদ্ধ। আপাতত বলবৎ থাকা সংশোধন(গুলি) স্পষ্টীকরণ(গুলি), প্রতিস্থাপন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক জারি করা সাধারণ সার্কুলার, এই বিষয়ে সময়ে সময়ে জারি করা সংযুক্ত সার্কুলার (''এমসিএ সার্কুলার'') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') কর্তৃক জারি করা সার্কুলার, অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান সহ পঠিত। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (''রিমোট ই-ভোটিং'' বা ''ই-ভোটিং'') প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে এখানে উল্লিখিত বিশেষ ব্যবসায়িক আইটেমগুলির জন্য পিউরি ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেডের সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন চাওয়া হচ্ছেঃ

ক্রম. নং.	বিশেষ ব্যবসা
১.	মেসার্স কিউর শাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণের জন্য কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ করা, যা পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শেষ না হওয়া পর্যন্ত পদে বহাল থাকবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানিটি মঙ্গলবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে, কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে, যাদের শেয়ার ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখ শুক্রবার পর্যন্ত রয়েছে, ই-মেইলে ই-মেইল করেছে যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বেঃ লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন। সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্য বা কাট-অফ তারিখের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি নোটিশটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

কোম্পানিটি তার সকল সদস্যকে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এমইউজিএফ ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

ক্রম. নং.	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	রিমোট ই-ভোটিং এর শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার ১২ই মার্চ, ২০২৬
২.	ই-ভোটিং সময়কাল	সোমবার, ১৬ মার্চ, ২০২৬ সকাল ৯:০০টা (ভারতীয় মান সময়) থেকে শুরু হয়ে বুধবার, ১৮ মার্চ, ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা (ভারতীয় মান সময়) পর্যন্ত শেষ হবে, উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩.	ই-ভোটিং প্রক্রিয়া	ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য, সদস্যদের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখের নোটিশের নোটগুলি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪.	ই-ভোটিং এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ	ভোটদানের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purvflexipack.in এবং Mufg Intime India Private Limited-এর ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com-এ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে একই থাকবে এবং ২ কার্যদিবসের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও জানানো হবে এবং ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে উপলব্ধ করা হবে।
৫.	স্ক্রুটিনাইজারের বিবরণ	কুলদীপ বোথরা, কে. বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের স্বত্বাধিকারী (এসিএসঃ ৩৭৪৫২) (সিওপিঃ ১৫১৫৯) (পিয়ার রিভিউঃ২১১৮/২০২২)
৬.	ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো অভিযোগ বা অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন	এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য। ইমেলঃ kolkata@linkintime.co.in, যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩৬৯০৩৬২০০ **কোম্পানির জন্য** বন্দনা ঠক্কর কমপ্লায়েন্স সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্ট অফিসার ইমেলঃ cs@purvfiexipack.in, যোগাযোগ নম্বরঃ ৭৫৯৫৮২৮২২৫

নোটিশ/ডকুমেন্ট/বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে পরিবেশন করার জন্য সদস্যদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে তাদের ইমেল আইডি আপডেট রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা এবং/অথবা অন্যান্য কেওয়াইসি নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোনও সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করে থাকেন এবং ই-ভোটিং এর জন্য নোটিশ, ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাননি, তাহলে সেই সদস্য তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডি থেকে cs@purvfiexipack.in অথবা kolkata@linkintime.co.in ঠিকানায় চিঠি লিখে নোটিশ পেতে পারেন।

পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- বন্দনা ঠক্কর
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫.০২.২০২৬
কমপ্লায়েন্স সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্ট অফিসার

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Wednesday, 25th February 2026	Asansol, Paschim Bardhaman, West Bengal	11:30 AM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ 31/2025-26
to
WBPWD/EE/JED/NIQ 33/2025-26

Bid submission last date:
27/02/2026 upto 3:00 PM

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ 37/2025-26
to
WBPWD/EE/JED/NIQ 39/2025-26

Bid submission last date:
27/02/2026 upto 3:00 PM

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows: NIQ NO.- 15/Q of 2025-26 N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. Location:- Sabang Fish Market, Usha Rani College of Education, Matkatpur B.Ed. Collage, Sidhu Kanu Birsa Polyechnic College. Arua Netajee Siksha Niketan High School, Nachipur Adibasi High School, Andhra High School, Jhankra Kishan Mandi, Kalaimuri Police Camp, Nigamananda High School Hostel. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in.** Last dt. application: **27.02.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.02.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **27.02.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **27.02.2026 at 04.00 P.M.**

SD/- Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows: NIQ NO.- 16/Q of 2025-26 N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. Location:- Hitkarni High Secondary School, Dobaria Flood Center, Koyma Stadium, Mahatma Rural Development Society B.Ed College, keshpur kishan mandi, Hat Sarberia BC Roy B.ed College, Hasimpur Flood Rescue Centre, Ghatal Govt. Polytechnic College, Pundra Flood Rescue Centre. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in. **Last dt. application: 27.02.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.02.2026 upto 02.00 P.M**. Last dt. Of receiving quotation: **27.02.2026 upto 03.30 P.M**. Dt. of Opening: **27.02.2026 at 04.00 P.M.**

SD/- Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election- 2026---Electrical works For BHAGDUMUR RARIA B.ED COLLEGE (RARIA), RAIGANJunder Raiganj PS, Uttar Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-38 Of 2025-26, Bid submission closing date: **26.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for "Construction the work of of temporary sheds/ accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election- 2026---Electrical works For Baharail D.Ed. College under Hemtabad PS., Uttar Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ- 40 Of 2025-26, Bid submission closing date: **26.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work "Construction of temporary of such as sheds/ accommodation Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Electrical works Election-2026---For ITI COLLEGE, KALIYAGANJ, UTTAR DINAJPUR under Kaliyaganj PS, Uttar Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ-39 Of 2025-26, Bid submission closing date: **26.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :-
NIT No. : EE-III/29/19/25-26/US
Name of work **: Improvement of passage at 246/H/21 M.M. Road, 14/H/13 N.N. Road and other Uttaran Places in Ward No.29.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,84,845.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 05.03.2026 at 5 p.m.** Date and Time of opening of Bid **: 07.03.2026 after 5 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **24.02.2026 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/IX/076/085/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Maintenance of Uttaran Sewer Line by Desilting at 35, 36, 37, 38, 39/A, Kabitirtha Sarani etc. in Ward No.76.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,49,890.43.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

2. NIT No. : KMC/IX/076/090/2025-2026
Name of work **: Repairing of damaged sewer line (Disturbed by Water Supply Department) along Ramkamal Street from 28/5, Ramkamal Street to Junction of Hechandra Street in Ward No.76.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.2,99,321.96.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

3. NIT No. : KMC/IX/076/086/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Maintenance of Uttaran Sewer Line by Desilting at 34, Kabitirtha Sarani, 4,5,6, Laxmi Narayan Ganj Goli etc. in Ward No.76.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.1,49,656.34.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.1 to 3).** Last date and time of submission of bid **: 04.03.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on **: 06.03.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **24.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Director General (C), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/VII/058/093/2025 - 2026/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Improvement of Uttaran Passage (Disturbed due to laying of Sewer Line) at 38C, Pulin Khatic Road & its surrounding Uttaran area in Ward No.58.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,65,952.95.** Earnest Money **: Rs.7,320.00.** Period of Completion **: 45 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/VII/066/60/2025 - 2026/UTTARAN
Name of work **: Repairing of Uttaran Sanitary Latrines at P.G Road, Sridhar Roy Road, G.J Khan Road & it’s surroundings in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,42,258.63.** Earnest Money **: Rs.6,850.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/VII/066/68/2025 -2026/R
Name of work **: Repairing of passage at 80, 89 Topsia Road, G.J Khan Road & surrounding area in Ward No.66.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,39,964.19.** Earnest Money **: Rs.8,800.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 05.03.2026 upto 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on **07.03.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The Bid forms and other details are available on and from **24.02.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://wb.tenders.gov.in/nicgep/app (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/016/18/2025-2026/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Repairing of Uttaran Bath & Privy at 32/2, Sahitya Parishad Street, 33/34 Gorachand Bose Road, 19 Goabagan Street etc. in Ward No.16.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,95,565.58.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 28 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/010/003/2026-2027
Name of work **: Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No.10, Br-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,50,000.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/003/2026-2027
Name of work **: Urgent repairing of potholes/ damaged road surface etc. in Ward No. 12, Br-II.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,50,000.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 180 Days (for Sl.No.2 & 3).**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/016/01/2026-2027 (2nd Call)
Name of work **: Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.16.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,00,000.00.** Earnest Money **: Rs.4,100.00.** Period of Completion **: 180 Days.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/01/2026-2027 (2nd Call)
Name of work **: Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.17.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,20,000.00.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 180 Days.**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/018/01/2026-2027 (2nd Call)
Name of work **: Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.18.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,20,000.00.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 180 Days.**

7. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/070/2025-2026/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Repairing of Uttaran IP and Paver Block surface at 1, 70/2, Gouri Bari Lane, 240, 241 APC Road in Ward No.12.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,39,165.07.** Earnest Money **: Rs.8,800.00.** Period of Completion **: 25 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 03.03.2026 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 7).** Bid will be opened on **: 05.03.2026 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 7).** The Bid forms and other details will be available on and from **24.02.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 7)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 7).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : APAS/111/152/302/05/003/25-26
Name of work **: Improvement of Cement Concrete Road at 59 and 98 Sarada Park in Ward No.111.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.1,49,871.64.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Time of Completion **: 30 Days.**

2. NIT No. : APAS/111/152/303/03/005/25-26
Name of work **: Improvement of Cement Concrete Road and Black Top Road at T-110 to T-124 and T-87,93 Subhas Pally and 93 to 97 Subhas Pally in Ward No.111.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.2,97,659.73.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 28.02.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 02.03.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : XI/110/060/2025-26/R/UTTARAN
Name of work **: Maint. of Sanitary Latrines at different places viz Briji Sapui Para, Naskar Para (Uttaran Area) in Ward No.110.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.2,49,695.11.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 05.03.2026 - 5 p.m.** The Tender will opened on **: 07.03.2026 - 5 p.m.**

4. NIT No. : APAS/112/152/244/01/002/25-26/R
Name of work **: Renovation work with Desilting 193A, Bidhan Pally and others allied work in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.3,99,602.20.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Time of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 04.03.2026 upto 11 a.m.** Date and Time of Opening of Bid **: 06.03.2026 at 11 a.m.** The Bid forms and other details are available on and from **24.02.2026 from 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2), 24.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.3) and 25.02.2026 from 11 a.m. (for Sl.No.4).** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

2315/ 25-26

বোলার্স চ্যাম্পিয়নে শিরোনাম শুভমন গিলের কেননা এপিএস পোষ্য পুষ্টি প্রদর্শনে কৌশলী খেলা শুরু করেছে

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ আল্লানা পেট সলিউশনসের (এপিএস) সুলভ প্রিমিয়াম কুকুরের পুষ্টি ব্র্যান্ড বোলার্স চালু করেছে বোলার্স চ্যাম্পিয়ন, সুলভ মূল্যের নতুন রেঞ্জ স্বাস্থ্যবান ও সক্রিয় কুকুরদের জন্য, যার প্রচারে ক্রিকেট তারকা শুভমন গিল। চ্যাম্পিয়নের অভিষেক হচ্ছে একটি উসর্গিত সাব-ব্র্যান্ড হিসেবে যার লক্ষ্য কুকুরদের সহায়তা করা যখন তাদের শক্তি কম থাকে অথবা তাদের দরকার পড়ে অতিরিক্ত পৌষ্টিক সহযোগিতা। তৈরি করা হয়েছে সুষম, বিজ্ঞানভিত্তিক, পশু চিকিসকদের অনুমোদিত পৌষ্টিক উপাদান হিসেবে, এই রেঞ্জ তৈরি হয়েছে স্ট্যামিনা, পেশির শক্তি এবং সামগ্রিক সহিষ্ণুতাকে সাহায্য করতে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সিতে অনুপ্রাণিত প্যাকেজিঙে চ্যাম্পিয়নে দৃশ্যত প্রতিফলিত হচ্ছে সজীবতা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পাশাপাশি আর্থিকভাবে সুলভ পোষ্যপালকদের জন্য যারা উন্নতমানের পুষ্টি চান। উচ্চ অভিঘাতের ডিজিটাল ফিল্ম দ্বারা চালিত, যে ফিল্মে আছেন শুভমন গিল, এই প্রবর্তনে রয়েছে এলিট অ্যাথলেটিক প্রস্তুতি ও শ্বাপদের প্রস্তুতির সমান্তরাল ভাবনা। মূল ধারার ক্রীড়া বিজ্ঞাপনের কোডে তৈরি এই ক্যাম্পেন তুলে ধরেছে কাঠামোমূলক প্রশিক্ষণ পরিবেশ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পারফরম্যান্স, যা পুষ্টিকে রেখেছে সহিষ্ণুতা ও সজীবতার মূল উপাদান রূপে। প্রবর্তন সম্পর্কে আল্লানা কনজিউমার প্রডাক্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনীশ বঃদলিশ বলেন, 'আল্লানা পেট সলিউশনসে আমাদের লক্ষ্য ছিল একটি উদ্দেশ্য-ভিত্তিক রেঞ্জ চালু করা যা প্রয়োজনীয় বাস্তব জীবনশৈলীর সমস্যায় কাজ করবে। বহু পোষ্যপালক খেয়াল করে যে তাদের কুকুরের সক্রিয়তা স্তরে অদলবদল হচ্ছে এবং তারা চায় বিশ্বস্ত পৌষ্টিক সমাধান। চ্যাম্পিয়ন তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত, পশু চিকিৎসক স্বীকৃত উপাদান হিসেবে পাশাপাশি সুলভ মূল্য রাখা হয়েছে। ভারতে দৈনঃদিন পোষ্য পালনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এটা আমাদের দীর্ঘকালীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা।'বোলার্স চ্যাম্পিয়নের দাম শুরু হচ্ছে ১ কেজি ₹১৯৯ থেকে। এই রেঞ্জ পাওয়া যাবে গোটা দেশে সর্বত্র অগ্রগণ্য পোষ্য স্পেশালিটি রিটেলার ও জিটি চ্যানেলের মাধ্যমে।

ইরান অবিলম্বে ছাড়তে ভারতীয়দের কড়া নির্দেশ, তেহরানে দূতাবাসের হেল্পলাইন চালু

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রাচ্যে আবারও যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে এগোচ্ছে বলে আশঙ্কা কূটনৈতিক মহলের। এমন প্রেক্ষাপটে ইরানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিল তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। সোমবার জারি করা এক বিশেষ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমানে ইরানে থাকা সকল ভারতীয় যেন যেভাবেই সম্ভব দ্রুত দেশ ত্যাগ করেন। দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ইরানে অবস্থানরত সকল ভারতীয় নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত ইরান ত্যাগ করুন। পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সর্বদা হাতের কাছে রাখুন। একইসঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে, যে সমস্ত এলাকায় বিক্ষোভ, সামরিক তৎপরতা বা অস্থিরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। প্রয়োজনে নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে নির্দেশিকায়। নাগরিকদের সহায়তার জন্য একাধিক হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। সেগুলি হল - ৯৮৯১২৮১০৯১১৫, ৯৮৯১২৮১০৯১০৯, ৯৮৯১২৮১০৯১০২ এবং ৯৮৯৯৩২১৭৯৩৫৯। দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, ২৪ ঘণ্টা এই হেল্পলাইন পরিষেবা চালু থাকবে এবং প্রয়োজনে নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হতে পারে। গত কয়েক মাস ধরেই ইরান ও আমেরিকার সম্পর্ক তীব্র টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পারস্য উপসাগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজ, রণতরী, যুদ্ধবিমান এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে United States। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, মার্কিন সেনাবাহিনী সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে এবং এখন কেবল রাজনৈতিক অনুমোদনের অপেক্ষা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump ইতিমধ্যেই ইরানকে পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ইরান যদি নতুন চুক্তির শর্ত মেনে না নেয়, তবে সামরিক পদক্ষেপই হতে পারে একমাত্র বিকল্প। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও ঘোষণা করা হয়নি, হোয়াইট হাউস পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। মার্কিন প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করছেন। বর্তমানে পরমাণু চুক্তি নিয়ে Iran ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা চলছে। ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে যায়। নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা হুঁশিয়ারি এবং আঞ্চলিক সামরিক উপস্থিতি-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বারবার উত্তপ্ত হয়েছে। এবার নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে আন্তর্জাতিক মহলে।

প্যাকেজিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত জাতীয় সম্মেলন

২৪ ফেব্রুয়ারি : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং, ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন, গত ৬০ বছর ধরে দেশব্যাপী প্যাকেজিং এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে সেবা প্রদানের জন্য শিক্ষা, গবেষণা, পরীক্ষা এবং পরামর্শের মাধ্যমে প্যাকেজিং মান উন্নত করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ জাতীয় শীর্ষ সংস্থা, প্যাকেজিংয়ের ভবিষ্যঃ উদ্ভাবন, সংহতকরণ, অনুপ্রেরণা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। এই যুগান্তকারী দুই দিনের অনুষ্ঠানটি ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কলকাতার হোটেল আইটিসি সোনারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।বিশ্বব্যাপী প্যাকেজিং শিল্প ডিজিটালাইজেশন এবং পরিবেশগত দায়িত্বের দিকে এক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এই সম্মেলনটি শিল্প নেতা, নীতিনির্ধারক এবং উদ্ভাবকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অন্বেষণ করা, বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে স্থায়িত্বকে একীভূত করা এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং নকশা প্রদর্শন করা।সম্মেলনের হাইলাইটস এবং এজেন্ডা উদ্ভাবন এবং ডিজিটালাইজেশনঃ শিল্পের পুনর্গঠনে AIML, পণ্য প্রমাণীকরণ এবং ডিজিটালাইজেশনের প্রভাব নিয়ে অধিবেশনগুলি আলোচনা করা হবে। টেকসইতা এবং সার্কুলার অর্থনীতিঃ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ইপিআর সম্মতি এবং উন্নত পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির উপর গভীর আলোচনা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিঃপাইলট হিসাবে প্যাকেজিং সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অর্থনীতির উত্থান শীর্ষক একটি নিবেদিত প্যানেল আলোচনা। স্টার্ট-আপ এবং গবেষণা কনক্লেভঃনেতৃস্থানীয় স্টার্ট-আপগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্যাকেজিং সমাধানগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য একটি নিবেদিত গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনী কনক্লেভউদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন, যার মধ্যে রয়েছেন শ্রী রাজেশ পান্ডে,আইএএস (অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), শ্রী সুরেন্দ্র গুপ্ত, আইএএস (প্রধান সচিব, এফপিআই অ্যান্ড এইচ বিভাগ), এবং শ্রী পি. কে. ভরদ্বাজ (প্রধান মহাব্যবস্থাপক, নাবার্ড)। দুই দিন ধরে, শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, প্রযুক্তিগত অধিবেশন, প্যানেল আলোচনা, গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনী কনক্লেভ, স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশনকনক্লেভ এবং পোস্টার উপস্থাপনা। প্যাকেজিং উদ্ভাবনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সম্মাননা প্রদানের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার বিতরণী এবং একটি সমাপনী অধিবেশনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি শেষ হবে।

গীতাঞ্জলি
153RD ANNIVERSARY OF TRAMS OF KOLKATA
498
GH

কলকাতা ট্রামওয়ের ১৫৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যাত্রাপথ গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপো থেকে এসপ্ল্যানেড ট্রাম টার্মিনাস এবং শ্যামবাজার ট্রাম টার্মিনালে অতিথি, ট্রামপ্রেমী ও উৎসাহীদের অভ্যর্থনা।

আসন্ন হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার্থে হোলি স্পেশাল

গোরক্ষপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ আসন্ন হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সহরসা থেকে এবং ১০ ও ১৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে গোরক্ষপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন ০৫৫৭৫০৫৫৭৬ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহরসা দিয়ে নিম্নরূপে পরিচালনা করবে। ০৫৫৭৫ সহরসা - আনন্দ বিহার টার্মিনাল হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সহরসা থেকে ২০.০০ ঘটিকায়, গড় বারুয়ারি ২০.২২ টায়, সুপল ২০.৪৭ টায়, সরাইগড় ২১.৪৫ টায়, ২০২৬ তারিখে ২০.০০ টায় ছাড়বে। ২২.১৫ টা, ঝাঁঝাড়পুর ২২.৩৭ টায়, সাক্রি ২৩.০২ টায, শিশু ২৩.৪০ টায়, পরদিন ০০.৪৭ টায় জনকপুর রোড, ০১.৩৫ টায় সীতামারী, বৈরগানিয়া ০২.০২ টায় রা. তৃতীয় দিনে এটি নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ০৪.৩০ মিনিটে, বাগাহা ০৫.০২ মিনিটে, কাপ্তানগঞ্জ ০৮.২২ মিনিটে, গোরখপুর ০৯.৫০ মিনিটে, বাস্তি ০১.৫০ মিনিটে, গোন্ডা ০২.১৫ মিনিটে, সীতাপুর ০৩.৪৫ মিনিটে, শাহজাহানপুর ০৪.২২ মিনিটে, বেরেলি ০৬.৩৪ মিনিটে, মোরাদাবাদ ০১.২৫ মিনিটে, হাপুর ০২.২২ মিনিটে এবং গাজিযাবাদ থেকে ০০.২৭ মিনিটে ছেড়ে আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে এবং ০১.০৫ মিনিটে আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৫৭৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাল - সহরসা হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১০ ও ১৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ।

ভক্তি ও আস্থার মেলবন্ধনে অষ্টমী তিথিতে ভক্তদের ভিড় শ্রীরামপুর চাতরার শীতলা মাতার মন্দিরে

প্রীতম সাধুখাঁ, শ্রীরামপুরঃ হালকা শীতের আমেজের মধ্যেই ভোর বেলা দমকা হাওয়া ও এক পশলা বৃষ্টির মধ্যেই মঙ্গলবার শীতলা অষ্টমী তিথিতে ভক্তদের ভিড় জমছিল। ভোরের আলো ফোটা শুরুর পর থেকে বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লম্বা হয়েছে ভক্তদের লাইন। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পর মন্দিরে ডাব ও গঙ্গা জল দিয়ে শীতলা মা কে পুজো দিয়েছেন অগনিত ভক্তরা। মঙ্গলবার শীতলা অষ্টমী তিথিতে এমনই ছবি দেখা গিয়েছে শ্রীরামপুর চাতরার শীতলা মাতার মন্দির।চাতরা তেঁতুল তলা জিটি রোডের সামনে থেকে প্রায় এক কিমি বেশি ছাড়িয়ে ছিল মহিলাদের লম্বা লাইন। সেখানে যুবতী, তরুনী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সব বয়সের ভক্তরা ফুল মালার ডালা হাতে নিয়ে মায়ের বিগ্রহ পর্যন্ত যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম দিকে ছিল পুরুষদের লাইন। মহিলাদের তুলনায় ছোট হলেও শীতলা মায়ের পুজো নিয়ে পুরুষদের মধ্যেও ভক্তিভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে পুজো প্রাঙ্গণে মানুষের ঢল ও নিরাপত্তা শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশি ব্যবস্থা ছিল নজিরবিহীন। মন্দিরের দুই দিকে লোহার ব্যারিকেড তৈরি করে পুরুষ ও মহিলাদের ভিড় সামাল দিতে ধাপে ধাপে ভক্তদের ছাড়া হচ্ছিল। ফলে প্রতিবছর মন্দিরের চারপাশে যে ভিড়ের চাপ থাকায় ধূপ, মোমবাতি ও বিগ্রহ কে প্রণাম করতে অসুবিধা হত। কিন্তু এবারে পুলিশ ব্যারিকেড করে দেওয়ায় মন্দির চত্বরে সুষ্ঠ ভাবে পুজো প্রার্থণা করতে পেরেছেন ভক্তরা। জিটি রোড থেকে মন্দিরে ঢোকার রাস্তায় দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সেখানে পুলিশ কর্মীরা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। অন্য দিকে মন্দিরের চারপাশে পুলিশ কর্মীরা নজরদারি চালিয়েছেন। ভক্তদের সুবিধার জন্য মহিলা পুলিশ কর্মীও মোতায়েন ছিল। পুলিশ জানিয়েছে কয়েকজন অফিসার পদমর্যাদার পুলিশ মিলিয়ে প্রায় শতাধিক পুলিশ কর্মী মন্দির চত্বরে ডিউটি করছেন। আইন শৃঙ্খলা ও চুরির ঘটনা ঠেকাতে প্রায় ১৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। এ ছাড়া মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরা ভিড় নিয়ন্ত্রনে ব্যস্ত ছিলেন। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শীতলা পুজো উপলক্ষে শ্রীরামপুর নয় সিঙ্গুর, বড়া,বেগমপুর,উত্তরপাড়া,বালি,হাওড়া ডোমজুর প্রভৃতি এলাকা থেকে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে

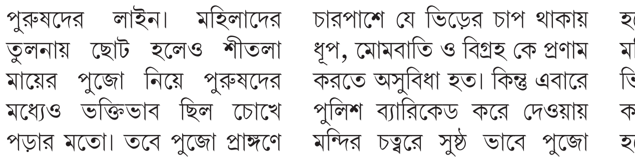

বিহারের নালন্দায় পৃথক ঘটনায় আটজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

বিহারশরিফ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)ঃ বিহারের নালঃদা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় সোমবার পৃথক ঘটনায় মোট আটজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে রুই থানা এলাকার মই-ফরিদা গ্রামে, সোমবার সকালে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে একে আত্মহত্যা বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার নাম আরতি কুমারী (২২)। দ্বিতীয় ঘটনায় দিপনগর থানা এলাকার সকরৌল গ্রামে সোমবার দুপুরে গাড়িতে পিষ্ট হয়ে আশা দেবী (৬২) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। একইভাবে রাজগির থানা এলাকার রামহরি পিণ্ড গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় রামশিস কুমার (২৪) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।অন্য একটি ঘটনায় সোহসরাই থানা এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় আহত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সুরেন্দ্র সাউ (৩০)। এছাড়া ছবিলাপুর থানার লোদপুর গ্রামে পারিবারিক বিবাদের জেরে মনোজ কুমার (৩২) নামে এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন

NAME CHANGE

I, Mamoni Bhattacharjee (Old Name) W/o Soumen Chattopadhyay Residing at Dharmatala, P.o - Sonamukhi, District - Bankura, Pin - 722207, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Mamoni Chattopadhyay (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 24-02-2026. Mamoni Bhattacharjee (Old Name) and Mamoni Chattopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Morjina Bibi (Old Name) W/o Mamin Ali Residing at Purbaichapur, Kadambagachi, Duttapukur, Purba Ichapur, District - North 24 Parganas, Pin - 700125, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Marjina Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 24-02-2026. Morjina Bibi (Old Name) and Marjina Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anisur Rahaman (Old Name) S/o Late Atiar Rahaman Middey Residing at Vill - Beta, P.o - Sinhet, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anisur Rahaman Middey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 35/2026 Dated 24-02-2026. Anisur Rahaman (Old Name) and Anisur Rahaman Middey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asif Uddin (Old Name) S/o Anisur Rahaman Middey Residing at Vill - Beta, P.o - Sinhet, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Asif Uddin Middey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 36/2026 Dated 24-02-2026. Asif Uddin (Old Name) and Asif Uddin Middey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golam Parvej Majumder (Old Name) S/o Golam Nayeb Majumdar Residing at Vill - Neor, P.o - Saknara, P.s - Madhabdihi, District - Purba Bardhaman, Pin - 713421, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Golam Parvej Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 37/2026 Dated 24-02-2026. Golam Parvej Majumder (Old Name) and Golam Parvej Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golam Nayeb Majumder (Old Name) S/o Golam Ambiya Majumdar Residing at Vill - Neor, P.o - Saknara, P.s - Madhabdihi, District - Purba Bardhaman, Pin - 713421, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Golam Nayeb Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 38/2026 Dated 24-02-2026. Golam Nayeb Majumder (Old Name) and Golam Nayeb Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Rizawanullah (Old Name) S/o Late Mohammed Hakim Anzarullah Residing at 85/Z/1/D, Topsia Road, Tiljala, District - Kolkata Pin - 700039, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Rizwanullah (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 23-02-2026. Md Rizawanullah (Old Name) and Md Rizwanullah (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Biswa Dev Saha (Old Name) S/o Late Basudev Saha Residing at Adarsha Pally, North Dumdum (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Biswadev Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 39/2026 Dated 24-02-2026. Biswa Dev Saha (Old Name) and Biswadev Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suvro Dev Saha (Old Name) S/o Biswadev Saha Residing at Dakshin Khalishakota (Part), North Dum Dum (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Suvrodev Saha (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore vide affidavit no 280 Dated 16-02-2026. Suvro Dev Saha (Old Name) and Suvrodev Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aspiyara Begum (old name) C/o SK Mafijuddin, residing at Vill-Jajranagar, Po-Bahiri, Ps-Bolpur, Birbhum, West Bengal 731240, have changed my name and shall henceforth be known as Aspiyara Bibi (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate at Bolpur Court Dist-Birbhum, dated 17/11/25. Aspiyara Bibi (New Name) and Aspiyara Begam (Old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Uttam Kumar Dey, SO Shibnarayan Dey, রামপুরহাট দেশবন্ধু রোড, , বাজারপাড়া, ধোবাপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১০, পোঃ থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Uttam Kumar Dey যা আধার এবং প্যান কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ডে Uttam Dey নথিভুক্ত রয়েছে। ১৩.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Uttam Kumar Dey Uttam Dey SO Shibnarayan Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, Asim Banerjee alias Asim Kumar Banerjee (old name) S/o Late Kartick Chandra Banerjee, residing at Vill-2 No Kundu Para, Manindranagar Colony Po-Cossimbazar, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashim Kumar Banerjee (New Name) as declared before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad, dated 20/02/26. Ashim Kumar Banerjee (New Name) and Asim Banerjee, Asim Kumar Banerjee(Old name) all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Noore Elahi S/o Samsuddin Shaikh residing at Vill.-Udaychandpur PO.-Jibanti, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name SAMSUDDIN SHAIKH instead of SAMSUDDIN SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore dated on 11/02/2026. SAMSUDDIN SHAIKH and SAMSUDDIN SK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Vijesh Verma S/o Hari Ram Verma residing at 42, Ishan Ghosh Road, Ward No. 123, Purba Barisha, Thakurpukur, Maheshtala, South 24 Parganas, Pin-700008 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Hari Ram Verma instead of H.P. Barman alias Hari Ram Barman and my mother's actual name Usha Devi Verma instead of Usha Devi Barman, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Calcutta dated on 20/02/2026. Hari Ram Verma, H.P. Barman and Hari Ram Barman all are same and one identical person. Usha Devi Verma and Usha Devi Barman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHYAMASHAM BHATTACHERJEE, s/o Chandi Charan Bhattacherjee, residing at Surul, Birbhum, Sriniketan, West Bengal-731236, do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is SHYAMASHAM BHATTACHERJEE instead of SHAMASHAN BHATTACHARJEE which has been wrongly recorded in my daughter's Secondary Examination Certificate vide an affidavit before the Court of LD. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah on 20.02.2026. SHYAMASHAM BHATTACHERJEE and SHAMASHAN BHATTACHARJEE both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Motiur Rahaman (old name) S/o-Haji Rahaman residing at Senpara, Malibari, Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOTIUR RAHAMAN to MATIUR RAHAMAN and henceforth I shall be known as MATIUR RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 24/02/2026. MOTIUR RAHAMAN (old name) and MATIUR RAHAMAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahani Bibi (old name) W/o- Hasibul Shaikh residing at Nabibur, Nabipur, Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAHANI BIBI to SAHANUR BIBI and henceforth I shall be known as SAHANUR BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 24/02/2026. SAHANI BIBI (old name) and SAHANUR BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Serazuddin (old name) S/o-Alauddin Sk residing at Bargara, Matajipara, Sagardighi, Dist-Murshidabad, Pin-742308 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SK SERAZUDDIN to SERAJUDDIN SK and henceforth I shall be known as SERAJUDDIN SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 24/02/2026. SK SERAZUDDIN (old name) and SERAJUDDIN SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abdul Karim Mia (old name) S/o- Md Abdul Aktar Mia residing at Kotwali, Kotwali, English Bazar, Dist- Malda, Pin-732144 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ABDUL KARIM MIA to ABDUL KARIM MIA and henceforth I shall be known as ABDUL KARIM MIA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 24/02/2026. MD ABDUL KARIM MIA (old name) and ABDUL KARIM MIA (new name) both are same and one identical person..

NAME CHANGE

I, NarayanCh Bokshi and Narayan Bakshi (old name) Son of Mukunda Baksi , residing at Khandagram Po.Dhalhara East Medinipur Pin-721636, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Narayan Baksi (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit, dated 24/02/2026. Narayan Baksi (New Name) and Narayan Ch Bokshi and Narayan Bakshi(old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Ali Mondal (old name) S/o Late Madar Box Mandal residing at Vill-Kundipur, Po-Ganrapota, PS-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Mandal (New Name) as declared before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas dated 24/02/26. Abdul Ali Mondal (New Name) and Abdul Ali Mondal(Old name) all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Subir Kumar Dhara S/o Late Kashinath Dhara residing at Vill-Dudhkalmi, P.O.Jangalpara Bazar, P.S. Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712701 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my son's actual name SHREEMOY DHARA instead of SRIMOY DHARA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Serampore dated on 29/07/2025. SRIMOY DHARA and SHREEMOY DHARA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Gaffar S/O- Sekh Hasim, resident of Sadhanpur Ambagan, P.O.-Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist.-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH GAFFAR' in all purpose vide affidavit No- 1280, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 24/02/2026. That SK Gaffar and Sekh Gaffar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AJMIL HAK (old name) S/O - SAFED ALI residing at VILL & PO - RANINAGAR PS - PUKURIA DIST - MALDA PIN -732102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from AJMIL HAK (old name) to AJAHAR ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as AJAHAR ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 24/02/2026.AJAHAR ALI (new name) & AJMIL HAK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOLAM YERBOX (old name) S/O - NUR MAHAMMAD SEKH residing at VILL- MONAIKANDRA PO - KULI KANDI PS - BURWAN DIST - MURSHIDABAD PIN - 742168. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from GOLAM YERBOX (old name) to GOLAM YEAR BOX (new name) and henceforth, I shall be Known as GOLAM YEAR BOX (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 24/02/2026. GOLAM YEAR BOX (new name) & GOLAM YERBOX (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AJEMODDIN SEIKH(old name) S/O - JALEP SEIKH residing at VILL - INDRAHATA PO - PURANDARPUR PS- KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN -742171. West Bengal, do hereby declare that 1 have changed My name from AJEMODDIN SEIKH (old name) to RAHIDUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as RAHIDUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 24/02/2026. RAHIDUL SK (new name) & AJEMODDIN SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Surendra Sah s/o Anandi Sah, residing at Natun Diara, Rajpur, Sonarpur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700150, W.B., declare that my and my father's actual and correct name is Surendra Sah s/o Anandi Sah but inadvertently it has been recorded in my Driving Licence No. WB01-20020315636 as Surendra Kr Sah s/o A Sah instead of Surendra Sah s/o Anandi Sah. Surendra Kr Sah s/o A Sah and Surendra Sah s/o Anandi Sah are same and one identical person as sworn before the Notary Public at High Court, Kolkata, vide affidavit no. 17, dated 13/02/2026.

NAME CHANGE

I, Sunil Das s/o Ramnath Das, residing at 11/F, Sahid Smriti Colony, Baghajatin, Kolkata - 700094, W.B., declare that my and my father's actual and correct name is Sunil Das s/o Ramnath Das but inadvertently it has been recorded in my Driving Licence No. WB01-20060430985 as Sunil Kr Ram s/o R N Ram instead of Sunil Das s/o Ramnath Das. Sunil Kr Ram s/o R N Ram and Sunil Das s/o Ramnath Das are same and one identical person as sworn before the Notary Public at High Court, Kolkata, vide affidavit no. 15, dated 13/02/2026.

NAME CHANGE

I, Utpal Mandal, C/O- Buddhadeb Mondal at Vill & PO & PS- Nabagram, Dist-Murshidabad. That Jui Mandal is my beloved daughter. That Utpal Mandal is my original and correct name which has been recorded in my most of the documents including my Aadhaar card Vide No 4377 6163 1629. That my name Gopal Mandal mistakenly recorded in my daughter birth certificate Regd. No. 660/07, dt 27.11.2007. That I swearing affidavit 2473, before in the court of Judicial Magistrate 1st Class at Lalbagh Utpal Mandal & Gopal Mandal is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ICHAB SEIKH (old name) S/O - JELEBODDI SK residing at VILL-BEJPARA PO - SUNDIPUR PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN- 742134, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ICHAB SEIKH (old name) to ISOB SK (new name) and henceforth, I shall be Known as ISOB SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 24/02/2026. ISOB SK (new name) & ICHAB SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BANDITA MUKHERJEE (old name) S/O - SUMAN MUKHERJEE residing at VILL & PO - BAHINA PS - MOLLARPUR DIST - BIRBHUM PIN-731216. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BANDITA MUKHERJEE (old name) to BANDITA SINGHA ROY (new name) and henceforth, I shall be Known as BANDITA SINGHA ROY (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 25/02/2026. BANDITA SINGHA ROY (new name) & BANDITA MUKHERJEE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, LAILI KHATUN(old name) W/O - MD ASLAM ALI (D/O - RAHAMAN MONDAL) residing at VILL & PO - RUPRAMPUR PS - MURARAI DIST - BIRBHUM PIN -731219. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from LAILI KHATUN (old name) to LAILI BEGAM (new name) and henceforth, I shall be Known as LAILI BEGAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 Class Judicial Magistrate at Rampurhat Birbhum court dated on 03/09/2025. LAILI BEGAM (new name) & LAILI KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, DEBASIS MUKHERJEE (old name) S/O - LATE NIRMAL SHIB MUKHERJEE residing at VILL & PO - BAHINA PS - MOLLARPUR DIST - BIRBHUM PIN -731216. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from DEBASIS MUKHERJEE (old name) to DEBASHISH MUKHERJEE (new name) and henceforth, I shall be Known as DEBASHISH MUKHERJEE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 25/02/2026. DEBASHISH MUKHERJEE (new name) & DEBASIS MUKHERJEE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Munira Mustafa Jalanawala (Old Name) wife of Hamza Zakir Patel Resident of ,35,Ripon Street,Taskeen Apartment,P.O & P.S-Park Street,Kolkata-700016. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Munira Patel (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24.02.2026.That Munira Mustafa Jalanawala (Old Name) and Munira Patel (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Deepak Khemka (old name) Son of Om Prakash Khemka , residing at Ps Magnum Block-7, Flat-9B Vip Road Kaikhali Haldiram Opp Haj House Rajarhat Kolkata Pin-700052, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Deepak Kumar Khemka (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit, No 37, dated 24/02/2026. Deepak Kumar Khemka (New Name) and Deepak Khemka (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I MD USMAN ALI GAZI S/O MD KALU GAZI residing at Vill-Uttarbagundi, P.O.-Gotra, P.S.-Basirhat, North 24 Parganas-743422, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as OSMAN ALI GAZI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24/02/2026. MD USMAN ALI GAZI and OSMAN ALI GAZI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I SUBASH BANIK (old name) S/O- Gyan Chandra Banik,Resident of Arat Ghat Road,Baralghat Road,Ward No.10, of Nabadwip Municipality,P.O & P.S- Nabadwip, Dist- Nadia,Pin-741302, do hereby declare that I have changed my name from SUBASH BANIK (old name) to SUBASH CHANDRA BANIK (new/correct name) and henceforth I shall be Known as SUBASH CHANDRA BANIK (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.1083, sworn In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class)at Nabadwip, Nadia,on Date-10/02/2026 SUBASH CHANDRA BANIK (new/correct name) and SUBASH BANIK (Old Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Abhijit Malik, SO - Basudeb Malik, ঠিকানা -বিদ্যাসাগরপল্লী ওয়ার্ড নং,-৬ পোঃ এবং থানা পৌরসভা, আরামবাগ জেলা - হুগলী পিন -৭১২৬০১, পশ্চিমবঙ্গ। আমার সঠিক নাম Abhijit Malik SO Basudeb Malik ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Avijit Malik So- B Malik হইয়াছে। গত ২৪.০২.২০২৬ তারিখে (Sl.NO - 3796)এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে Abhijit Malik এবং Avijit Malik এবং SO Basudeb Malik এবং B Malik উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Shyamal Bhowmick So Anjan kumar Bhowmick গ্রাম পোঃ মহিষগোট, থানা খানাকুল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৬১৭, পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা । আমার পিতা এবং আমার সঠিক নাম Shyamal Bhowmick So Anjan Kumar Bhowmick, ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে Shyamal Bhowmik So Anjan Bhowmik হইয়াছে । গত ১৮.০২.২৬ অরিখে এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে Shyamal Bhowmick এবং Shyamal Bhowmik So Anjan Kumar Bhowmick এবং. Anjan Bhowmik উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

পরিবেশ রক্ষায় এবার এগিয়ে এল খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এল খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরা। পরিবেশ রক্ষায় সোনাঝুরি জঙ্গলে

আবির খেলা নিষিদ্ধ হোক এমন দাবিতে তারা সরব হলো। পাশাপাশি, তারা প্রশাসনকে জানায়, তারা এই দু'দিন খোয়াই হাটে বসবে না। বন্ধ রাখা হবে 'খোয়াই হাট'টি। বন দপ্তরকে ডেপুটেশন দিল শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট কমিটি। তাদের দাবি, দোলের দিন হাজারো পর্যটকের ঢল নামে জঙ্গল এলাকায়। এতে ক্ষতি হয় পরিবেশের। এমনিতেই 'বেআইনি' খোয়াই হাট নিয়ে মামলা চলছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে। সেই আবহে এবার পরিবেশ রক্ষায় এবার এগিয়ে এল খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরা। তবে সোনাঝুরি জঙ্গলে বন সুরক্ষা আইন ভেঙে আবির-রঙ খেলার ঢল না নামে তারজন্য আগেই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি বীরভূম জেলা শাসক ও জেলা বন আধিকারীককে চিঠি দিয়েছিলেন। আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন চিঠিতে। এবার খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরাও চান না দোলের দিন জঙ্গলে হুল্লো। হোক। তাই আগেভাগে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩ ও ৪ মার্চ সোনাঝুরির খোয়াই হাট বন্ধ রাখা হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল। উৎসবের নামে 'বসন্ত তাণ্ডব' দেখেছিল শান্তিনিকেতনবাসী। আশ্রম প্রাঙ্গণ রক্ষা করতে পরের বছর থেকে দোলের দিন বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। তাই ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি রক্ষা করতে আর দোলের দিন বসন্তোসব হয় না বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে । অন্যদিন হয়, সেখানেও বহিরাগতদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না । এবারও তা অব্যাহত। এবার ৬ মার্চ বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসব হবে, ঘরোয়া পরিবেশে। ফলে আমজনতা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পেয়ে ছুটতে থাকে সোনাঝুরি হাটের দিকে। কিন্তু, ২০২০ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে দোলের দিন শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে মানুষের ঢল নামে। উন্মত্ত জনতা জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে, বন আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আবির- রঙ খেলায় মাতেন। চার চাকা গাড়ি থেকে বাইক, জঙ্গলের গাছ মারিয়ে ঢুকে পরে। আর এই বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে বন দপ্তর থেকে শুরু করে বোলপুর পৌরসভা ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। তাই এবার আগাম সতর্ক থাকতে চায় সোনাঝুরির হাটের ব্যবসায়ীরা। তাই তারা আগাম ঘোষনা করে দিয়েছে জঙ্গল বাঁচাতে তারাও চায় সোনাঝুরির জঙ্গলে দোল অনুষ্ঠিত হোক। পরিবেশ রক্ষায় এবার এগিয়ে এল খোয়াই হাটের ব্যবসায়ীরা। সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট কমিটির পক্ষ থেকে মহম্মদ আবুল ফজল ও কাউসার শেখ বলেন, সোনাঝুরি জঙ্গলে আমরা কোন দোল উৎসব করছি না। এমনকি, দোলের দিন অর্থাৎ ৩ ও ৪ মার্চ পরিবেশ রক্ষার্থে হাট বন্ধ রাখা হচ্ছে। কারন দোলের দিন প্রচুর মানুষ জঙ্গলে ঢুকে পরে, আবির খেলে, পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই ব্যবসার ক্ষতি হোক, পরিবেশ বেঁচে থাকুক। তাই বন দপ্তরে ডেপুটেশন দিলাম, পুলিশকেও জানিয়েছি। যদিও, সোনাঝুরির খোয়াই হাটে গেলে দেখা যাবে সেখানে বন দপ্তরের তরফে বোর্ড লাগানো আছে। তাতে লেখা আছে, 'বনভূমিতে অনধিকার প্রবেশ নিষেধ। যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।' আরও লেখা আছে, 'বনদপ্তরের জায়গায় বনভোজন, মাইক বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নীরবতা পালন করুন।' আর এই আইনি সতর্কতামূলক বোর্ডের পাশেই রমরমিয়ে চলছে 'বেআইনি' সোনাঝুরির খোয়াই হাট। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে গুটি কতক স্থানীয় আদিবাসী শিল্পদের শিল্পকর্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে একটি হাট বসিয়েছিলেন আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। কিন্তু, সপ্তাহে মাত্র ১ দিন, শনিবার এই হাট বসত। তেমন আনাগোনা ছিল না মানুষজনের। তখন এই হাটের নাম ছিল 'শনিবারের হাট'। এখন এই হাটের নাম 'খোয়াই হাট'। রাজ্যে পালা বদলের পর এই হাটের পরিধি শতগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে কমপক্ষে ১৭০০ ব্যবসায়ী বসে হাটে। তাও সপ্তাহে এক দিন নয়, সবদিনই। তাও এই হাটে স্থান নেই স্থানীয় শিল্পীদের, বেশির ভাগই বহিরাগত। এই অভিযোগ ভুরি ভুরি। তাছাড়া, প্রশ্ন হল বন দপ্তরের জায়গায় কিভাবে একটি ব্যবসায়িক হাট বসতে পারে? এই হাটের জন্য ধ্বংস হচ্ছে জঙ্গলের পরিবেশ। নষ্ট হয় গাছ, যত্রতত্র প্লাস্টিক। এই হাট সম্পূর্ণ 'বেআইনি', এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সরকারের কোন দপ্তরের অনুমতিতে বসে এই হাট তা আদালতে জানাতেই পারেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি। এবার দোলের দিন প্রশাসন যদি জঙ্গল বাঁচানোর কোন পদক্ষেপ না নেন, তাহলে রুজু হওয়া মামলায় 'তাণ্ডবের' ছবি তুলে ধরবেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত।

ফরাক্কায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ভোররাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানা এলাকায় ঘটে গেল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের অন্তর্গত খয়রাকান্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পরপর তিনটি লরির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে লরিগুলোর সামনের ও পিছনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যায়। ঘটনায় লরির চালক এবং খালাসীরা গুরুতর আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনার ফলে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে সকাল থেকেই যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের স।ক পথে যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে ফরাক্কা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোররাতে অন্ধকারের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি খয়রাকান্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় অন্য একটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে। তারপর সেই লরিটি তার সামনে আরও একটি লরিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় ফরাক্কা থানায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের জানিয়েছেন, সংঘর্ষের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি ছিল। ফলে দুমড়ে মুচড়ে গেছে লরির সামনের ও পিছনের অংশগুলো। পাশাপাশি আহত হয়েছেন লরির চালক এবং খালাসীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সমীর বাগ নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আজ ভোররাতে লরির ধাক্কার বিকট আওয়াজ আমরা শুনতে পাই। তারপর রাস্তায় এসে দেখি বহরমপুর থেকে মালদাগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার সামনের লরিতে ধাক্কা মেরেছে। তারপর সেই লরিটিও তার সামনে লরিতে আঘাত করেছে। ফলে একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিনটে লরি এবং আহত হয়েছেন তার ভেতরে থাকা চালক এবং খালাসীরা। তিনি আরও বলেন, রাস্তায় অন্ধকার থাকায় সম্ভবত দেখতে না পেয়েই লরিটি তার সামনের লরিতে ধাক্কা মারে। ঘটনার জেরে সকাল থেকেই ফরাক্কার খয়রাকান্দি মোড় সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাত এলাকায় পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ লরিগুলোকে সরিয়ে যানজট নিয়ন্ত্রণ করায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। অন্ধকারের কারনে দৃশ্যমানতা কম থাকায় নাকি অন্য কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই সংঘর্ষ তা খতিয়ে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

থার্মোকল-দূষণ কমাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরাট পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরে থার্মোকলের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়- এই বাস্তবতা মেনেই বড় সিদ্ধান্ত নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রতিদিন রাস্তাঘাট, বাজার এবং বিশেষ করে মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকায় ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা থার্মোকল দূষণ বাড়াচ্ছে। তাই এবার প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে একটি আধুনিক থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা থার্মোকল ওই ইউনিটে এনে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তা থেকে জামার বোতাম, চাকার মতো বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হবে। নির্দিষ্ট একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সেই সামগ্রী বাজারজাত করা হবে। এতে একদিকে যেমন বর্জ্য কমবে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও তৈরি হবে। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে জানান, প্রতিদিন মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারে লরি ভরে থার্মোকলের বাক্সে মাছ আসে। মাছ আনলোডের পর সেই বাক্সগুলি বাজারের এদিক-ওদিক পড়ে থাকে। অনেক সময় তা পোড়ানোও হয়, যার ফলে বাতাসে মারাত্মক দূষণ ছড়ায়। শহরের অন্যান্য এলাকাতেও একই ছবি দেখা যাচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ। এর আগে থার্মোকলের বদলে প্লাস্টিকের বাক্স ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিল পুরনিগম। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকও

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

হয়। তবে ব্যবসায়ীরা জানান, কিছু মাছ থার্মোকলের বাক্স ছাড়া আনলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণভাবে থার্মোকল বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতেই বিকল্প সমাধান হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মানিক দে ও তাঁর দফতরের আধিকারিকরা কলকাতার একাধিক পুরসভায় গিয়ে এই ধরনের ইউনিট পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ডিপিআর তৈরি হয় এবং প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়ে শহরকে দূষণমুক্ত করতে পারে সেটাই এখন দেখার।

জেলা জজের কাছে বোমা হুমকি, আসানসোল আদালত চত্বরে যৌথ অভিযানে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল জেলা আদালতে মঙ্গলবার বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে একটি হুমকি ই-মেলকে ঘিরে। জেলা জজের কাছে একটি হুমকি ইমেল পৌঁছানোর পর প্রাথমিকভাবে জানা যায়, আদালতের তিনতলায় বোমা রাখা হয়েছে এবং এটি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো হতে পারে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালত চত্বরে কার্যত হুলুস্থুল শুরু হয়। আদালতে তখন পূর্ণ দিবসের কাজ চলছিল। মামলা-মোকদ্দমার কারণে আইনজীবী, বিচারক এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎই এমন হুমকি ছড়িয়ে পড়ায় সবাই ভয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে শুরু করে। আদালতের সঙ্গে সংযুক্ত সূত্র জানায়, প্রথমে জানা গিয়েছিল জেলা জজের কাছে হুমকি ফোন এসেছে। কিন্তু পরে পরিস্কার হয় যে, ফোন নয়, ইমেলের মাধ্যমে হুমকি পাঠানো হয়েছে। ওই ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদালতের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আরডিএক্স আইইডি স্থাপন করা হয়েছে এবং দুপুরের দিকে পাঁচ থেকে সাতজন মাওবাদী সদস্য কনস্যুলেট এবং বিচারকের চেম্বারের খুব কাছে চলে আসবে। ইমেলে বলা হয়েছে, রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বোমা বিস্ফোরিত করা হবে। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল পুলিশ কমিশনারেট দ্রুত আদালত চত্বরে পৌঁছায়। পুলিশ মাইকিং করে উপস্থিত আইনজীবী, বিচারক এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়। দ্রুততর তল্লাশির জন্য আদালতে আনা হয় স্নিপার ডগ। পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড পুরো আদালত চত্বর ঘিরে রাখে এবং প্রত্যেকটি সম্ভাব্য স্থানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তল্লাশি শুরু করে। আদালতের তিনতলা, লবি এবং বিভিন্ন চেম্বার ঘনিষ্ঠভাবে তল্লাশির আওতায় আনা হয়। জেলা জজ জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি ভুয়ো হুমকি। তবে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছে। কোনো সন্দেহজনক সামগ্রী বা বোমা না পাওয়া পর্যন্ত পুরো আদালত চত্বরের তল্লাশি অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যেই আদালতের সকল গুরুত্বপূর্ণ রুম, কনস্যুলেট এবং বিচারকের চেম্বার ঘিরে রাখা হয়েছে। উপস্থিত আইনজীবী ও সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুমকি ইমেল পাওয়ার পর আদালত চত্বরে প্রচণ্ড আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ হঠাৎই ভয়ে চেঁচামেচি শুরু করে এবং আইনজীবীরাও দ্রুত আদালত চত্বর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তল্লাশির জন্য স্নিপার ডগ ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞ বম্ব স্কোয়াড সন্দেহজনক স্থানগুলিতে প্রবেশ করে, চেম্বার, লবি ও কোর্ট কক্ষে নজরদারি চালায়। গোটা আদালত চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করা হয়েছে। পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড গোটা আদালত চত্বর ঘিরে রাখে। আদালতের তিনতলা, কোর্ট কক্ষ, লবি, কনস্যুলেট এবং বিচারকের চেম্বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। আইনজীবী, আদালত কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আদালতের বাইরে এবং আশেপাশের এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তল্লাশি অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো মন্তব্য করতে নারাজ।

ঢালাই রাস্তার দাবিতে চন্দ্রকোনায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ঢালাই রাস্তার দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-২ নম্বর ব্লকের ভগবানবাটী গ্রামের বাসিন্দারা চন্দ্রকোনা থেকে পলাশচাপড়িগামী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অবরোধ শুরু করেন। এর জেরে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভগবানবাটী গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মাটির রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি মোরাম দিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তবে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদায় পরিণত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তাই তাঁদের স্পষ্ট দাবি, মোরাম নয়- স্থায়ী সমাধান হিসেবে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। দাবি না মানা হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারিও দেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা সরাসরি এসে আলোচনা না করা পর্যন্ত অবরোধ তোলা হবে না। এই বিষয়ে চন্দ্রকোনা-২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অলোক ঘোষ জানান, ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করে মোরাম রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঢালাই করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে গ্রামবাসীরা আপাতত নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছেন।

শ্রমিকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরার সময় এক পরিযায়ী শ্রমিকের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সালার থানার সালিন্দা গ্রামের মাঠ থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মাহিরুল মল্লিক (৩২)। পুলিশ জানায়, ওই যুবক চেন্নাইয়ে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সোমবার বাড়ি ফিরছিলেন। মৃতের এক আত্মীয় বলেন, যে ছেলের বাড়ি ফেরার কথা, তাঁর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে মাঠের মধ্যে। কেউ খুন করেছে বলে মনে হচ্ছে।

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ 34/ 2025-26
to
WBPWD/EE/JED/NIQ 36 /2025-26

Bid submission last date:
27/02/2026 upto 3:00 PM

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

E-TENDER NOTICE OF BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT

E-tenders are invited online through https://wbtenders.gov.in by the prodhan Bhagabatipur Gram Panchayat, Bhagabtipur, Hooghly for Vide **NIT NO: 039/15TH/BGP/ 2025-26. Dated: 19/02/2026 (FOR 1 NOS OF SCHEMES)**. Bid submission last date (online): 0**2/03/ 2026 at 11.00 AM**. Technical bid opening date: **04/02/2026 at 11.00 AM.** Details information is available at this office within working days.

Sd/- Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat

Tender has Invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of Innovation Science Laboratory, PCC Road, Solar Light & others **NIT NO. 36/ PUR/BDO/2025-26, Dt- 20/02/ 2026**, Tender ID No. **2026_ZPHD_1012717_1**, Last date for submission of Tender: **07/03/2026 up to 18.55 P.M**. & **NIT NO. 37/PUR/BDO/2025-26 Dt-21.02.2026, Tender ID No 2026_ZPHD_1012727_1 to 17**, Last date for submission of Tender: **02/03/2026 up to 18.55 P.M. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election- 2026--- Electrical works --- For ITAHAR GOVT POLYTECHNIC COLLEGE" under Itahar PS, Uttar Dinajpur." **NIQ No: DDED/NIQ-37 Of 2025-26,** Bid submission closing date: **26.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026--- Electrical works For LAXMIPUR MAHIM CHANDRA VIDYABHABAN, KALIYAGANJ, UTTAR DINAJPUR" under Kaliyaganj PS, Uttar Dinajpur." **NIQ No: DDED/NIQ-36 Of 2025-26,** Bid submission closing date: **26.02.2026 up to 14:30 Hrs**. Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites tender for the work of "Construction of temporary shads/ accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well electrification of Accommodation centre for Advance CAPF Coy. In c/w ensuing The West Bengal Assembly Election-2026- Electrical works ---For RAIGANJ GOVT. B.ED COLLEGE, BOGRAM RAIGANI " under Raiganj PS, Uttar Dinajpur." **NIQ, No: DDED/NIQ-35 Of 2025-26,** Bid submission closing date: **26.02.2026 up to 14:30 Hrs.** Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

বিভিন্ন সেবা ভবনের নবীকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ ইএনজিজি./০৬ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১৯-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **নিবিদা সংখ্যা. ১। কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়িতেঃ বিভিন্ন সেবা ভবনের নবীকরণ সহিত আরপিএফ ব্যারাকে নর্দমা এবং বাউণ্ড্যারি ওয়ালের সংস্কার। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,০৬,৮৪,৩৩৮.৭৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,০৩,৪০০/- টাকা। **নিবিদা সংখ্যা. ২। কাজের নামঃ** (১) শিলিগুড়ি টাউনে- চতুর্দিকের এলাকা, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠভাগ, পিপি শেড আদির উন্নয়ন সহিত পুরোনো স্টেশন ভবনের নবীকরণ। (২) শিলিগুড়ি টাউনে- এনজি এবং বিজি প্রান্ত সহিত ১৪৫০ মিটারের বাউণ্ড্যারি ওয়াল নির্মাণ। (৩) ২০০০ মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক সহিত জল যোগান প্রণালীর নবীকরণ। (৪) শিলিগুড়ি টাউনেঃ পুরোনো স্টেশন ভবনের সমীপে ৩০০/২০০ মিলিমিটার ডায়া গভীর নলকূপের সঙ্গে আইআরপির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,৪৫,৮৯,৬৮৫.৭৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৭৩,০০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ ১৯-০৩-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **১৯-০৩-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিসিটিভি কাভারেজের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭৫ তারিখঃ ২০-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নামঃ** এ এবং বি শ্রেণীর মেইনলাইন পইন্টস এবং ক্রসিং অন্তর্ভুক্তিরে য়ার্ডে সিসিটিভি কাভারেজের ব্যবস্থা করা (যোগবানী, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেসগঞ্জ, ডালখোলা)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,০৫,৮৭,৮৭২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০২,৯০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ ১৬-০৩-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **১৬-০৩-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows: NIQ NO.- 14/Q of 2025-26 N.W-Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. Location:- Kishan Mandi Guri Makreampur, Medinipur Planning and Development Society, Bishnupada PTTI College, Satsole Kironmoyee High School, Medinipur Institue of Education B.ed, Teghari High School, Dhamtore Billeswar Beharilal Vidyanhaban, Satyaeswar Institute Maratala, Dhobaberia Kishan Mandi, Dhobaberia, C.K. road Gourav Guin Memorial College. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in.** Last dt. application: **27.02.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.02.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **27.02.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **27.02.2026 at 04.00 P.M.**

SD/- Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows: NIQ NO.- 13/Q of 2025-26 N.W-Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. Location:- Pingla Thana Mahavidyalaya (College). Gopinathpur High School. Goaltore Kisan Mandi, Goaltore Girls High School. Deuli Government PTTI. Chandra Camp at Chandra. Sohagpur float Centre. Birsingha ITI College, Edugate Teacher's Training Institute. Khelar Samabai Samity Godown. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in**. Last dt. application: **27.02.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.02.2026 upto 02.00 P.M**. Last dt. Of receiving quotation: **27.02.2026 upto 03.30 P.M**. Dt. of Opening: **27.02.2026 at 04.00 P.M.**

SD/- Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation Tender
Tender Notice No- 01/HCM /APAS/ Eng/2026 Dated- 24.02.2026
Memo No- 975/HCM/Eng/S.D

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the various works in different places under ward no-1-30 Under HCM, Under APAS fund. Details information will be available from Municipal office 2**5.02.2026 within 10.00 A.M upto 06.03.26 at 2.00 P.M.** Purchase of Tender paper Dated **06.03.26 on 1 P.M** & dropping date: **06.03.26 at 2.00 P.M**.and tender will be **opened at 3 P.M on 06.03.26.** For details information please visit website-**https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Office Of The Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24-Parganas
NOTICE INVITINGE-TENDER
NIT No. :18/MGP/E-Tender/NIT 18/2025-26 Dated-24-02-2026

E-TenderID:-2026_ZPHD_1013052_1 Upgradation of Road From the house of Tapan maity to Towards East Side **E-Tender ID-2026_ZPHD_1013052_2** Upgradation of Community Toilet Near Billa More **E-TenderID:-2026_ZPHD_1013052_3** TS Contruction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the house of Biswajit Ranjit at Mouza Baliara Sansad No XV **E-TenderID:- 2026_ZPHD_1013052_4** TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the house of Sk Panjab at Moura Baliara Sansad No XVIII **E-TenderID:-2026_ZPHD_1013052_5** TS Construction of Overslah CC Drain for LWM Purpose near the Netaji Pally Bishalaxmy Mandir at Mouza Bagdanga Sansad No VI **E-TenderID:-2026_ZPHD_1013052_6** TS CONSTRUCTION OF GENTS AND LEDIES COMMUNITY TOILET AT MOUSHUNI IST GHERI SWM PROJECT **last date of E-Tender bid submission is 02-03-2026 . Details on Notice Board of Moushuni Gram Panchayat**

Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana South 24 Pgs

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah

e-tenders are invited by Prodhan Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.-Howrah, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential from MPLAD **(NIT No. DSGP/847/ MPLAD/2025-2026 Dt:-23/02/2026)**, MPLAd Fund Date of closing of Submission of Tachnical & Financial Bid on **10/ 03/2026 up to 11.00 am**. For details visit the website **http:/ /wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

COMFORT FINCAP

কমফোর্ট ফিনক্যাপ লিমিটেড
CIN: L65923WB1982PLC035441

নিবন্ধিত অফিসঃ ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক বি, প্যান্টালুনের পিছনে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিসঃ ৩০১, ৩ তলা, এ উইং, হেতাল আর্চ এসভি রোড, মালাদ (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০৬৪
ফোন নম্বরঃ ০২২-৬৮৯৪ ৮৫০০০৮০৯, ইমেলঃ info@comfortfincap.com
ওয়েবসাইটঃ www.comfortfincap.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (নিয়ম) এর বিধি ২০ এবং ২২ এবং আইন ও বিধির অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার (এমসিএ সার্কুলার), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি তালিকাভুক্তি রেগুলেশন), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম ও প্রবিধান (আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত যেকোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনর্প্রণয়ন সহ), কমফোর্ট ফিনক্যাপ লিমিটেড (**কোম্পানি**) এর সদস্যদের অনুমোদন কেবলমাত্র পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে, ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত রেজোলিউশনের জন্য রিমোট ই-ভোটিং (ই-ভোটিং) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাওয়া হয়। ২০২৫ (**বিজ্ঞপ্তি**)

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ

কোম্পানি মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ ডাক ব্যালট নোটিশ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো সম্পন্ন করেছে শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন / সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় **শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ ছিল এবং যাদের ইমেল ঠিকানা বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড,** কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (দের) সাথে নিবন্ধিত, আইনের বিধান অনুসারে, প্রণীত বিধি এবং MCA সার্কুলার অনুসারে।

কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.comfortfincao.com স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ BSE লিমিটেড www.bseindia.com এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com।

ই- ভোটিং **বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টা** (IST) থেকে শুরু হবে এবং **বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা** (IST) থেকে শেষ হবে। এরপর NSDL ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নন এমন যেকোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন। সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

SEBI তালিকাভুক্তি বিধিমালার বিধি ৪৪ অনুসারে এবং আইনের ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে, নিয়ম, MCA সার্কুলার এবং SS-2 সহ পঠিত, কোম্পানি তার সদস্যদের শুধুমাত্র ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, যাতে তারা ডাক ব্যালট ফর্মটি শারীরিকভাবে জমা দেওয়ার পরিবর্তে সম্মতি বা ভিন্নমত প্রকাশের জন্য ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। সেই অনুযায়ী, ডাক ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে ডাক ব্যালট নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি সদস্যদের কাছে এই ডাক ব্যালটের জন্য পাঠানো হচ্ছে না। কোম্পানিটি পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য, মিসেস রমাদেবী সতীশ ভেনিগাল্লা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্যপদ নং ৭৩৪৫ এবং সিপি নং ১৭৮৮৯) কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল সোমবার, ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং NSDL-এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে এবং BSE লিমিটেডকেও জানানো হবে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট নোটিশে দেওয়া আছে। সদস্যদের সাবধানে এটি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nedl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। যেসব সদস্যের সহায়তার প্রয়োজন এবং / অথবা ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কে কোনও অভিযোগ আছে তারা মিস রিম্পা ব্যাগকে evotinginsdl.co.in/ rimpabinsdl.com ঠিকানায় অনুরোধ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬৭০০০, ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৪২০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা infocomfortfincap.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা টেলিফোন নম্বর ০২২-৬৮৯৪৮৫০৮ / ০৯ নম্বরে কল করতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
কমফোর্ট ফিনক্যাপ লিমিটেডের জন্য
স্বা /- অঙ্কুর আগরওয়াল
পরিচালক
ডিআইএনঃ ০৬৪০৮১৬৭

তারিখঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই

PWD(GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at MSA Indoor Stadium under Purulia Town PS in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Lalpur Community Hall under Hura PS in the District of Purulia." 3. Temporary Electrification work at the places of accommodation canters for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Raghunathpur Block II Community Hall, Cheliyama under Raghunathpur PS in the District of Purulia." 4. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Krishak Bazar under Joypur PS in the District of Purulia." 5. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Balarampur Shelac Cluster, under Balarampur PS in the District of Purulia." 6. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Ichag Integrated Model School under Jhalda PS in the District of Purulia." 7. ""Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Karmatirtha under Arsha PS in the District of Purulia." 8. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Barabazar Community Hall (A-Team Ground), Barabazar PS in the District of Purulia." 9. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Sampriti sadan under Neturia PS in the District of Purulia." 10. ""Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Bandwan Karmatirtha, under Bandwan PS in the District of Purulia." 11. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at STPS Employee Recreation Club under Santaldih PS in the District of Purulia." 12. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at MSA Indoor Stadium II under Purulia Town PS in the District of Purulia." **NIQ No. 35 of 2025-2026**. The quotations will be received upto **02:00pm on 26-02-2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from:- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/-M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah

e-tenders are invited by Pradhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist-Howrah, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential from MPLAD **(NIT No.-DSGP/848/ MPLAD/2025-2026 to DSGP/851/MPLAD/2025-2026 Dt:-23/02/2026 MPLAd Fund)**,**(NIT No:-DSGP/852/BEUP/25-26, Dt:-23/02/2026, BEUP fund)**. Date of closing of Submission of Technical Financial Bid on **02/03/2026 up to 11.00 AM**. For details visit the website:- **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

অক্ষরের বদলে কেন সুন্দর?

মুম্বই, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতের সহ-অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বরাবরই দল আগে, ব্যক্তি পরে নীতির কথা বলে আসছে। এর আগেও রোহিত শর্মার বদলে শুবমন গিলকে ওডিআই অধিনায়ক করা হয়। চা সত্ত্বেও তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত 'সুপারস্টার সংস্কৃতি' ভাঙার বার্তা দিয়েছে দল। গত বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধ ম্যাচে পাঁচ নম্বরে নেমেও নজর কেড়েছিলেন অক্ষর। তার পরও সুপার এইটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে বসিয়ে সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা সুন্দরকে নেওয়া হয়। সহকারী কোচ রায়ান টেন ডশেট এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি। তাঁর কথায়, ''বিষয়টা এতটা সহজ নয়।'' টিম ম্যানেজমেন্টের যুক্তি ছিল 'ম্যাচ-আপ'। যার অর্থ হল, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল অর্ডারে একাধিক বাঁহাতি থাকায় অফ-স্পিনার সুন্দরকে কার্যকর বলে মনে করে দল। পরিকল্পনা ছিল পাওয়ার প্লে-তে সুন্দরকে বল করানোর। কিন্তু ম্যাচর পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তিনি মাত্র ২ ওভার বল করেন। এমনকি ডেভিড মিলার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেও সুন্দরকে বাড়তি ওভার বল করতে দেওয়া হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, যদি ম্যাচ-আপই মূল লক্ষ্য হয়, তবে বাঁ হাতিদের বিরুদ্ধে অক্ষরকে কেন বল করতে দেওয়া হল না? এশিয়া কাপেও সুন্দরের কথা ভাবাই হয়নি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কৌশলগত ভাবনায় তাই স্পষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও সমালোচনা কম নয়। কেরিয়ার গড় ১৬ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩০ থাকা সুন্দরকে পাঁচ নম্বরে পাঠানো হয়। যখন রান রেট ১০-এর উপরে উঠেছিল। ডুশখাটে জানান, অক্ষর খেললে তাঁকেই ওই জায়গায় ব্যবহার করা হত, পাওয়ার হিটিং বাড়ানোর জন্য। যদিও শিবিরে আতঙ্ক নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে ভারতের দরকার আরও স্থির সিদ্ধান্ত। না হলে এমন বিতর্ক দলে প্রভাব ফেলতেই পারে।

চাপে থাকা ভারতকে হারানোর ছক কষছে জিম্বাবোয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন

সুপার এইটে উঠে চমকে দিয়েছে তারা। নতুন এক প্রজন্মের হাত ধরে ফের প্রত্যাবর্তন হয়েছে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের। কিন্তু সুপার এইটের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের পর বেশ চাপে সিকন্দর রাজার দল। এই পরিস্থিতিতে সেমির স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামছে জিম্বাবোয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে বড় ব্যবধানে হার থেকে শিক্ষা নেবে দল। সেই সঙ্গে ভারতের দুর্বলতা কাজে লাগাতে চাইবে। এই ম্যাচ হারলে জিম্বাবোয়ের গল্প কার্যত শেষ হয়ে যাবে। তাই মরিয়া হয়ে মাঠে নামতে চাইছেন সিকন্দররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিধ্বংসী ব্যাটিং ইউনিটকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছে জিম্বাবোয়ে। ১০৭ রানে হেরেছে টিম। দলের কোচ জাস্টিন স্যামন্স মনে করেন, হতাশাজনক হলেও এই অভিজ্ঞতা গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগতে পারে। চেন্নাইয়ে 'মাস্টি-উইন' ম্যাচের আগে দলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন জিম্বাবোয়ে কোচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে স্যামন্স স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতও তাঁর টিমের বিরুদ্ধে আগ্রাসী কৌশল নেবে। স্যামন্স বলেছেন, ''আমরা জানি ভারত কতটা মরিয়া হয়ে মাঠে নামবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ইনিংস শুরু করেছিল, সেটা ভারতও করতে চাইবে। ওরা কোনও ভাবেই রক্ষণাত্মক হবে না। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। চাপের মধ্যে কীভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হয়, কী ভাবে নিজেদের কুল রাখতে হয, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপক্ষের জুটি ভাঙতে হয়, দ্রুত কৌশল বদলাতে গেলে কী করতে হয়, এগুলো কিন্তু আমাদের শিখতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২৫৪ রানের বিশাল স্কোর তোলে। সিমরন হেটমায়ার ৮৫ করেন। রভম্যান পাওয়েল ৫৯ রান করে যান। বল হাতে গুডাকেশ মোটি মোট চারটি উইকেট নেন। আর আকিল হোসেন তিনটি উইকেট তুলে নেন। জবাবে জিম্বাবোয়ে ১৪৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। নিজের টিমের ব্যর্থতা নিয়ে স্যামন্স বলেন, বোলিংয়ে তাঁর দলকে আরও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। ''আমরা নিজেদের ধারণা নিয়ে বোলিং করেছি। ওই জায়গায় আরও স্মার্ট হতে পারতাম। চেন্নাইয়ের মাঠটা একটু বড়। সেখানে হয়তো এই দিকটা সামলানো কিছুটা সহজ হবে, মন্তব্য করেন তিনি।'' জিম্বাবোয়ের কোচ আরও বলেন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে দল নিজেদের নিজেদের পরিকল্পনা থেকে সরে গিয়েছিল। ব্যাটিংয়েও যার ছাপ পড়েছে।'' স্যামন্সের কথায়, ''শুধু বল হাতে নয়, ব্যাট হাতেও আমরা আমাদের পরিকল্পনা থেকে সরে গিয়েছিলাম। আর সেখানেই ছন্দ হারিয়েছি।'' সুপার আটের এই ম্যাচের আগে ভারত ও জিম্বাবোয়ে দু'দলই হারের ধাক্কা নিয়ে মাঠে নামছে। ফলে ম্যাচের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়েছে। সূর্যের নেতৃত্বে ভারত আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। আর জিম্বাবোয়ের কাছে চ্যালেঞ্জ হবে দ্রুত হারের ধাক্কা থেকে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা। উচ্চ-স্কোরিং ম্যাচের চাপ সামলানো। ব্যাটে-বলে পারফরম্যান্স দেখিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

জিততেই হবে ১০০ রানে

আর কোন শর্তে বিশ্বকাপের সেমিতে যাবে ভারত?

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ-এর গ্রুপ পর্বের গণ্ডি সহজে পার করলেও সুপার এইটের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৬ রানে হারটাই যেন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে সূর্যকুমার-হার্দিকদের কাছে। সুপার এইটে এখনও দু'ম্যাচ বাকি থাকলেও বিশ্বকাপের সেমিতে যাওয়া অনিশ্চিত ভারতের। সোমবার রাতে দুরন্ত ফর্মে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০৭ রানে হারিয়েছে জিম্বাবোয়েকে। এর পরে আরও জটিল হয়েছে ভারতের সেমিতে যাওয়ার সমীকরণ। শুধু বাকি দুই ম্যাচে জিতলেই হবে না, রয়েছে নেট রান রেটের অঙ্ক। তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের ম্যাচের দিকেও। কী ভাবে সেমিতে পৌঁছবে ভারত?

বিশ্বকাপের সেমিতে যেতে কী করতে হবে ভারতকে?

- পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান ও নেট রান রেট

গ্রুপ ১-এর শীর্ষে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ম্যাচেই ১০৭ রানে জেতায় তাদের নেট রান রেটে ৫.৩৫০। দ্বিতীয় স্থানে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতকে ৭৬ রানে হারানোয় প্রোটিয়াদের নেট রান রেট ৩.৮০০। তিনে রয়েছে ভারত। -৩.৮০০ নেট রান রেট অভিষেক-ইশানদের। শেষ স্থানে রয়েছে জিম্বাবোয়ে।

কেন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১০০ এর বেশি রানে জিততে হবে ভারতকে?

ভারতকে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা যদি একটি ম্যাচে হারে, তখন চাপ বাড়বে সূর্যদের উপরে। সে ক্ষেত্রে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ- তিন দলই শেষ করবে চার পয়েন্টে। তখন বড় ফ্যাক্টর হবে নেট রান রেট। আর সেখানে এখন অনেকটাই পিছিয়ে ভারত। পরবর্তী ম্যাচ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে বিশাল ব্যবধানে জয় পেতে হবে ভারতকে। আর সেই মার্জিনটা হতে হবে ১০০ রান বা তারও বেশি। অর্থাৎ, যদি প্রথমে ব্যাট করে ২২০ রান তোলে ভারত, তা হলে ১২০ বা তারও কম রানে অল আউট করে ফেলতে জিম্বাবোয়েকে। তবেই নেট রান রেটের বিচারে দক্ষিণ আফ্রিকার উপরে চাপ তৈরি করতে পারবে টিম ইন্ডিয়া। অর্থাৎ অভিষেক-ঈশানদের পাশাপাশি জ্বলে উঠতে হবে বুমরা-বরুণদেরও। এখন দেখার এই ডু-অর-ডাই ম্যাচের জন্য প্রথম একাদশে ভারত কোনও বদল করে কি না।

মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান

টি২০ বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা আইসিসি-র

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ ঘোষিত মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি। ওয়ানডের পর ফের বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে নামবেন স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কৌররা। ১২ দলের এই বিশ্বকাপ শুরু হবে ১২ জুন। এজবাস্টনে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা। তবে আবারও একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রশ্ন, কবে সেই মহারণ? মঙ্গলবার আইসিসি'র পক্ষ থেকে এই সূচি ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ১২ দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ ১-এ রয়েছে স্মৃতিদের গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস। গ্রুপ ২-এ আয়োজক ইংল্যান্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড। এবার আসা যাক ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের কথায়। ১৪ জুন এজবাস্টনে রয়েছে বহুপ্রতীক্ষিত সেই ম্যাচ। যা শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধে ৭টায়। এরপর উইমেন্স ইন ব্লুরা ১৭ জুন মুখোমুখি হবে প্রথমবারের মতো মহিলাদের ক্রিকেটে অংশ নিতে চলা নেদারল্যান্ডসের। ম্যাচটি হবে হেডিংলিতে। ২১, ২৫ এবং ২৮ জুন হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ ম্যাচ রয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। অজি বাহিনীর সঙ্গে ম্যাচটি রয়েছে ঐতিহ্যবাহী লর্ডসে। সমস্ত ম্যাচ ভারতীয় সময় সন্ধে ৭টায়।

বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস। গ্রুপ ১-ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস। গ্রুপ ২-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড।

মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের সূচি। • ১৪ জুন ভারত বনাম পাকিস্তান (এজবাস্টন) • ১৭ জুন ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস (হেডিংলি) • ২১ জুন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (ওল্ড ট্রাফোর্ড) • ২৫ জুন ভারত বনাম বাংলাদেশ (ওল্ড ট্রাফোর্ড) • ২৮ জুন ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (লর্ডস) (সমস্ত ম্যাচ ভারতীয় সময় সন্ধে ৭টায়)। দু'টি সেমিফাইনাল রয়েছে ৩০ জুন এবং ২ জুলাই। প্রথম সেমি কিংসটন ওভালে সন্ধে ৭টায়। দ্বিতীয় সেমির ভেন্যু এক। তবে খেলা শুরু ভারতীয় সময় রাত ১১টায়। ফাইনাল ৫ জুলাই, লর্ডসে, সন্ধে ৭টায়।

অবসর ভেঙে কোর্টে ফিরছেন সেরেনা উইলিয়ামস

নিউ ইয়র্ক, ২৪ ফেব্রুয়াঃ বয়স একটা সংখ্যা মাত্র। তা আবারও প্রমাণ করে দিলেন ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী মালকিন সেরেনা উইলিয়ামস। অবসর ভেঙে ফের কোর্টে ফেরার প্রস্তুতি শুরু ৪৪ বছরের সেরেনা। এই বিষয়ে জানিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন কোচ রিক ম্যাকি। যদিও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি দুই সন্তানের মা সেরেনা। এক সাক্ষাৎকারে সেরেনার প্রাক্তন কোচ রিক ম্যাকি বলেন, ''সেরেনা অনুশীলন শুরু করেছে। কয়েক জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সঙ্গে ট্রেনিং করছে। অ্যালিসিয়া পার্কের সঙ্গে ম্যাচ অনুশীলনও করছে। সেরিনার খুব ভাল বন্ধু অ্যালিসিয়া। ও দক্ষিণ ফ্লরিডায় থাকে। সেরিনার কোর্টে ফেরা নিয়ে আমার কোনও সংশয় নেই। সময় হলে আবার ওকে কোর্টে দেখব আমরা। হয়তো দিদি ভিনাসের সঙ্গে ডাবলস খেলবে। যতদূর সেরেনাকে চিনি, তাতে শুধু ডাবলস খেলবে বলে মনে হয় না। ও ফিরলে পুরোপুরি ফিরবে। ও যদি মনে করে নিজের সেরাটা দিতে পারবে না, ম্যাচ জিততে পারবে না, তা হলে ফিরবে না। এটুকু বলতে পারি, ফিরলে ১০০ শতাংশ প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলবে।'' ২০১৭ সালে শেষবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। ২০২২ সালে ইউএস ওপেনে শেষবার খেলেছিলেন তিনি। যদিও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি। চোখের জলে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে পেশাদার টেনিসকে আলবিদা জানান ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী মালকিন। সেই অবসর ভেঙে কোর্টে ফিরছেন তিনি। বলে রাখা ভালো, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন সেরেনা। এরপর ২০২৩ সালে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান হয়।

হাঁটুতে চোট অধিনায়কের, বড় ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া

সংবাদ সংস্থা, ব্রিসবেন, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ এই অস্ট্রেলিয়াকেই ওয়ানডে বিশ্বকাপে হারিয়েছিল ভারতের মেয়েরা। অতীত সাফল্যের রেশ ধরে রেখেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অজি-বধ করেছিল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারিয়েছিল উইমেন্স ইন ব্লু। তবে অজি বাহিনীর বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হল না ভারতের। ৬ উইকেটে হার তো বটেই, সঙ্গে উদ্বেগ বাড়িয়েছে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের চোট। ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। স্মৃতি মন্ধানা (৫৮) এবং হরমনপ্রীত কৌর (৫৪) ছাড়া অজি বোলারদের সামনে আর কোনও ব্যাটারই সেভাবে সুবিধা করতে পারেননি। শেষের দিকে রিচা ঘোষ (২৩) এবং কাশভি গৌতমের ৪৪ বলে ৪৩ রানের ইনিংস ভারতকে ২১৪-র সম্মানজনক রানে পৌঁছে দেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অ্যাশলি গার্ডনার ৩, মেগান শুট ২টি করে উইকেট নেন। ডার্সি ব্রাউন, তাহলিয়া ম্যাকগ্রা এবং সোফি মোলিনাক্স ১টি করে উইকেট ভাগ করে নেন। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে নামেননি হরমনপ্রীত। যা দেখে তাজ্জব বনে যান সমর্থকরা। ফর্মে থাকা অধিনায়ক কেন নামলেন না, তা নিয়ে প্রশ্নও তোলেন নেটিজেনরা। জল্পনা দূর করে ভারতীয় বোর্ড। বিসিসিআইয়ের তরফে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানানো হয়, ' অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর দ্বিতীয় ইনিংসে নামতে পারেননি। ব্যাটিং করতে গিয়ে বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছেন তিনি।' হ্যারির অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। যদিও প্রথম ওয়ানডেতে জয় অধরা থেকেছে ভারতের। মাত্র ৩৮.২ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সর্বোচ্চ ৭৬ রান করেন বেথ মুনি। হাফসেঞ্চুরি পূরণ করার ঠিক পরেই ফেরেন অ্যালিসা হিলি। ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। ভারতের হয়ে শ্রী চরণী ২, ক্রান্তি গৌড় ১, দীপ্তি শর্মা ১ উইকেট নেন।

ভারতের 'শত্রু' চিপক স্টেডিয়াম?

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই হেরে বিপাকে ভারত। ৭৬ রানে হার যেন বিশ্বকাপ স্বপ্নেই নাড়া দেয়নি, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারাটা চোখ খুলিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আহমেদাবাদের কালো পিচে একপ্রকার নাকানি-চোবানি খেয়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ঈশান থেকে হার্দিক, ফ্লপ সবাই। এমতাবস্থায় ভারতের বর্তমান অবস্থা বেশ শোচনীয়। -৩.৮০০ রান রেট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ভারত। তাদের পরবর্তী ম্যাচ আগামী বৃহস্পতিবার, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। সদ্যই প্রকাশ্যে এল সেই ম্যাচের পিচ। চেন্নাইয়ের চিপকে স্টেডিয়ামের উইকেট সাধারণত স্লো হয়। আইপিএলে এই পিচেই খেলে অভ্যস্ত চেন্নাই সুপার কিংস। সাধারণত, স্পিনাররা ভাল পারফরম্যান্স করেন। তবে পিচ কিউরেটর জানিয়েছেন, সেই সম্ভাবনা এই বার নেই। চিপকের ৩টি পিচই ব্যাটিং সহায়ক। সূত্র অনুযায়ী, একটি পিচ তৈরী লাল মাটি দিয়ে, বাকি দুইটি কালো মাটি। একটি পিচে ঘাসের ছিঁটেফোঁটা নেই। অন্যটিতে হালকা ঘাস দেখা যাচ্ছে। তিন পিচেই বেশি রান ওঠার প্রবল সম্ভাবনা। গ্রুপ পর্বে চেন্নাইতে খেলা হয়েছে মোট ৬টি। সর্বোচ্চ রান ২০০, সর্বনিম্ন ১৭৩। বিশ্বকাপের আগে বদলানো হয়েছিল চিপকের পিচ। তাই এই নতুন পিচ দেখে আশা করা যাচ্ছে, বল স্বাভাবিকভাবেই ব্যাটে আসবে। ভারতীয় ব্যাটাররা সুবিধে পেতে চলেছেন। বিশ্বকাপে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৬ রানে হেরে সেমির দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে। জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুধু জিতলেই চলবে না, বড় ব্যবধানে জিততে হবে। তবে জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে ব্যাটিং সহায়ক পিচ হয়ত আশ্বাস দেবে ভারতকে।

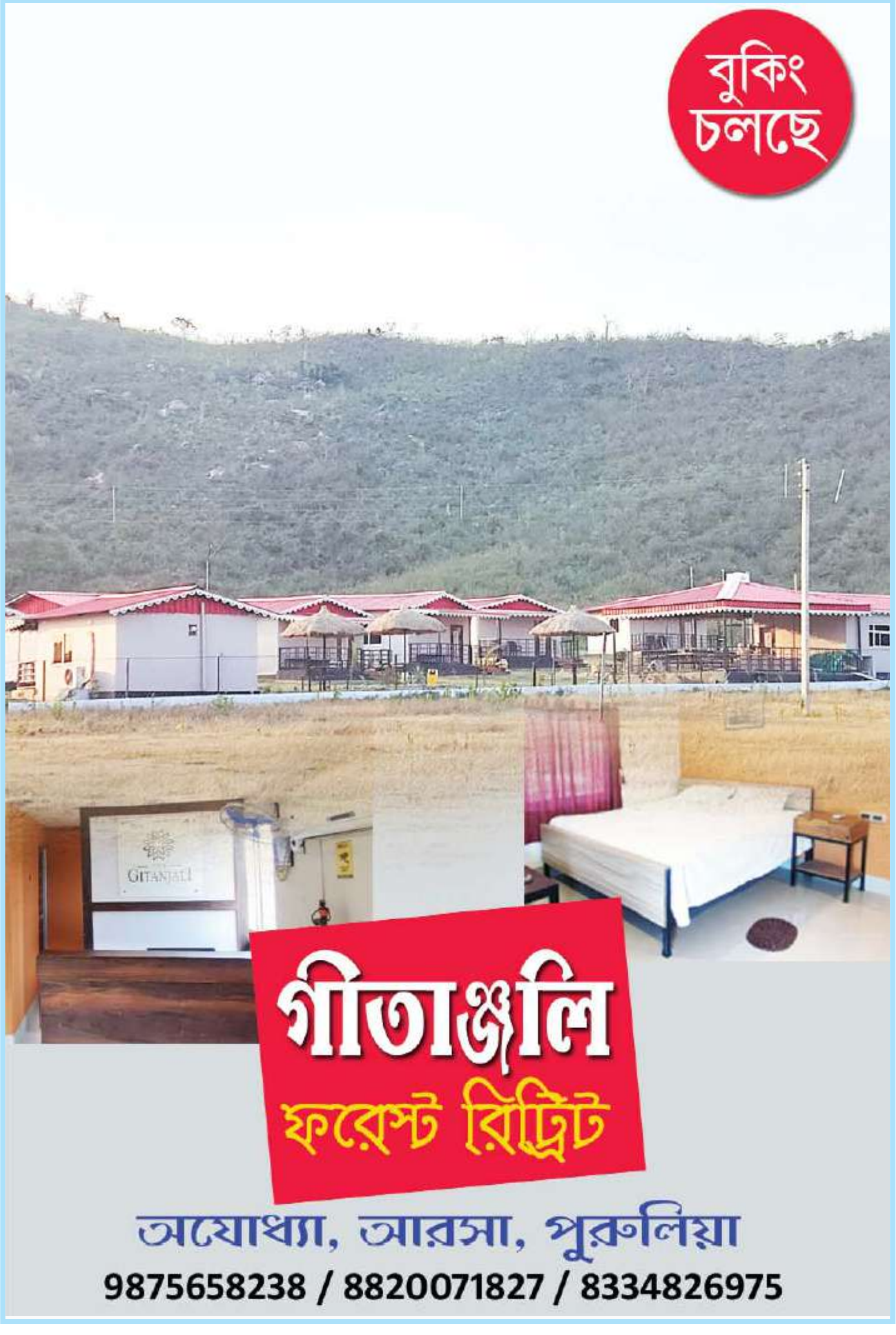

বুকিং চলছে
গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া
9875658238 / 8820071827 / 8334826975

'সুপার সাব' শেশকোর সুপার গোলে মুগ্ধ ম্যান ইউনাইটেড কোচ

আরেকবার বদলি নেমে আরেকটি গোল এবং আরও একবার দলের ত্রাতা। বেনইয়ামিন শেশকো এখন সত্যিকারের 'সুপার সাব' খেতাব পেতেই পারেন। বদলি নেমে গোল করাকে নিয়মিত চিত্র করে তুলছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্ট্রাইকার। দলকে জেতানো গোলের পর এই ফরোয়ার্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কোচ মাইকেল ক্যারিক।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে সোমবার বদলি নামার ১৩ মিনিট পর গোলটি করেন শেশকো। স্লোভেনিয়ান স্ট্রাইকারের ৭১তম মিনিটের গোলে এভারটনের মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফেরেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এই জয়ের পর ক্যারিকের কোচিংয়ে চমকপ্রদ পথচলায় ইউনাইটেড উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকার চারে। হুবেন অ্যামুরি বরখাস্ত হওয়ার পর গত ১৩ জানুয়ারি দায়িত্ব নেন ক্যারিক। ক্লাবের প্রাক্তন এই তারকার কোচিংয়ে এখন টানা ছয় ম্যাচ অপরাজিত রেড ডেভিলরা। এই পথচলায় বড় অবদান শেশকোর। সবশেষ চার ম্যাচের মধ্যে তিনবার বদলি নেমে গোল করে দলের পয়েন্ট নিশ্চিত করলেন ২২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। এভারটনের বিপক্ষে গোলটি ছিল চোখধাঁধানো এক পাল্টা আক্রমণের ফসল। নিজেদের পোস্টের একটু বাইরে বা প্রান্ত থেকে আচমকা দূরপাল্লার ক্রস করেন তিনি ডান প্রান্তে। মাঝমাঠ থেকে ছুটে গিয়ে এভারটনের বক্সের বাইরে বল ধরেন ব্রায়ান এমবুমো। বাঁ পায়ে আলতো করে বল বাড়িয়ে দেন তিনি গুলির বেগে ছুটে আসা শেশকোর দিকে। চলন্ত বলে গোলকিপারকে কোনো সুযোগ না দিয়ে লিগে নিজের সপ্তম গোল করেন গত আগস্টে দলে আসা ফরোয়ার্ড। ম্যাচের পর এই গোলের উৎস আর ফিনিশিংয়ে মুগ্ধতার কথা বললেন কোচ ক্যারিক। ''দুর্দান্ত ফিনিশিং ছিল এটি। নিখুঁত ফিনিশ। আমার খুবই ভালো লেগেছে যেভাবে সে সত্যিকারের আত্মবিশ্বাসে বল জালে পাঠিয়েছে। কুইয়া অসাধারণভাবে বলটি দিয়েছে এমবুমোকে এবং সে দারুণভাবে বল বানিয়ে দিয়েছে। পাল্টা আক্রমণে আমরা বিপজ্জনক দল।'' শেশকো বললেন, নিজের সামর্থ্যে তার আস্থার কমতি নেই। ''নিজের ওপর আমার বিশ্বাস প্রবল এবং সতীর্থরাও ভরসা রাখে আমার ওপর। তারা জানেন, আমি মাঠে নামলে তারা কী আশা করতে পারেন। এরপর তা পূরণ করার দায়িত্ব আমার। ভালো লাগছে সেটি করতে পেরে।'' ২৭ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে এখন চারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে চেলসি ও লিভারপুলের পয়েন্ট ৪৫, অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট ৫১, ম্যানচেস্টার সিটির ৫৬, এক ম্যাচ বেশি খেলে আর্সেনালের ৬১।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্য দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com